উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮১,৭৫৭.৭৩ (-৫০১.৫১)

নিফটি : ২৪,৯৬৮.৪০ (-১৪৩.০৫)

থমথমে গোপালগঞ্জ
শুক্রবারও বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। এদিন আরও একজন গুরুতর আহতের হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫ হয়েছে। » ৭

জন্মদিনে গ্রেপ্তার বাঘেল-পুত্র
আবগারি দুর্নীতি এবং আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের পুত্র চৈতন্য বাঘেলকে গ্রেপ্তার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৪°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৭°	২৭°	২৭°

একুশে বিধিনিষেধ
একুশে জুলাইয়ের দিন টানা দু-ঘণ্টা কলকাতায় কোনও মিছিল করা যাবে না। এমনটাই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। আদালতের সতর্কতা, কোনওমতেই যেন যানজট না হয়। » ৫

২ শ্রাবণ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 19 July 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 62

অনুপ্রবেশ তাস

আলিপুরদুয়ারের সভায় এসে ছাব্বিশের ভোট-ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিলেন মোদি। শুক্রবার দুর্গাপুরে দাঁড়িয়ে বাংলায় বদলের ডাক দিলেন আরও একবার। তৃণমূল যথারীতি তাঁকে বিঁধছে সেই বাংলা-অস্ত্রেই।

মোদির ভাষণে মমতার প্রচার মোকাবিলার সুর

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরূপ দত্ত

দুর্গাপুর ও কলকাতা, ১৮ জুলাই : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই বাঙালি বিরোধী তকমা দিন না কেন, নরেন্দ্র মোদি বোঝালেন, বাংলায় অনুপ্রবেশই বিজেপির অস্ত্র। ভোটার তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের সরাতে দেশের সংবিধান অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। দুর্গাপুরে শুক্রবার দলের সভায় ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সুরই বেঁধে দিলেন।

মাত্র দু'দিন আগে বুধবার কলকাতার রাজপথে নেমে তৃণমূল নেত্রী অভিযোগ করেছিলেন, নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে দিল্লি, মহারাষ্ট্রের মতো নির্বাচনে বিজেপি জিতেছে। এখন বিহার, বাংলার বিরুদ্ধে একই চক্রান্ত শুরু করেছে। সেদিনই ভোটার তালিকা সংশোধন হলে প্রায় ৯০ লক্ষ ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়ার জন্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে গিয়ে দাবি জানিয়ে এসেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

বাঙালি হিন্দুদের রক্ষা করতে এটাই রাজ্যে শেষ নির্বাচন বলে বিজেপির সদ্যনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যে প্রচার শুরু করেছেন, তাতেই সিলমোহর দিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। হিন্দু-মুসলমান- কোনও শব্দ উচ্চারণ করলেন না বটে। কিন্তু অনুপ্রবেশকারী বলে বিজেপির মোদ্দা অবস্থানটি পরিষ্কার করে দিলেন।

মোদির কথায়, 'দুর্গাপুরের এই মাটি থেকে আমি সাফ সাফ বলে যাচ্ছি, যে বা যাঁরা ভারতের নাগরিক নন, যাঁরা অনুপ্রবেশ করে এদেশে এসেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দেশের সংবিধান অনুযায়ী ন্যায়সম্মত পদক্ষেপ করা হবে। বাংলার বিরুদ্ধে কোনও চক্রান্তকে সফল হতে দেওয়া হবে না। এটা আপনাদের কাছে মোদির গ্যারান্টি।'

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের আগে ওই সভায় একই সুরে বিহারের মন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, গত দুটি নির্বাচনে তৃণমূল ভুয়ো ভোটারদের ভোটেই জিতেছে। ভোটার তালিকা সংশোধন হলে '২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূলের আর জেতা সম্ভব হবে না। তাই বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধন দেখে সরব হয়েছেন মমতা।' তৃণমূলের বাঙালি বিরোধী বলে বিজেপিকে দেগে দেওয়ার মরিয়া প্রচার রোখার ভাবনাও স্পষ্ট মোদির ভাষণে।

তিনি বক্তৃতার শুরু বা শেষ কোথাও জয় শ্রীরাম উচ্চারণ করেননি শুক্রবার। শুরু করেছেন কালী নামে জয়ধ্বনি দিয়ে। স্মরণ করেছেন দেবী দুর্গাকেও। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ও অন্য বিজেপি নেতারা জয় শ্রীরাম বললেও প্রধানমন্ত্রী সে পথে যাননি। যা নিয়ে পরে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও কুণাল ঘোষ। শমীক ভট্টাচার্য বিজেপির রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার অনুষ্ঠানে রামের বদলে কালীর ছবি দেখা গিয়েছিল। শমীকের সেই লাইনেই যেন সিলমোহর দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

বাঙালি হিন্দুদের প্রাধান্য দিয়ে রাজ্য সভাপতির সওয়ালেরও সমর্থন ছিল মোদির ভাষণে। মমতার ১৬ জুলাইয়ের মিছিলের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেও তাঁর কথায়, 'তুষ্টিকরণের রাজনীতি করতে গিয়ে তৃণমূল যাবতীয় সীমা পার করে দিয়েছে। *এরপর বারোর পাতায়*

নমোর পঞ্চবাণ

১ বাংলার অস্মিতা
■ তৃণমূল আর বামেরা বাংলাকে ধ্বংস করে দিল। বিজেপি-ই বাংলাকে ধ্রুপদির মর্যাদা দিয়েছে। দেশে যেখানে বিজেপি সেখানেই বাংলাকে সম্মান দিয়েছে। বাংলার অস্মিতা বিজেপির কাছে সুরক্ষিত।

২ শিল্পহীন বাংলা
■ বিজেপি বিকশিত বাংলা চায়। বাংলার এই মাটি প্রেরণায় পূর্ণ। বিজেপি সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করতে চায়।
■ তৃণমূল বাংলাকে শিল্পোন্নত হতে দিচ্ছে না। তাই তৃণমূল বাংলা থেকে সরাতে হবে।

৩ প্রসঙ্গ নারী নির্যাতন
■ বাংলার হাসপাতালও মেয়েদের জন্য সুরক্ষিত নয়। তখনও দেখা গিয়েছে, কীভাবে অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে তৃণমূল। এর পর কলেজেও একটা মেয়ের উপর কীভাবে অত্যাচার চালানো হল।

৪ অনুপ্রবেশ বিতর্ক
■ অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে সরাসরি নেমে পড়েছে তৃণমূল। কান খুলে শুনে রাখুন, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সংবিধান অনুযায়ীই পদক্ষেপ করা হবে।

৫ লাটে শিক্ষা
■ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ফেলেছে। ডাবল অ্যাটাক হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থায়। এই যে শিক্ষকরা যাদের চাকরি নেই এটাও তৃণমূলের দুর্নীতির জন্য।

বাংলায় ভাষণ, কালীবন্দনায় কটাক্ষ তৃণমূলের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৮ জুলাই : সকালে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা। বলেছিলেন, দুর্গাপুরে মোদিজি বাংলায় ভাষণ দেবেন তো? বিকেলে ভাঙা বাংলায় ভাষণ শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী। তাতেও সমালোচনা করতে ছাড়ল না তৃণমূল। দলের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হল, 'প্রধানমন্ত্রী বাংলায় ভাষণ শুরু করেছেন, ভালো কথা। কিন্তু আপনাকেও ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে না তো?'

দিনকয়েক আগে বিজেপি শাসিত অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছিলেন, কেউ বাংলা বলে বিদেশি চিহ্নিত করতে সুবিধা হবে। মোদির বাংলায় ভাষণ শুরুর প্রসঙ্গে যেন সেই মন্তব্যের জবাব দিল তৃণমূল। সকালের সাংবাদিক বৈঠকে ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে শশী প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাংলায় বলা অপরাধ হলে জাতীয় সংগীত গাওয়া কি বন্ধ করে দেবেন?'

জয় শ্রীরাম স্লোগান নিয়ে বহুবার বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। যুক্তি দিয়েছে, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে ওই স্লোগান খাপ খায় না। শুক্রবারের সভায় সেই স্লোগান দেননি মোদি। বদলে ভাষণ শুরু করেছেন 'জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা' বলে। তাতেও কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। বিকেলে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন তুললেন, নরেন্দ্র মোদি বাংলায় এসেছেন বলেই কি রামের নাম নিলেন না? *এরপর বারোর পাতায়*

বৃহস্পতিবার রাতে ট্রেনে কাটা পড়ে তিনটি হাতির মৃত্যু হল ঝাড়গ্রামে। বাঁশতলা স্টেশন সংলগ্ন লাইনের পাশ দিয়ে ১০টি হাতির একটি দলকে নিয়ে যাচ্ছিলেন বনকর্মীরা। সেই সময় একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি ও দুটি শাবক লাইনে উঠে পড়ে। তখনই ঝাড়গ্রামের দিক থেকে খড়গপুরগামী জনশতাব্দী এক্সপ্রেস এসে পড়লে বিপত্তি ঘটে।

পদ্ম বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ, গাড়ি ভাঙচুর

বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষীকে মার তৃণমূল কর্মীদের।

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৮ জুলাই : শীতলকুচির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মনের পর এবার তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন। শুধু বিক্ষোভ নয়, তাঁর গাড়ি ভাঙচুর ও বিধায়কের সঙ্গে থাকা এক নিরাপত্তারক্ষীকে মারধরের অভিযোগও উঠেছে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। কোনওক্রমে বিজেপি বিধায়ক তাঁর গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে থানায় আসেন। এদিকে ঘটনার পর বিধায়কের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তারক্ষীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলে থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেছে তৃণমূল। বিজেপি বিধায়ক ও তৃণমূল নেতৃত্ব দু'পক্ষই ঘোকসাডাঙ্গা থানায় একে অপরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। শুক্রবার এনিয়ে উত্তপ্ত রইল ঘোকসাডাঙ্গা।

আগামী ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্মতলায় শহিদ সমাবেশ। এদিন থেকেই কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিতে শুরু করেছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। এদিন ঘোকসাডাঙ্গা রেলস্টেশন থেকে তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। ট্রেনে তাঁদের তুলে দিতে স্টেশনে আসে তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই সময় ঘোকসাডাঙ্গা রেলস্টেশনে টিকিট কাটতে আসেন এই কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন। বিধায়কের গাড়ি দেখেই তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁর বিরুদ্ধে গত চার বছরে এলাকায় কোনও উন্নয়ন না করা, এনআরসি-র জন্য কোচবিহারের এক বাসিন্দাকে নোটিশ পাঠানো সহ নানা অভিযোগে স্লোগান দিতে শুরু করে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি খোকন দে, তৃণমূল নেতা সাবলু বর্মন, জেলা যুব সভাপতি স্বপন বর্মন, যুব নেতা কমলেশ অধিকারী প্রমুখ। বিজেপি বিধায়ক অবশ্য গাড়িতেই বসেছিলেন। এরপর উত্তেজনা বাড়তে থাকায় তিনি গাড়ি ঘুরিয়ে সেখান থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেইসময় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা বিধায়কের গাড়ি চারদিক থেকে ঘিরে ধরেন। বিধায়কের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তারক্ষী তাঁদের হটিয়ে গাড়ি বের করার চেষ্টা করায় উত্তেজনা চরমে ওঠে। সেইসময় নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বচসা, হাতাহাতি শুরু হয়। অভিযোগ, একসময় নিরাপত্তারক্ষীর পোশাক ছিঁড়ে মারধর করা হয়। কোনওক্রমে বিধায়ক গাড়ি বের করে যাওয়ার চেষ্টা করলে গাড়ির পিছনের কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। বিধায়ক স্টেশন চত্বর থেকে সোজা থানায় পৌঁছান।

এদিকে তৃণমূল নেতৃত্ব বিধায়কের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তারক্ষী তাদের দলের জেলা যুব সভাপতি, পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ তুলে থানার সামনে আন্দোলন শুরু করে। তাদের দাবি, বিধায়ককে গ্রেপ্তার করতে হবে। দু'পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

সুশীল বলেন, 'এদিন আমি টিকিট কাটার জন্য ঘোকসাডাঙ্গা রেলস্টেশনে আসি। তৃণমূল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। *এরপর বারোর পাতায়*

সাদা চোখে সাদা কথায়

পরিচিতির ক্ষুদ্র খোপ ও বাঙালিয়ানার কুরুক্ষেত্র

গৌতম সরকার

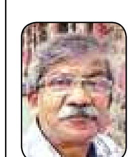

আপনি কে? আমি কে?

বাঙালি। না, না, ঠিক হল না।

বলুন, বাঙালি হিন্দু কিংবা বাঙালি মুসলমান!

ব্যাস এতটুকু? আর কোনও পরিচয় নেই?

আছে তো। বাঙালি হিন্দু, তবে নমশূদ্র। কিংবা বাঙালি মুসলমান, তবে নস্যশেখ। ভাগ্যিস বাঙালি মুসলমানের অত শিয়া-সুন্নি নেই। নাহলে আরেকটা পরিচয় যোগ হত।

উত্তরবঙ্গে আরও পরিচিতি আছে। কেউ রাজবংশী। কেউ বা পরিচয় দেন কামতাপুরি।

আদিবাসী হলেও প্রশ্ন ওরাওঁ না মুন্ডা না সাঁওতাল? নাকি বোড়ো বা রাভা বা টোটো?

মাঝখান থেকে ভারতীয় পরিচিতিটাই ফিকে!

শুধু মানুষ পরিচয়ে সন্তুষ্টি নেই। শুধু ভারতীয়ত্বের পরিচয়ও যেন যথেষ্ট হচ্ছে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আটকে ফেলা হচ্ছে নিজেদের। হিন্দু কিন্তু মতুয়া বা ব্রাহ্মণ, মুসলমান কিন্তু নস্যশেখ। খ্রিস্টান হলে প্রোটেস্ট্যান্ট বা ক্যাথলিক! প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিকেও কত ভাগ। যে গ্রামে বড় হয়েছি, সেখানে একটা ভেঙে সাতখানা গির্জা হতে দেখেছি।

কেউ বলতেই পারেন, এতগুলি পরিচয়ে ক্ষতি কী! সত্যি তো, ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। বহুমাত্রিক পরিচয় মানে যে বহু সংস্কৃতি, বহু কৃষ্টি, বহু আচার। বহু ইতিহাস! বৈচিত্র্যের এই শতফুলই তো ভারতীয়ত্ব। বাঙালিয়ানারও। যেমন ঘটি, বাঙাল, রাঢ়বাংলার বাঙালি। বাঙাল বাঙালির আবার কত ভাগ- ঢাকাইয়া, ময়মনসিংহা, বরিশালি, চাটগাইয়া! কৃষ্ণের শতনামের মতো বাঙালির পরিচয়ের শেষ নেই।

পরিচয়ের এত ফুলে ক্ষতি কিছু ছিল না যদি পরিচয়ের রাজনীতিকরণ না হত। হ্যাঁ পরিচিতির রাজনীতি। তুমি মুসলমান, তাহলে অবধারিত তৃণমূল। যদি হিন্দু হও, *এরপর বারোর পাতায়*

ফের ভালভ খারাপ, জলসংকট শহরে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ জুলাই : গত কয়েকদিনের টানা গরমে এমনিতেই হাঁসফাঁস অবস্থা শহরবাসীর। এই অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার থেকে তোর্ষা পানীয় জলপ্রকল্পের জল পাচ্ছে না শহরের ১, ২, ৩, ৫, ৭, ৮, ১৮ ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ২৫-৩০ হাজার মানুষ। ঘটনায় ভয়াবহ সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। বাধ্য হয়ে অনেকে বাইরে থেকে জারের জল কিনে খাচ্ছেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে তেমন হেলদোল নেই পুরসভা কর্তৃপক্ষের। তাঁদের বক্তব্য, তোর্ষা পানীয় জলপ্রকল্পের ভালভ খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণেই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'তোর্ষা পানীয় জলপ্রকল্পের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভালভটি ফের খারাপ হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই এই সমস্যা। ভালভ ঠিক করার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। আশা করছি, আগামীকালের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।'

বিষয়টি নিয়ে শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তুলি সাহা বলেন, 'গত বৃহস্পতিবার থেকে বাড়িতে পানীয় জল আসছে না। একেই গরম, তার উপর পানীয় জল না আসায় খুবই সমস্যায় পড়েছি। *এরপর বারোর পাতায়*

রক্ষী সত্ত্বেও হাসপাতালে কুকুর

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

কোচবিহার ব্যুরো

১৮ জুলাই : শুক্রবার দুপুরের দিকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পেছনের দিকের প্রবেশপথের পাশে একটি শেডের নীচে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিলেন দুই ভবঘুরে। তাঁর পাশে কিছু অ্যাম্বুল্যান্সের নীচে সার বেঁধে শুয়ে বেশ কয়েকটি কুকুর। এখানে কুকুরের আনাগোনা নতুন কিছু নয়। এই তো মাস দুয়েক আগের ঘটনা। অস্ত্রোপচারের পর রোগীর উচ্ছিষ্ট দেহাংশ মুখে নিয়ে হাসপাতাল চত্বরেই ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল কুকুরকে। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক ভবঘুরের দেহ খুবলে খায় কুকুর। সেই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই কোচবিহারের পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। এত নিরাপত্তারক্ষী থাকার পরেও হাসপাতালের ভিতরে কুকুর কীভাবে ঢুকে পড়ছে? এই প্রশ্ন করছেন রোগীরা। শুধু এমজেএন মেডিকেলেই নয়, অন্যান্য হাসপাতালেও একই ছবি দেখা গিয়েছে।

এমজেএন মেডিকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারমেয়। ছবি : জয়দেব দাস

বাড়ছে উদ্বেগ
■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কুকুরদের অবাধে অনাগোনা
■ নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কোচবিহারের অন্যান্য হাসপাতালেও একই ছবি
■ মাথাভাঙ্গা বা হলদিবাড়ি হাসপাতাল অবশ্য তাদের চত্বরে কুকুরের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে সক্ষম

এমজেএন মেডিকেলের একাধিক ভবনের জন্য বেশ কয়েকটি প্রবেশপথ রয়েছে। সুনীতি রোডের পাশে মূল প্রবেশপথে সবসময় নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও বাকিগুলিতে তাঁদের খুব একটা দেখা যায় না। ফলে অনায়াসে সেখানে কুকুরের আনাগোনা লেগেই থাকে। বহির্বিভাগের করিডরে পর্যন্ত কুকুর ঢুকতে দেখা যায়। অস্ত্রোপচারের পর রোগীর দেহাংশ মাতৃমার উলটো পাশে একটি জায়গায় রাখা হয়। গত ১৫ মে সকালের দিকে সেখান থেকে দেহাংশ নিয়ে কুকুরকে খেতে দেখা গিয়েছিল। সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ সজাগ হয় বটে কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই ফের কুকুরের আনাগোনা বেড়েছে। শুধু তাই নয়, হাসপাতালের ভিতরে রোগীদের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিড়াল দেখা যায় বলে অভিযোগ। এক রোগীর পরিজন সায়ন্তন রায়ের কথা, 'শিলিগুড়ির ঘটনা থেকে *এরপর বারোর পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

শিশুকে তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ জুলাই : বাড়ির দাওয়া থেকে এক শিশুকে মুখে করে তুলে রাস্তা টপকে লাগোয়া চা বাগানের ঝোপে ঢুকে গেল চিতাবাঘ। সেই দৃশ্য দেখতে পেয়ে মরিয়া হয়ে শিশুটির প্রাণরক্ষায় হাতের কাছে থাকা একটি চেয়ার ছুড়ে মেরেছিলেন এক ব্যক্তি। যদিও শেষরক্ষা হয়নি তাতে। যখন খোবলানো দেহ উদ্ধার হল তখন তাতে আর প্রাণ নেই।

হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে নাগরাকাটার আংরাভাসা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলাবাড়ি চা বাগানে। বছর তিনেকের শিশুটির নাম আয়ুষ কালান্দি। এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা বাগান। বন দপ্তর ও পুলিশ বাগানের ঝোপ থেকে দেহ উদ্ধার করতে গেলে স্থানীয়রা প্রবল ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

স্থানীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর শিশুটি তাঁর দাদুর সঙ্গে বাগানের হুলাশ লাইনে বাড়ির দাওয়ায় বসে ছিল। সে সময় একটি চিতাবাঘ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আয়ুষকে মুখে করে টেনে নিয়ে যায়। পরিবারের লোকজন চিৎকার করে ওঠায় জাকশার খেরোয়ার নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বেরিয়ে আসেন। রাস্তা টপকে আয়ুষকে চিতাবাঘ নিয়ে যাচ্ছে, এমন দৃশ্য দেখতে পেয়ে দ্রুত হাতের সামনে থাকা চেয়ার ছুড়ে মেরেছিলেন। কিন্তু 'শিকার' মুখে নিয়ে চিতাবাঘ তা কেয়ার করেনি। কিছুক্ষণ পরে বাগানের ১৮ নম্বর সেকশনে ছোট্ট আয়ুষের খোবলানো দেহটা দেখতে পান সকলে।

ছবি : এআই

ছেলের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর পর ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছেন মা পুনিতা। আয়ুষের বাবা নেই। কোনওরকমে বাগানে শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালান ওই মহিলা। ঘটনার পরই বন দপ্তরের ডায়না ও বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা সেখানে যান। আসে বানারহাট থানার পুলিশও। স্থানীয়রা তাঁদের ঘিরে ধরে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বহু কষ্টে বুঝিয়ে বেশি রাতে তাঁরা আয়ুষের দেহ উদ্ধারে সফল হন। কলাবাড়ির শ্রমিকরা জানান, বাগানে দীর্ঘদিন ধরে চিতাবাঘের একের পর এক হামলা চলছে। তবুও বন দপ্তরের পক্ষ থেকে সদর্থক কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। *এরপর বারোর পাতায়*

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৮৫-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখঃ ০৯.০৭.২০২৫ এবং ৮৬-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখঃ ১৫.০৭.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রমিক নং.১, টেন্ডার নং.ঃ ৮৫-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নামঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ লাইন/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর শাখায় মেজর ব্রিজের ব্রিজ অ্যাপ্রোচের শক্তিবৃদ্ধি কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার (ব্রিজ নং. ১২৮,১৩১,০১,৩২,৩৫, ৩৯, ২৩০, ২৩৬, ১২৪, ৬, ১৫, ২০, ২৬, ২৭, ৩০, ৩৩, ৭৪, ১০০, ১৮৫ , ২০০, ২০৪, ১২৩, ১৩০, ১৩২, ১৩২ আপ, ১৩৩ আপ, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৪ ডাউন, ১৩৫, ১৩৫ আপ, ১৪০ ডাউন, ১৪১, ১৪১ ডাউন, ১৪২, ১৪২ আপ, ১৪৩ ডাউন, ১৪৩ আপ, ১৪৪, ১৪৪ আপ ইত্যাদি)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৩১,৮৬,০০৩.৩৬ টাকা। ক্রমিক নং.২, টেন্ডার নং.ঃ ৮৬-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নামঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে বিভিন্ন লেভেল ক্রসিং গেটে গেট লজ, টয়লেট, জল সরবরাহ এবং রোড সারফেসের উন্নয়ন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ৫২,৭১,৩৫১.২১ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ৩১.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১-এর জন্য) এবং ০৬.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ২-এর জন্য)। ওয়েবসাইট এবং নোটিস বোর্ডঃ www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি (প্রতিটির জন্য)। MLD-115/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে স্যালন কিয়স্ক, পূজা সামগ্রী কিয়স্ক, রিল্যাক্সেশন চেয়ার, মোবাইল ফুড ভ্যান, মেডিক্যাল স্টোর, ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন এবং মোবাইল অ্যাক্সেসরীজ কিয়স্ক স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।

অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ মিস-স্ট্যাটিক-০৮

এসইকিউ নং., লট নং/ক্যাটেগরি, স্টেশন নিম্নরূপঃ এএ/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এমএসিএইচআর-৪০-২৫-২, ম্যাসাজ চেয়ার, সাহিবগঞ্জ। এবি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এমজিআর-এমইডিএসটিএন-৩৭-২৫-২, মেডিক্যাল স্টোর, মুঙ্গের। এবি/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এমইডিএসটিএন-৩৮-২৫-১, মেডিক্যাল স্টোর, সাহিবগঞ্জ। এসি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এসএস-৩৯-২৫-১, স্যালন কিয়স্ক, সাহিবগঞ্জ। এডি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুভিএম-১৪-২৪-১, ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন, গোড্ডা, হাঁসদিহা, মির্জাচৌকি, সাহিবগঞ্জ, বারহারওয়া, তিনপাহাড় এবং রাজমহল। এই/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-মবস্টোর-৪৩-২৫-১, মোবাইল কিয়স্ক, সুলতানগঞ্জ। এই/২, এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-মবস্টোর-৪৪-২৫-১, মোবাইল কিয়স্ক, জামালপুর। এই/৩, এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-মবস্টোর-৪১-২৫-১, মোবাইল কিয়স্ক, সাহিবগঞ্জ। এই/৪, এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-মবস্টোর-৪৫-২৫-১, মোবাইল কিয়স্ক, ভাগলপুর। এএফ/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-পিএসকেএসকে-৩১-২৫-৩, পূজা সামগ্রী কিয়স্ক, সুলতানগঞ্জ। এএফ/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-পিএসকেএসকে-৩০-২৫-৩, পূজা সামগ্রী কিয়স্ক, সুলতানগঞ্জ। এএফ/৩, এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-পিএসকেএসকে-৩২-২৫-৩, পূজা সামগ্রী কিয়স্ক, বারহারওয়া। এজি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এসটিজিইএন-৪২-২৫-১, মোবাইল ফুড ভ্যান, ভাগলপুর। অকশন শুরুঃ ০৪.০৮.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে সম্ভাব্য বিডদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-117/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

লভ আজ কাল পরশু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
বিকেল ৩.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৩.৩৫ দেবী, সন্ধে ৬.৪০ পাগলু-টু, রাত ৯.৩০ স্বামীর ঘর

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অভিমান, দুপুর ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, বিকেল ৫.০০ অঞ্জলি, রাত ৯.৩০ সত্য মিথ্যা, ১.৩০ পাকা দেখা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.৪০ সবার উপরে মা, দুপুর ১২.৫০ নবাব নন্দিনী, বিকেল ৩.৩০ লভ আজ কাল পরশু, ৫.৪৫ সাথী, রাত ৮.৫৫ প্রতিবাদ, ১.০০ সব ভূতুড়ে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তোমাকে সেলাম, সন্ধে ৭.৩০ ইন্দ্রজিৎ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মন মানে না

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধন্যি মেয়ে

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ ম্যাডাম চিফ মিনিস্টার, ২.৩০ হেলিকপ্টার ইলা, সন্ধে ৬.৪৫ লুটকেস, রাত ৯.০০ কাগজ-টু, ১১.০০ ভূত পুলিশ

জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৭ বনবাস, দুপুর ২.২৩ কৃশ, বিকেল ৫.৫৮ ক্রু, সন্ধে ৭.৫৫ আরআরআর, রাত ১১.৩৯ আচার্য

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৮ কেদারনাথ, দুপুর ১.৪২ কৃশ-থ্রি, বিকেল ৪.৩৭ স্যান্ডউইচ, সন্ধে ৭.৩০ জুদাই, রাত ১০.২০ রোমিও এস থ্রি

ফ্রোজেন প্ল্যানেট-টু দুপুর ১২.২২
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

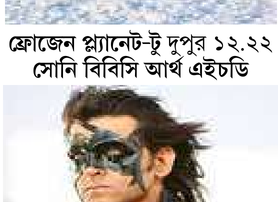

কৃশ দুপুর ২.২৩
জি সিনেমা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৫৭ রন অন-টু, দুপুর ২.২৮ মিলি, বিকেল ৪.৩৬ তুম্বাড়, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, ১১.২৮ নীল বট্টে সন্নাটা

স্টার মুভিজ এইচডি : দুপুর ১২.১৫ বিগ হিরো সিক্স, ১.৪৫ ফোর্ড অ্যান্ড ফেরারি, বিকেল ৪.১৫ ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যান : ডন অফ জাস্টিস, সন্ধে ৬.৪৫ দ্য মেগ, রাত ৯.০০ দ্য জাঙ্গল বুক

মাটন ভুনা খিচুড়ি তৈরি শেখাবেন উজ্জ্বলা রায়।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

মালদা টাউন-গোমতীনগর-মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ওয়ারিসলী গঞ্জ স্টেশনে থামবে

যাত্রীদের সুবিধার্থে, ১৩৪৩৫/১৩৪৩৬ মালদা টাউন - গোমতীনগর - মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস নিম্নলিখিত সময়সূচি অনুসারে ওয়ারিসলী গঞ্জ স্টেশনেও থামবে।

- ১৩৪৩৫ মালদা টাউন - গোমতীনগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪/০৭/২০২৫ থেকে কার্যকর] ওয়ারিসলী গঞ্জের সময়সূচি- পৌঃ ০২.৫২ ঘ., ছাঃ ০২.৫৪ ঘ.।
- ১৩৪৩৬ গোমতীনগর - মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫/০৭/২০২৫ থেকে কার্যকর] ওয়ারিসলী গঞ্জের সময়সূচি- পৌঃ ০৮.৪৫ ঘ., ছাঃ ০৮.৪৭ ঘ.।

মালদা টাউন-গোমতীনগর-মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের কিছু স্টেশনের সংশোধিত সময়সূচি

নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে ১৩৪৩৫/১৩৪৩৬ মালদা টাউন - গোমতীনগর - মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সময়সূচি নিম্নরূপে সংশোধিত হবেঃ

- ১৩৪৩৫ মালদা টাউন - গোমতীনগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪/০৭/২০২৫ থেকে কার্যকর] সংশোধিত সময়সূচি ঃ জৌনপুর -পৌঃ ১০.২৬ ঘ., ছাঃ ১০.২৮ ঘ., সাহাগঞ্জ - পৌঃ ১১.০১ ঘ., ছাঃ ১১.০৩ ঘ., অযোধ্যা ধাম জংশন - পৌঃ ১২.২৮ ঘ., ছাঃ ১২.৩০ ঘ., অযোধ্যা ক্যান্ট.- পৌঃ ১২.৪৮ ঘ., ছাঃ ১২.৫০ ঘ.।
- ১৩৪৩৬ গোমতীনগর - মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) [যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫/০৭/২০২৫ থেকে কার্যকর] সংশোধিত সময়সূচি ঃ জৌনপুর - পৌঃ ২২.৫৬ ঘ., ছাঃ ২২.৫৮ ঘ.; সাহাগঞ্জ - পৌঃ ২২.২১ ঘ., ছাঃ ২২.২৩ ঘ., অযোধ্যা ধাম জংশন - পৌঃ ২০.৫১ ঘ., ছাঃ ২০.৫৩ ঘ., অযোধ্যা ক্যান্ট. - পৌঃ ২০.৩১ ঘ., ছাঃ ২০.৩৩ ঘ.।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অ্যাডমিন ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল পাবলিসিটি, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। অকশন ক্যাটালগ নংঃ এসডিএএইচ-পার্সেল-৪৫। অকশনিং অথোরিটিঃ সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। অকশন শুরু (সকল লট)ঃ ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ ০১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৪০ মিনিট। অটো এক্সটেনশন জোনঃ ১২০ সেকেন্ড। অটো এক্সটেনশন সময়সীমাঃ ১২০ সেকেন্ড। ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমাঃ ৩০ মিনিট। সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভালঃ ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ ১০ বার। ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছেঃ ১৬.০৭.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০৪ মিনিটে। ডিজিশন মোডঃ অটো, আরপি ডিসপ্লেডঃ না, আরপি-র কম পারমিট বিডঃ হ্যাঁ।

এসইকিউ নং, লট নং/ক্যাটেগরি, বিবরণ, ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময়, টার্নওভার প্রয়োজন নিম্নরূপঃ [illegible]

রেট ইউনিটঃ প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১৯ পর্যন্ত-এর জন্য) এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে) (এসইকিউ নং এবি/১-এর জন্য)। ন্যূনতম আইএনসিআর. (%)ঃ ০.২ (প্রতিটির জন্য)। ইএমডিঃ ১০ % (প্রতিটির জন্য)। লট স্ট্যাটাসঃ আরপি পেন্ডিং (প্রতিটির জন্য)। SDAH-126/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাংক, মালদা প্রধান শাখা, এন.এস রোড, মালদা পঃবঃ, ইমেল :- MALDA.M579@indianbank.co.in
তারিখ ঃ- ১৭.০৭.২০২৫

প্রতি,
জনসাধারণ/ইচ্ছুক অংশীদার/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা

১. মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)
ডিরেক্টর ঃ- সঙ্গীতা আগরওয়াল, কিরণ দেবী আগরওয়াল, এবং শীতল মোদি,
নিবন্ধিত কার্যালয় ঃ- ঠিকানাঃ গ্রাম মাসহালদা বাজার, পোষ্ট ঃ- কারিয়ালি, থানাঃ- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলাঃ- মালদা, পিনঃ- ৭৩২১২৫
স্থানের ঠিকানাঃ- গ্রাম- কাস্তুরিয়া, পোষ্ট- তুলসীতলা, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১৪০

২. সঙ্গীতা আগরওয়াল সুশীল কুমার আগরওয়ালের স্ত্রী, (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), ১০৭, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (পঃবঃ), পিন- ৭০০০৫৪, মোবাইল- ৭২৭৮২৭৬৬২৭

৩. শীতল মোদি অজয় মোদির স্ত্রী (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), গ্রাম- মাসহালদা বাজার, পোষ্ট- কারিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা (পঃ বঃ), পিন-৭৩২১২৫, মোবাইল- ৯৭৩৩২৩৮৭২৮

৪. কিরণ দেবী আগরওয়াল লিলাধর আগরওয়ালের (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা) স্ত্রী, গ্রাম- মাসহালদা বাজার, পোষ্ট- কারিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন-৭৩২১২৫, মোবাইল- ৯৭৩৩৪৮২৩১৯

৫. শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম-মাসহালদা বাজার, পোষ্ট-কারিয়ালি, থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা (পঃ বঃ), পিন-৭৩২১২৫

৬. রবি প্রকাশ আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম-মাসহালদা বাজার, পোষ্ট-কারিয়ালি, থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা (পঃ বঃ), পিন-৭৩২১২৫

৭. লীলাধর আগরওয়াল রামস্বরূপ আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম-মাসহালদা বাজার, পোষ্ট-কারিয়ালি, থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা (পঃ বঃ), পিন-৭৩২১২৫

৮. বিজয় কুমার মোদি বৈজনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম-মাসহালদা বাজার, পোষ্ট-কারিয়ালি, থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা (পঃ বঃ), পিন-৭৩২১২৫, মোবাইল-৯১২৬৫৫৬৩০৫.

৯. অজয় মোদি বৈজনাথ মোদির (জামিনদাতা) পুত্র, গ্রাম-মাসহালদা বাজার, পোষ্ট-কারিয়ালি, থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা (পঃ বঃ), পিন-৭৩২১২৫, মোবাইল-৮৯৪৫০৩৭২৫১.

১০. বৈজনাথ মোদি বিশ্বনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম-মাসহালদা বাজার, পোষ্ট-কারিয়ালি, থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা (পঃ বঃ), পিন-৭৩২১২৫

১১. সুশীল কুমার আগরওয়াল মদন আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), ১০৭, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (পঃ বঃ), পিন- ৭০০০৫৪, মো: ৭৪১০০৭৬৯৮৩

১২. অমিত কুমার আগরওয়াল কৌশল কিশোর আগরওয়ালের পুত্র (বন্ধকদাতা), মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক পামভিউ, ফ্ল্যাট নং-১বি, ফিস্টার ২, সেবক রোড, দেবীডাঙ্গা পাড়া, শিলিগুড়ি, থানা-ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি (পঃ বঃ), পিন-৭৩৪০০১

১৩. মীরা দেবী আগরওয়াল কৌশল কিশোর আগরওয়ালের স্ত্রী (বন্ধকদাতা), মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক পামভিউ, ফ্ল্যাট নং-১বি, ফিস্টার ২, সেবক রোড, দেবীডাঙ্গা পাড়া, শিলিগুড়ি, থানা-ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি (পঃ বঃ), পিন-৭৩৪০০১

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর অন্তর্গত ৯ (১) বিধি অনুসারে)

বিষয়ঃ সঙ্গীতা আগরওয়াল, শীতল মোদি এবং কিরণ দেবী আগরওয়ালের বন্ধকীকৃত সুরক্ষিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ০৮.০৭.২০২৫ তারিখে জারি করা এবং ১১.০৭.২০২৫ তারিখে সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার সংক্রান্ত।

০৮.০৭.২০২৫ তারিখে জারি করা এবং ১১.০৭.২০২৫ তারিখে (দ্য স্টেটসম্যান এবং উত্তরবঙ্গ সংবাদ)-এ প্রকাশিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অন্তর্গত ৯(১) বিধি অনুসারে মৌজা কাস্তুরিয়া, জে.এল নং-১৪, থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা (পঃ বঃ)-এ অবস্থিত উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা এর নামে বন্ধকীকৃত সম্পত্তিটি বিক্রির জন্য দেওয়া হয়েছিল। যেটি আসল খতিয়ান নং-১২৭৩, ১২৭০, ১২৭১ এবং ১২৭৩, এলআর প্লট নং-৬৯৪/১১৫৭ দ্বারা আবৃত, সে বিষয়ে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে :

প্রযুক্তিগত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যাংক উপরোক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি তাৎক্ষণিক প্রভাব সহ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অতএব উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির অধীনে শুরু হওয়া নিলাম/বিক্রয় প্রক্রিয়াটি বাতিল করা হল।

অনুমোদিত আধিকারিক
(ইন্ডিয়ান ব্যাংকের পক্ষ থেকে)

সফট টেনিস দলে মালদার তিন

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৮ জুলাই : ইতিহাস গড়ল মালদা। মালদার তিন স্কুল পড়ুয়া সুযোগ করে নিল ভারতীয় সফট টেনিস দলের কোচিং ক্যাম্পে। দেশের হয়ে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে সৃষ্টি মণ্ডল, সাইরিন পারভিন, ইন্দ্রজিৎ মাঝির। এর আগে মালদার কোনও খেলোয়াড় দেশের হয়ে সফট টেনিস খেলার সুযোগ পায়নি।

পশ্চিমবঙ্গ সফট টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ আরশাদ কালাম বলেন, 'তিনজন ভারতীয় দলের প্রাথমিক পর্যায়ে সুযোগ পেয়েছে। জাতীয় দলে সুযোগ পেলে এটা ইতিহাস তৈরি হবে পশ্চিমবঙ্গের জন্য।'

মেয়েদের দলে সুযোগ পাওয়া সৃষ্টির বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের নবীনপল্লি গ্রামে। তার বাবা সেনাবাহিনীতে কর্মরত। সে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। আরেক খেলোয়াড় সাইরিনের বাড়ি কালিয়াচকের কালিকাপুর গ্রামে। তার বাবা হাফিজুল শেখ পেশায় দিনমজুর। সাইরিন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। ছেলেদের দলে সুযোগ পেয়েছে ইন্দ্রজিৎ। তার বাবা পবন মাঝি পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। বাড়ি ইংরেজবাজার শহরের সরস্বতীপল্লি এলাকায়। ইন্দ্রজিৎ একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। এদিন ইন্দ্রজিৎ বলে, 'দুই বছর ধরে এই খেলায় অংশগ্রহণ করছি। বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছিলাম। ভারতীয় দলের বাছাই পর্বে সুযোগ পাব ভাবতে পারিনি। তবে নিজের সেরা খেলাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' এই তিন পড়ুয়ার এমন সাফল্যে খুশি কোচ অসিত পাল। তাঁর কথায়, 'নিয়মিত তাদের প্রশিক্ষণ দিই। প্রথমে তারা বাংলা দলে সুযোগ পায়। এবার দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে।'

২০তম জাতীয় স্তরের সফট টেনিস প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের হয়ে খেলতে গিয়েছিল মালদার এই তিন খেলোয়াড়। হরিয়ানার পঞ্চকুলায়

প্রথমবার সুযোগ

অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা। বাংলা দল ভালো ফল করতে পারেনি। তবে মালদার তিন খেলোয়াড়ের খেলা নজর কেড়েছে নির্বাচকদের। পশ্চিমবঙ্গ সফট টেনিস অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে খবর, প্রাথমিক পর্যায়ে একাধিক প্লেয়ারকে নির্বাচকরা বেছে নিয়েছেন। নিয়মিত প্রশিক্ষণ শিবির থেকে তবে জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবির হবে। হরিয়ানার পঞ্চকুলায় প্রশিক্ষণ শিবির হতে পারে। নভেম্বরে এশিয়ান সফট টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি-এর কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল_টিআরডি_২২_২৫-২৬ তারিখ ১৫-০৭-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ইএল_টিআরডি_২২_২৫-২৬, কাজের নাম : [illegible] কাটিহার ডিভিশন। টেন্ডার মূল্য : [illegible] টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় [illegible] তারিখের ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ডেটা লগারের বর্ধিতকরণ সহ ডেটা লগার টার্মিনালের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.১ কেআইআর-এস-২০২৫-কে-৩৫, তারিখ ১৫-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনে ডেটা লগারের বর্ধিতকরণ সহ ডেটা লগার টার্মিনালের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: [illegible] টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ০৭-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খোলা হবে ০৭-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই (এসআরডি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওএমএইউ-ইঞ্জি-এসবিডি-২২২০২২-২০২৫, তারিখঃ ১৫-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। [illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসএন্ডটি অ্যাসোসিয়েটেড কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এসএন্ডটি/এপিডিজে/২১ এর ২২, তারিখ ঃ ১৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible]

www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সেতুর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল-০৯/২০২৫/এমএলজি তারিখঃ ১৪-০৭-২০২৫। [illegible] টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা/ ব্রিজ-লাইন/ মালিগাঁও, গুয়াহাটি কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমি আলেপ মিয়া, পিতা মৃত আনছার বেপারী, উভয়শত জমির দলিল নং 1889/22-20/05/22 খতিয়ান নম্বর 9, মৌজা খিতাবের কুটি, J.L নং 238, আনিছা উদ্দিন শেখ। পিতা শরিতজুল্লা শেখ থেকে চান্দের কুটি 8/7/22 ইং অ্যাফিডেভিট বলে আনছার বেপারী হলাম। আনছার বেপারী, আনিছা উদ্দিন শেখ, আনছার আলী, একই ব্যক্তি। গ্রাম-খিতাবের কুটি, পোঃ- চান্দের কুটি, থানা- দিনহাটা, জেলা- কুচবিহার। (D/S)

আমার বাবার ভোটার কার্ডে তার বাবার নাম স্বপন কুমার রায় থাকায় দিনহাটা JM (1st. Cl.) কোর্টে 17/07/25 অ্যাফিডেভিট বলে সুধাংশু রায়, পিতা সন্তোষ কুমার রায় হল। সনু রায়, ওয়ার্ড নম্বর-২, দিনহাটা। (S/M)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মিঠু রায়, স্বামী গিরিজাশঙ্কর রায়, সাকিন-মধ্যেচাকিয়া ভিটা, পোঃ কামারভিটা, থানা- ভোরের আলো, জেলা- জলপাইগুড়ি জানাচ্ছি যে গত 03/06/2025 তারিখ আমার মা মৃত আরতি রায়ের নামে একটি জমির দলিল হারিয়ে যায়। যাহার Deed No. 415 (1998), Mouza- Binnaguri Sheet No.2 LR Plot No-250 J.L.No.3 এটি খুঁজে না পেয়ে ভোরের আলো থানায় একটি GD (GDE No. 844 dt. 23.06.2025) করা হয়। যদি কোনো ব্যক্তি এটি খুঁজে পান তাহলে এই নম্বর এ যোগাযোগ করুন। (M)-7001508807 (C/117521)

গত 12/07/25 তারিখে আমার মাধ্যমিক ও কাস্ট সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি প্রভাত বর্মন, পিতাঃ গৌরাঙ্গ বর্মন, মেজবিল, আলিপুরদুয়ার। ফোন- 9382357309 (C/117614)

কর্মখালি

Urgent need 2. Office Assistant with good knowledge of Computer (MS Office), 3. Civil Engineer. (M) 9434498473. (C/117524)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিওএন/২০২৫/জেইওএলওয়াই/০১, তারিখঃ ০১-০৭-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী - ১

টেন্ডার নং.ঃ সিই/সিওএন/বি-এইচ/ইপিসি/২০২৫/০২ -এর জন্য সংশোধনী-১ জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিই/সিওএন/কোকরাঝাড় ডিএল প্রজেক্ট/এমএলজি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT No : BANARHAT / BDO / NIT-002/2025-26 (5th Call) Last date of online bid submission 26/07/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in.

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

ভাড়া

House Rent 2nd floor in Hakimpara, Siliguri. (M) 9800022656. (C/117518)

দোকান ভাড়া ১ নং ডাবগ্রামস্থিত Union Bank-এর পাশে 96 Sq.feet Small office/ Beauty Parlour ভাড়া দেওয়া হবে। M- 9547718590. (C/113550)

অ্যাফিডেভিট

বাবার আধার কার্ডে নং ৩৪৪১৯৩৩২৯১৩ ঠাকুরদার নাম Sahadat এবং LR খতিয়ানে নং 434 ভুলক্রমে পিতার নাম Saharali Miya S/O Sahadat Ali Bepari থাকায় দিনহাটা JM(1st. Cl.) কোর্টে 7.7.2025 অ্যাফিডেভিট বলে Sahar Ali S/O Sahadat Ali হইল। Ataur Ali, সাং খরিজা বালাডাঙ্গা। (S/M)

I am Nur Alam Mia, S/o- Sarifuddin Mia, Village- Mathurapur, Post- Pransagar, PS- Gangarampur, District- Dakshin Dinajpur. Declare that my name Nur Alam Mia (cottect name) & Nur Alam (Recorded in my PNB Met Life Insurance Policy, whose policy number is 20763648) is the same & one Identical person vide affidavit sworn before the Gangarampur at Buniadpur Notary Public Court, Dakshin Dinajpur, Dated 17/07/25. (C/ 117608)

আমি Bishnu Pada Paul, পিতা -Sailen Paul, গ্রাম- নেতাজী পল্লি, পোঃ- মঙ্গলবাড়ি, থানা + জেলা- মালদা। আমার সার্ভিস প্রমাণপত্রে (যার নং PT II order No.0/0626/0001/2012) আমার স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 16/07/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M. ২য় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে স্ত্রীর নাম Manasi Ghosh থেকে Manasi Ghosh Paul করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117609)

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-64 20120855380 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 17-07-25, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Chiranjib Barkait, S/o. Nagendra Barkait এবং Chiranjib Barakayet S/o. Nagendra nath Barakayet এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দেওয়ানহাট- মোয়ামারী কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117115)

ভর্তি

শিক্ষাবর্ষ 2025-27 D.EL.ED কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। Mob- 9851070787/ 8944884979. Mekliganj Netaji P.T.T.I, - Cooch Behar, Pin-735304, President. (S/C)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৩১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৩২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

University of North Bengal
P.O. NBU, Dist. Darjeeling-734013

B.A. LL.B. (Honours)
Admission Notification

Online applications are further invited for admission to the first Semester of 5 year integrated **B.A. LL.B. (Honours)** Course for the Session **2025-2026** in accordance with the extension order of the Govt: of West Bengal from **21.07.2025** to till **25.07.2025** on Online Payment of Rs. 500/- (Rs. 200/- for SC/ST/PwD Candidates).

Candidates please visit Admission Section at : https://nbu.ac.in for details of Online Admission procedure and prospectus.

Advt. No. 17/R-2025, Dated : 20.07.2025 Registrar (Acting)

ARMY PRIMARY SCHOOL MILITARY STATION N.N. ROAD, GWALA PATTI COOCH BEHAR (WEST BENGAL)-736101

(Recognised by Directorate of School Education, Government of West Bengal)

REQUIREMENT OF TEACHING STAFF ON CONTRACTUAL BASIS

1. Local Selection Board Interview for following vacancies will be held at Army Primary School Cooch Behar :-

Ser No	Post	Qualification
(a)	Pre/Primary School Teachers	Graduate with B.Ed/Two Years Diploma in Elementary Education (D.E.Ed)/NTT/ Montessori trg from recognized institution.
(b)	Preference will be given to experienced, highly motivated & creative candidate with good communication skills with adequate flair of music knowledge.	

Note.
(I) Computer literacy is mandatory for the post of Teacher.
(ii) Selection Process. Through Interview by the Board of Officers, only for short listed candidate will be informed telephonically about date & time of interview.
(iii) No TA/DA admissible for interview.
(iv) Age. Minimum 24 years at the time of joining.
(v) Interested Candidate to send their application alongwith their Resume/CV and self-attested supporting documents and also sports regarding certificate to the Principal Office.

Application will be forwarded by hand/ speed post at following address by 28 July 2025:-

Army Primary School
Military Station, N.N. Road, Gwalapatti,
Cooch Behar, West Bengal-736101
E-mail at appscoochbehar@awesindia.edu.in
School Contact : 7047970757

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। **বৃষ** : শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। উত্তেজনায় ক্ষতি হতে পারে। শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা। **মিথুন** : সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্য সমস্যার সমাধান। **কর্কট** : বিপন্ন কোনও পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে তৃপ্তি। নতুন জমি কেনার সিদ্ধান্ত। **সিংহ** : দূরের কোনও বন্ধুর কাছে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। **কন্যা** : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। আপনার বুদ্ধির ভুলেই কাজ নষ্ট হবে। প্রেমে সমস্যা। **তুলা** : অন্যায়কারীকে সমর্থন করে অনুশোচনা। আলস্যের কারণে হওয়া কাজ পণ্ড। **বৃশ্চিক** : সংসারের সব ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না। দাম্পত্যে শান্তি ফেরায় আনন্দ। **ধনু** : সামান্য পেয়েই খুশি থাকুন। আপনার স্বপ্নপূরণে কাছের মানুষ বাধা দিতে পারে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল। **মকর** : হঠাৎ সাংসারিক অশান্তি, আপনি নিজেই সমাধান করতে পারবেন। অপত্যস্নেহে অর্থব্যয়। **কুম্ভ** : স্বজনের সঙ্গে অযথা বিতর্ক এবং মানসিক কষ্ট। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **মীন** : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। রাজনীতির জটিলতায় ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা সমস্যা তৈরি করতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ২৮ আষাঢ়, ১৯ জুলাই, ২০২৫, ২ শাওন, সংবৎ ৯ শ্রাবণ বদি, ২৩ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৫, অঃ ৬।২২। শনিবার, নবমীর দিবা ১।২২। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১২।১০। শূলযোগ রাত্রি ১।১৮। গরকরণ দিবা ১।২২ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।৭ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১২।১০ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে -একপাদদোষ, রাত্রি ১২।১০ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, দিবা ১।২২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৬।৪৫ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৪৫ গতে ৫।৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট এবং দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩৩ গতে ১২।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।২২ গতে ১০।৩৫ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩৪ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৪৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গুগলে ৫৪ লক্ষের চাকরি শ্রেয়ার

অনুসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুলাই : যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন অনায়াসে ট্যাগলাইন হতে পারে মেয়েটার গল্পে। অনটনের সঙ্গে ২০ বছর লড়াইয়ে সেই রূপকথা লিখেছেন শ্রেয়া সরকার।

জলপাইগুড়ির পূর্ব অরবিন্দনগরে নিতান্তই ছাপোষা পরিবার। বাবা শহরের একটি ফার্নিচারের দোকানের সামান্য কর্মচারী, মা গৃহবধূ। বাবা আবির সরকার আবার কাজে না গেলে বেতন পান না। এমন পরিবারে যেন ঈশ্বরপ্রদত্ত মেধা নিয়ে জন্ম মেয়েটার। আর কপালজোরে পেয়েছিলেন দাদু দুলালচন্দ্র দে-কে। নাতনির মেধা দেখে তিনি যেন সর্বস্ব পণ করেছিলেন। তাই এমন অভাবের সংসারেও জলপাইগুড়ির নামী ইংরেজিমাধ্যম বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হন শ্রেয়া।

গত ১৪ জুলাই গুগলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছেন শ্রেয়া। কীভাবে সম্ভব হল লড়াইটা? মুখচোরা শ্রেয়া বলেন, 'বাবা আর দাদু ভর্তি করে দিয়েছিল ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে। আইসিএসই-তে ভালো রেজাল্ট করায় স্কলারশিপ পেয়েছিলাম। তাই তারপর থেকে আর পড়ার খরচ খুব একটা লাগেনি। তারপর জয়েন্টের অ্যাডভান্সেও পেয়েছিলাম। কিন্তু বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে পড়াশোনা করানোর সামর্থ্য আমার পরিবারের নেই। তাই জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হই।' এরপরই যেন স্বপ্নের দৌড় শুরু শ্রেয়ার। কলেজের টিউশন ফি ওয়েভার কোটায় চার বছর সম্পূর্ণ নিখরচায় পড়ার সুযোগ পেয়ে যান। কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি প্রথম বর্ষে গুগলের মেন্টরশিপ প্রোগ্রামেও যোগ দেন শ্রেয়া। অনলাইনে ২ বছর সেই কোর্স করেন। এজন্য গুগল থেকে ১ লক্ষ টাকা স্টাইপেন্ডও পেয়েছিলেন। তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় কলেজের গুগল ডেভেলপার স্টুডেন্ট ক্লাবেরও রিলেশনশিপ লিড-এর দায়িত্ব সামলে

গুগল অফিসে শ্রেয়া সরকার।

শ্রেয়া বুঝিয়ে দেন, তিনি লম্বা দৌড়ের ঘোড়া। এরপর ভারতের ৪৫ জন সেরা পড়ুয়ার মধ্যে নির্বাচিত হয়ে গুগল জেনারেশন স্কলারশিপ পায় তিনি। সেখানে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২১ হাজার টাকা পেতেন মাসে।

শ্রেয়া বলেন, 'বাড়িতে অনটন থাকায় স্কলারশিপের টাকাটা বই কেনার পাশাপাশি পড়াশোনায় এগিয়ে যেতে আমাকে খুবই সাহায্য করেছে।' কথাটা যে কতটা সত্যি, তা বোঝা যায় শ্রেয়ার বাবা আবিরের সঙ্গে কথা বললে। তিনি জানান, শ্রেয়ার দাদুই ওর কান্ডারি। উনি গ্রুপ-সি সরকারি কর্মী ছিলেন। তখনকার বেতনের সামান্য টাকাতেই জোর করে নাতনিকে ভর্তি করিয়ে দেন ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে। কয়েকবছর আগে দাদুর টিনের চালের বাড়িতেই সকলে একসঙ্গে থাকতেন। দাদু অবসর নেওয়ার সময় পাওয়া টাকায় ঘরটা পাকা হয়েছে। নিজের বাড়ির পাশেই নাতনিকে বাড়ি করার জন্য কিছুটা জমি দিয়েছেন দাদু। সরকারি প্রকল্পে পাওয়া ঘর তৈরির কাজ চলছে সেখানে। গুগলে কীভাবে চাকরি পেলেন? শ্রেয়া বললেন, 'তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় গুগলে ইন্টার্নশিপ করেছিলাম। সেই কাজ ছিল ১২ সপ্তাহের। যেখানে ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা স্টাইপেন্ড পেতাম। সেসময় আমার কাজ ওদের ভালো লাগে। এরপর আমাকে প্রি-প্লেসমেন্ট অফার দেওয়া হয়। এছাড়াও আমি অন ক্যাম্পাসিংয়ে সিএসসি-তে আর অফ ক্যাম্পাসিংয়ে অ্যামাজন ও গুগলে সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখান থেকে গুগলকেই বেছে নিয়েছি।' ছাত্রীর সাফল্যে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমিতাভ রায় উচ্ছ্বসিত। কলেজের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রধান ডঃ সুভাষ বর্মন বলেন, 'শ্রেয়া নিয়মিত ক্লাস করত। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী। আমরা ওর সাফল্যে অত্যন্ত খুশি।'

আপাতত পরিবার থেকে অনেক দূরে সে বেঙ্গালুরুনিবাসী। গুগলের পে প্যাকেজ কত? লাজুক হেসে শ্রেয়া জানালেন, বছরে ৫৪ লক্ষ টাকা।

দক্ষিণ বালাপুকুর এলাকায় আহত ব্যক্তির বাড়ির সামনে স্থানীয়দের ভিড়।

জমি বিবাদের জেরে গুলি

অমৃতা দে

সিতাই, ১৮ জুলাই : জমি বিবাদের জেরে গুলি চলল। ঘটনা জেরে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে সিতাই বিধানসভার অন্তর্গত চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বালাপুকুর এলাকার ঘটনা। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম রফিকুল মিয়াঁ। তিনি বর্তমানে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। সিতাই থানার ওসি দীপাঞ্জন দাস বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, বালাপুকুর এলাকায় নুরুল মিয়াঁ ও প্রতিবেশী দেলোয়ার হোসেনের পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে অনেকদিন ধরে বিবাদ ছিল। নুরুলের অভিযোগ, দেলোয়ার ও তাঁর পরিবার অনেকদিন ধরে তাঁদের জমি দখল করে বসবাস করছেন। এর জেরে গত দু'তিন মাসে পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে তিনবার সালিশি সভা হয়েছে। কিন্তু কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। বৃহস্পতিবার স্থানীয় রেজিস্ট্রি অফিসে নুরুলের ছেলে রফিকুল মিয়াঁ এবং দেলোয়ার জমির কাগজপত্র ঠিক করাতে গেলে সেখানে বিবাদের সৃষ্টি হয়। পরে সেখান থেকে তাঁরা যে যাঁর মতো বাড়িতে ফিরে আসেন। এরপর রাত ন'টা নাগাদ রফিকুল বাড়ির বারান্দায় একটি চৌকির ওপর বসে নৈশভোজ সারছিলেন। সেই মুহূর্তে বাড়ির ভেতরে দুষ্কৃতী ঢুকে রফিকুলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। সেই গুলি গিয়ে রফিকুলের পায়ে লাগে। গুলির আওয়াজ শুনে বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীরা বেরিয়ে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়।

রফিকুলের মা ওমিসা বিবির দাবি, গুলি লাগার পর পাশের বাড়ি থেকে দেলোয়ার ছুটে এসে রফিকুলকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিছুটা টেনে নিয়ে গিয়ে বাড়ির সামনে ফেলে রেখে দেলোয়ার পালিয়ে যান। এরপর প্রতিবেশীরা মিলে রফিকুলকে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে কোচবিহারে রেফার করা হয়। খবর পেয়ে সিতাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সারারাত ওই এলাকায় পুলিশি প্রহরা ছিল। কীভাবে সাধারণ গ্রামবাসীর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র এল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। চামটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কনক বর্মনের কথায়, 'তিনবার সালিশি সভা বসলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। দু'পক্ষই সালিশি সভার সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ ছিল।'

ঘটনাক্রম

- বালাপুকুর এলাকায় নুরুল মিয়াঁ ও প্রতিবেশী দেলোয়ার হোসেনের পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ ছিল
- বৃহস্পতিবার স্থানীয় রেজিস্ট্রি অফিসে নুরুলের ছেলে রফিকুল মিয়াঁ ও দেলোয়ার জমির কাগজপত্র ঠিক করাতে গেলে বিবাদের সৃষ্টি হয়
- রাত ন'টা নাগাদ বাড়ির ভেতরে দুষ্কৃতী ঢুকে রফিকুলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়

নুরুলের দাবি, জমি বিবাদের জেরে দেলোয়ার গুলি চালিয়েছে। এদিকে, দেলোয়ারের স্ত্রী আমিনা বিবি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। আমিনার মতে, 'জমি নিয়ে কোনও বিবাদ ছিল না। পঞ্চায়েত প্রধান এক মাস অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। সেই অনুযায়ী তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। বর্তমানে স্বামী কোথায় আছেন জানি না।' দেলোয়ারের বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পুলিশ গতকাল রাতে সংগ্রহ করেছে। তবে ফুটেজে কী রয়েছে তা পুলিশ খোলসা করেনি।

মহিলাকে নিগ্রহে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য

দিনহাটা, ১৮ জুলাই : এক মহিলাকে মারধরের অভিযোগ দিনহাটার ১ নম্বর ব্লকের ওকরাবাড়ি অঞ্চলের ছোট ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল ভিডিওতে (যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা যাচ্ছে, অভিযোগকারী আফিয়া বিবি ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত সদস্য মোহাম্মদ নুর কাশেম আবাসের জন্য টাকা দাবি করেছিল। সেই টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় আমাকে মারধর করেছে।'

যদিও বিষয়টি অস্বীকার করে অভিযুক্ত কাশেমের সাফাই, 'ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে। আফিয়ার স্বামী মোন্নাফ হোসাইন বাড়ির পাশের একটি সরকারি জমি আটকে চাষ করছে। জমিটিতে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হবে বলে বৃহস্পতিবার রাতে মোন্নাফকে জমি খালি করে দেওয়ার কথা বলতে গেলে সামান্য বাকবিতণ্ডা হয়। সেই মুহূর্তে ছুরি আনতে উদ্যত হয় মোন্নাফ। ধাক্কাধাক্কি শুরু হলে মোন্নাফের স্ত্রী পেছনে থাকায় তিনি পড়ে যান। এরপর আলম নামে বিজেপির এক সমর্থক গিয়ে বিষয়টিকে অন্য রং দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও প্রকাশ করেছেন।' ঘটনায় এখনও থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

সন্দেহের বশে গণধোলাই

বক্সিরহাট, ১৮ জুলাই : দিন কুড়ি আগের ঘটনা। আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রাখার অভিযোগে মানসাই বাজার থেকে পুলিশ এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে। তবে ওই ব্যক্তি নিরপরাধ বলে দাবি তুলে সেসময় বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন বাজারের ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, ওই ব্যবসায়ীকে ফাঁসানো হয়েছে। আর ওই ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় ও অসমের এক তরুণ জড়িত রয়েছে বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেন তাঁরা। এরপরই বৃহস্পতিবার রাতে অসমের হালাকুড়ার বাসিন্দা বিধান রায়কে মানসাই বাজারে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলে ব্যবসায়ীরা তাকে আটক করেন। তাকে গণধোলাই দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীদের দাবি, এদিন চাপে পড়ে ওই তরুণ ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে নেয়। পরবর্তীতে অভিযুক্তকে উদ্ধার করতে এলে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। তদন্ত করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে সঠিক তদন্তের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন ব্যবসায়ীরা।

তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, 'অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' সম্প্রতি জামিনে মুক্ত হন আবু বক্কর। তাঁর কথায়, 'দোকানে এক অপরিচিত তরুণ সার কিনবে বলে এসে হলুদ রঙের বস্তা ফেলে রেখে ছুটে পালিয়েছিল। এরপর পুলিশ দোকানে হানা দিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করেছে।'

অচলাবস্থা কাটাতে বৈঠক

কোচবিহার, ১৮ জুলাই : নিশিগঞ্জ মধুসূদন হোড় মহাবিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটাতে শুক্রবার কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি এবং টিআইসির সঙ্গে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের (পিবিইউ) রেজিস্ট্রার এবং অন্য আধিকারিকরা বৈঠক করেন। বৈঠকে এই মহাবিদ্যালয়কে সরকার পোষিত কলেজ হিসেবে উন্নীত করার পাশাপাশি কলেজে পরীক্ষা এবং পঠনপাঠন কীভাবে চালু করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি প্রদীপরঞ্জন রায় বলেন, 'শনিবার কলেজের পরিচালন সমিতি কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করবে।'

কিছুদিন আগে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা বাকি থাকার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চেয়ে রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল নিশিগঞ্জ মধুসূদন হোড় মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি। এরপর তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। শুক্রবার বৈঠক শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সাফেলি বলেন, 'আমরা চাই ছাত্রদের স্বার্থে কলেজটি বাঁচুক। পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হোক।'

২৮ জুলাই থেকে পিবিইউয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলিতে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের বাকি থাকা পরীক্ষা শুরু হবে। এই পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে মেটাতে বৈঠক ডাকা হয়েছিল বলে মনে করছেন অনেকে।

সচেতনতা শিবির

মাথাভাঙ্গা, ১৮ জুলাই : মাথাভাঙ্গা মহকুমা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শুক্রবার বাইশগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে আলোচনায় অংশ নেন মাথাভাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ তথা মাথাভাঙ্গা মহকুমা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রাজেশ তামাং, মাথাভাঙ্গা মহকুমা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব রৌশন আলি সহ অন্যরা।

একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ছুটির দিনে চলছে খেলাধুলো।

জামালদহে স্থায়ী সরকারি মাঠের দাবি

জামালদহ, ১৮ জুলাই : কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত জামালদহ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। বর্তমানে ক্রীড়াপ্রেমীদের অদম্য প্রয়াসে এই এলাকায় খেলাধুলোর চর্চা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, স্থায়ী সরকারি মাঠের অভাব এই এলাকায় খেলাধুলোর মানোন্নয়নে বাদ সেধেছে। তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকার মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জের মতো জামালদহেও একটি স্থায়ী সরকারি মাঠের ব্যবস্থা করুক। তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সীমান্তবর্তী এই এলাকাগুলিতে খেলার মান আরও বৃদ্ধি পাবে। সেইসঙ্গে যুবসমাজ বেশি করে মাঠমুখী হবে। কারণ খেলাধুলোই একমাত্র তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে চালিত করতে পারে। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'এলাকার নাগরিকদের মাঠের সমস্যার বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, একসময় চারদিকে অনেক ফাঁকা মাঠ পড়ে থাকত। কিন্তু বর্তমানে একটুকরো ফাঁকা মাঠ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যার জেরে অনেক ক্ষেত্রে কচিকাঁচারা খেলাধুলো ছেড়ে মোবাইল ফোনে ডুবে থাকছে। জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিদেশ সিংহের গলায় আক্ষেপের সুর। তাঁর কথায়, 'তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মোবাইল ফোন সহ নেশাজাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। আমরা চাই নবীন প্রজন্ম মাঠে ফিরুক। এজন্য জামালদহে খেলার জন্য উন্মুক্ত স্থান প্রয়োজন। প্রশাসন এ ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগী হয়ে উঠুক।'

কেন দাবি

- স্থায়ী সরকারি মাঠের অভাব এই এলাকায় খেলাধুলোর মানোন্নয়নে বাদ সেধেছে
- স্থানীয়দের দাবি, রাজ্য সরকার মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জের মতো জামালদহেও একটি স্থায়ী সরকারি মাঠের ব্যবস্থা করুক
- তাহলে অদূরভবিষ্যতে সীমান্তবর্তী এই এলাকাগুলিতে খেলার মান আরও বৃদ্ধি পাবে
- যুবসমাজ বেশি করে মাঠমুখী হবে

জামালদহ বাজারের অদূরে জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে খেলার জন্য একটি বিশালাকার মাঠ আছে। কিন্তু সরকারি বিদ্যালয় হওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয় চলাকালীন এখানে বহিরাগতদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্কুল ছুটির পর কিছু সময় ও ছুটির দিন ছাড়া এই মাঠ সেভাবে খালি পাওয়া যায় না। ফলে বেশিরভাগ সময় নিজের পছন্দমাফিক সময়ে মাঠ না পাওয়ায় অনেকে খেলাধুলোয় আগ্রহ হারাচ্ছে। এমনকি বড় কোনও প্রতিযোগিতা করতেও উদ্যোক্তাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ফলস্বরূপ এলাকার ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো সহ শরীরচর্চায় পিছিয়ে পড়ছে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থাকলেও সেটি আয়তনে তুলনামূলক ছোট ও পরিচর্যার অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ক্রীড়াপ্রেমী উদেশ বর্মনের বক্তব্য, 'খেলাধুলোর পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরচর্চার জন্য স্থায়ী মাঠের প্রয়োজন আছে। সীমান্ত এলাকায় এমন প্রচুর তরুণ-তরুণী রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে সেনাবাহিনীর চাকরির ক্ষেত্রে মাঠে প্রস্তুতি সারেন। সেক্ষেত্রে স্থায়ী মাঠ না হওয়া একটি অন্যতম বড় সমস্যা।'

পর্যাপ্ত অফিসার হাতে নেই এনবিএসটিসি'র

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : বহুদিন ধরেই আশঙ্কা ছিল। শেষপর্যন্ত সেটাই যেন সত্যি হতে চলেছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) শিলিগুড়ি ডিভিশন অগাস্ট মাসেই অফিসারশূন্য হতে চলেছে। ওই মাসেই সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল ম্যানেজার ও শিলিগুড়ির ডিপো ইনচার্জ অবসর নিচ্ছেন। এরপর ওই ডিভিশনাল ম্যানেজার পদে বসানোর মতো কোনও অফিসার নিগমের হাতে নেই। এই পরিস্থিতিতে নিগমের শিলিগুড়ি ডিভিশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে শুক্রবার নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'সমস্যা মেটানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।'

দীর্ঘদিন ধরে কর্মী নিয়োগ বন্ধ থাকায় এনবিএসটিসি-তে সমস্যা বাড়ছে। কর্মীদের বেশি করে কাজের দায়িত্ব দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে, এই কর্মীদের একটি অংশ অবসর নিতে শুরু করায় এনবিএসটিসি'র বিভিন্ন ডিভিশনে সমস্যা বাড়ছে। কর্মীসংকটের কারণে বহরমপুর ডিভিশন কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ডিপোগুলিও বাদ যাচ্ছে না। এর মধ্যেই নতুন করে শিলিগুড়ি ডিভিশনে ডিভিশনাল ম্যানেজার ও ডিপো ইনচার্জ পদ ফাঁকা হতে চলায় পরিস্থিতি আরও বিরূপ হয়ে পড়েছে। ডিভিশনের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টস অফিসার পদ আগে থেকেই ফাঁকা হয়ে রয়েছে। ইডিপি অপারেটর ওই পদ সামলাচ্ছেন। শিলিগুড়ি ডিপোতেও বিভিন্ন অফিসারের পদ একইভাবে ফাঁকা পড়ে। পারচেজ অফিসার, লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার, ট্রাফিক অফিসার, ট্রাফিক ইনস্পেকটর, চিফ ফুয়েল ইনস্পেকটর, স্টোর অফিসার, জুনিয়ার পাবলিক রিলেশন অফিসার পদ খালি হয়ে রয়েছে। নীচুতলার কর্মীদের বাড়তি দায়িত্ব দিয়ে এই পদগুলি সামলানো হচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত সংগঠন নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার্স অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকার বললেন, 'নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, চেয়ারম্যান, সকলেই এখন কলকাতায় রয়েছেন। আগামী সপ্তাহে আমরা তাঁদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করব।' পরিস্থিতি এখন কোনদিকে গড়ায় সে দিকেই সবার নজর।

MEGA JOB FAIR BY MNC (IT COMPANY)
❖ আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ৫০০ জনকে নিয়োগ করতে চলছে Big IT Company
❖ ২০২৩/২০২৪/২০২৫ সালের যেকোনো শাখার স্নাতক ডিগ্রি (BBA, B.SC, B.A, B.COM) থাকলে যোগাযোগ করুন DOOARS ACADEMY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (DATM) COLLEGE, New Alipurduar Station Road, Alipurduar
যোগাযোগ করুন ২১ শে জুলাই, ২০২৫ তারিখের মধ্যে।
❖ PLACEMENT OFFICER :
➢ +91 7980004591 / +91 7001312266

মাঝরাতে তরুণকে পিটিয়ে খুন এনজেপিতে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : শিলিগুড়ি আরও নির্মম।

চোর সন্দেহে মাঝরাতে এক তরুণকে লাঠি, বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হল। বৃহস্পতিবার রাত ৩টে নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি জংশন চত্বরে নির্মীয়মাণ একটি বহুতলের কাছে ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে অজ্ঞাতপরিচয় ওই তরুণকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ এরপর এলাকায় ধরপাকড় শুরু করে। ঘটনাস্থল থেকে আটজনকে আটক করে প্রথমে এনজেপি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পরবর্তীতে এনজেপি জিআরপিতে মামলা দায়ের হওয়ায় জিআরপি থানার পুলিশ ওই আটজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন মৃত্যুঞ্জয় মজুমদার, গৌতম চক্রবর্তী, আয়ুব আলি, করণকুমার ঝা, এমডি আফজল, অজয় মণ্ডল, সন্দীপ ঠাকুর ও সঞ্জীবকুমার দাস। ধৃতদের মধ্যে সঞ্জীব এলাকার নিরাপত্তারক্ষী, সন্দীপ নিরাপত্তারক্ষী প্রদান করা সংস্থার মালিক, মৃত্যুঞ্জয় আর্থমুভার ও আয়ুব ট্র্যাক্টরচালক। অভিযোগ, নিরাপত্তা সংস্থার মালিক সন্দীপ ঠাকুরকে বিষয়টি জানানো হলেও তিনি তখন পুলিশকে খবর দেননি। তাই তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ রেলওয়ে পুলিশ (শিলিগুড়ি) কুঁয়র ভূষণ সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঘটনার তদন্ত হচ্ছে বলে এনজেপি জিআরপির আইসি প্রেমাশিস চট্টরাজ জানিয়েছেন।

ঘটনাস্থলে পুলিশ আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, কাজের জন্য চন্দ্রভূষণ সিং নামে এক ব্যক্তি রাত ৩টে নাগাদ এনজেপি স্টেশনের দিকে আসছিলেন। বেশ কয়েকজন মিলে এক তরুণকে মাটিতে ফেলে পেটাচ্ছেন বলে তিনি সেই সময় দেখতে পান। তাঁদের হাতে লাঠিসোঁটা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোন করে স্থানীয় এনজেপি থানায় ঘটনাটি জানান। খবর পেয়েই এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জিআরপি থেকেও পুলিশকর্মীরা আসেন। ততক্ষণে অভিযুক্তরা এলাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ দ্রুত আহত ওই তরুণকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু গাড়িতেই ওই তরুণের মৃত্যু হয়। মেডিকেলে পৌঁছানোর পর সেখানে ওই তরুণকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এরপরেই এনজেপি চত্বরে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের ধরে এনজেপি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জিআরপিতে অভিযোগ করা হবে বলে শুক্রবার সকালে জিআরপি এবং কমিশনারেটের আধিকারিকরা আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেন। সেইমতো প্রত্যক্ষদর্শী চন্দ্রভূষণ জিআরপি থানাতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে, আন্তর্জাতিক মানের তৈরি হতে যাওয়া এনজেপি জংশনে এই ধরনের ঘটনায় এলাকার নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

উদ্বোধন

সোনাপুর, ১৮ জুলাই : শুক্রবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা আউট ডিভিশিনে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্বোধন হল।প্রায় ছয় মাস আগে ওই কেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হয়। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফুলচান ওরাওঁ।

নার্সিংহোমের পরিকাঠামো পর্যাপ্ত নয়

অপারেশন থিয়েটার সিল

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৮ জুলাই : বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুস্বাস্থ্য ফেরাতে এবার পদক্ষেপ মাথাভাঙ্গায়। শুক্রবার মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল লাগোয়া একটি নার্সিংহোমের অপারেশন থিয়েটার (ওটি) সিল করে দিল প্রশাসন। মহকুমা প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই নার্সিংহোমটির ওটির পরিকাঠামো সঠিক না থাকাতেই সিল করে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ করা হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে বাকি বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো।

কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ) ডাঃ হিমাদ্রিকুমার আড়ি বলেন, 'মাথাভাঙ্গা শহরে একটি নার্সিংহোমের ওটি প্রশাসনের তরফে সিল করে দেওয়া হয়েছে বলে শুনেছি। তবে আজ সারাদিন অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকায় কারণ জেনে ওঠা সম্ভব হয়নি। খোঁজ নিয়ে দেখব।' মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'শুনেছি নার্সিংহোমের ওটির পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

শিলিগুড়ির পর কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা। ফের একটি নার্সিংহোমে প্রশাসনিক পদক্ষেপ হল। অনুন্নত পরিকাঠামোর জন্য ক'দিন আগেই শিলিগুড়ির পাথরঘাটার একটি নার্সিংহোমে তালা ঝুলে ছিল। তবে মাথাভাঙ্গার নার্সিংহোমটিতে শুধু সিল করে দেওয়া হয়েছে অপারেশন থিয়েটার। গত কয়েক বছরে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি নার্সিংহোম গজিয়ে উঠেছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী দালাল মারফত ধরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে নার্সিংহোমগুলির বিরুদ্ধে। ওই নার্সিংহোমগুলির সঙ্গে মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীরা জড়িত বলেও অভিযোগ উঠেছে বারবার। এই চক্রের মূল টার্গেট হাসপাতালে ভর্তি হওয়া গর্ভবতী মহিলারা। অভিযোগ, হাসপাতালে উন্নতমানের অপারেশন থিয়েটার থাকলেও দালালচক্রের খপ্পরে পড়ে অনেক রোগীকে তাঁর পরিজনরা নার্সিংহোমগুলিতে নিয়ে যান। হাসপাতালের চিকিৎসকই নার্সিংহোমে গর্ভবতীকে সিজার করাচ্ছেন, অভিযোগও রয়েছে।

তবে তাঁরা দালালচক্রের মাধ্যমে রোগী টেনে আনেন না বলে দাবি অভিযুক্ত নার্সিংহোমের মালিক উৎপল কুণ্ডু। তিনি বলেন, 'কোনও গর্ভবতী মহিলা প্রসবের জন্য নার্সিংহোমে এলে তাঁকে তো ভর্তি করতেই হবে।' পরিকাঠামো ঠিকঠাক না থাকায় নার্সিংহোমের ওটি সিল করে দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রশাসনের কর্তারা বলছেন, ওটি টেকনিসিয়ান নেই। তাই বন্ধ করে দেওয়া হল। টেকনিসিয়ান রাখলে ফের ওটি খুলে দেওয়া হবে।' পাশাপাশি বিষয়টি কোচবিহারে গিয়ে সিএমওএইচ-এর কাছে জানিয়ে এসেছেন।

মাথাভাঙ্গা শহরে একটি নার্সিংহোমের ওটি প্রশাসনের তরফে সিল করে দেওয়া হয়েছে বলে শুনেছি। তবে আজ সারাদিন অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকায় কারণ জেনে ওঠা সম্ভব হয়নি।
ডাঃ হিমাদ্রিকুমার আড়ি, *সিএমওএইচ*

ঘটনায় শোরগোল

- পরিকাঠামো অনুন্নত, নার্সিংহোমের ওটি সিল করল প্রশাসন
- শুধু ওটি টেকনিসিয়ান না থাকাতেই পদক্ষেপ, দাবি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের
- মহকুমা হাসপাতালের সামনে থাকা নার্সিংহোমগুলির বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ
- হাসপাতাল থেকে নার্সিংহোমে রোগী নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত সরকারি চিকিৎসকরা

পুড়ে ছাই কদমতলা বাজারের একাংশ। শুক্রবার।

ভস্মীভূত কদমতলার ছয়টি দোকান

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৮ জুলাই : গভীর রাতের অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল ছয়টি দোকান। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতে কদমতলা বাজারে। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও অজানা। তবে প্রাথমিক তদন্তের পর দমকলকর্মীদের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। দমকলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম সাহাও একই কথা বললেন। তাঁর কথায়, 'মনে করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। প্রায় সব দোকানেরই সামগ্রী সহ নানা আসবাবপত্র পুড়ে গিয়েছে।' দমকলের দুটি ইঞ্জিনের প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয়রা জানান, প্রত্যেকদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতেও সব দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন দোকানদাররা। রাত দুটো নাগাদ মিজানুর রহমানের দর্জির দোকানে প্রথম আগুনের শিখা দেখতে পান আশপাশের মানুষজন। তাঁদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে বাকিরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানা এবং দমকলকেন্দ্রে। ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের স্বপন মোদকের কাপড়ের দোকানে। তারপর একে একে আগুন গ্রাস করে সোহেমল হকের ওষুধের দোকান, তপনকুমার বর্মনের হার্ডওয়্যারের দোকানগুলিকে। ছাড় পায়নি বিক্রম রায়ের প্রসাধনী সামগ্রীর দোকান কিংবা অসীম রায় মণ্ডলের মুদিখানার দোকানও। কিছুক্ষণের মধ্যে এলাকায় পৌঁছায় তুফানগঞ্জ দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে গিয়েছিল তুফানগঞ্জ থানার পুলিশও।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সোহেমল হক বলেন, 'দোকানের আয় দিয়ে সংসার চলে। অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে গেল। এত বড় ক্ষতি মেনে নিতে পারছি না। প্রশাসনের তরফে আর্থিক সাহায্য পেলে কিছুটা হলেও ধাক্কাটা সামলানো যাবে।' লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে পাশের দোকানের ব্যবসায়ী স্বপন মোদকেরও। এই পরিস্থিতিতে কী করবেন, বুঝতে পারছেন না তিনি। একই অসহায় অবস্থা বাকি চার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরও। শুক্রবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তুফানগঞ্জ-১ বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক অনিরুদ্ধ রায়, স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি ফারুক মণ্ডল।

কদমতলা বাজার লাগোয়া দোকান এবং বাড়িঘরের সংখ্যা নেহাত কম নয়। আগুন আরও ছড়ালে কী হত, তা ভেবেই আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা। দমকলকর্মীরা সময়ে না এলে ক্ষয়ক্ষতির বহর আরও বাড়ত বলে মনে করছেন সকলে।

ধ্বংসলীলা

- বৃহস্পতিবার রাতে একটি দর্জির দোকানে প্রথম আগুনের শিখা দেখতে পান এলাকাবাসী
- স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে পাশের দোকানগুলিতে
- দমকলকর্মীদের ঘণ্টাদুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে

বৃষ্টি মাথায় বাড়ির পথে।। *মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন বনশ্রী বাড়ুই।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

উন্মুক্ত সীমানা, স্কুলের নিরাপত্তায় নজর নেই

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ১৮ জুলাই : কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালপানি রাজমোহন উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে গবাদিপশু। উন্মুক্ত সীমানায় স্কুল চত্বরে অবাধ প্রবেশ নিয়ে শঙ্কিত অভিভাবকরা। শিক্ষক নেই, পরিকাঠামোর অভাব সহ নানা সমস্যায় ধুঁকছে স্কুলটি। অভিযোগ, প্রশাসনিক উদাসীনতায় দীর্ঘদিন ধরে সেদিকে নজর নেই কারও।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খবর নিয়ে দেখছি।' যদিও সমস্যার কথা স্বীকার করে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি মুর হোসেন এবং প্রধান শিক্ষক সুবীর ভৌমিক বলেছেন, স্কুলে একাধিক সমস্যার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। দ্রুত পরিচালন সমিতির বৈঠক ডেকে তারজালি দিয়ে উন্মুক্ত সীমানা ঘেরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এলাকার একমাত্র উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিগত কয়েক বছরে পড়ুয়ার সংখ্যা কমেছে চোখে পড়ার মতো। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ৬০০। ১৮ জন শিক্ষক পদে রয়েছেন মাত্র ৫ জন। বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, জীবনবিজ্ঞান, অঙ্কের মতো বিষয়ে শিক্ষকের অভাব। এছাড়াও শৌচাগার, পানীয় জলের মতো সমস্যায় জর্জরিত স্কুলটি। পরিস্থিতি সামাল দিতে শিক্ষকরা অতিরিক্ত ক্লাস করাচ্ছেন।

বিপজ্জনক পুরাতন ভবন নিলামে ওঠায় স্কুলের একদিক উন্মুক্ত। চিন্তিত অভিভাবক কমল বর্মন বলেন, 'বিষয়টি প্রশাসনের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।' দ্বাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়ার কথায়, 'ভয় তো হয়। পড়ুয়াদের স্বার্থে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।'

ছোট্ট তারা

আরিফা খাতুন
তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের রমণীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে ভালোবাসে এই খুদে।

মৃত্যু, গাফিলতির অভিযোগ

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১৮ জুলাই : চার বছর বয়সি এক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় দেওয়ানহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে শিশুর নিকটাত্মীয় এবং প্রতিবেশীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কোচবিহার-১ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

কী ঘটেছিল? বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দেওয়ানহাটের মোয়ামারির বাসিন্দা মইনুল হকের ছেলে তান্বির হক বাড়ির বারান্দায় খেলছিল। সেসময় একটি সাপ তার পায়ে ছোবল দেয় বলে পরিবারের দাবি। শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া হয় দেওয়ানহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। অভিযোগ, সেখানে চিকিৎসক তান্বিরকে অ্যান্টিভেনাম ইনজেকশন দেননি। তারপর শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। এরপর রাস্তাতেই মৃত্যু হয় তান্বিরের। শিশুমৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছাতেই শিশুটির নিকটাত্মীয় এবং প্রতিবেশীরা বিক্ষোভ দেখান স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। তাঁরা সিসিটিভি ফুটেজ দাবি করেন।

তান্বিরের মৃত্যুতে বাবা-মা ঘনঘন জ্ঞান হারাচ্ছেন। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ কমছে না তান্বিরের পরিবারের। তার জেঠু মন্টু মিয়াঁর কথায়, 'তান্বির নিজেও সাপের ছোবলের কথা জানিয়েছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। অথচ তা অগ্রাহ্য করে ওকে অ্যান্টিভেনামের পরিবর্তে অন্য ইনজেকশন দেওয়া হয়। ওই চিকিৎসক ওকে নিজের হাতে মেরে ফেললেন।' ক্ষোভের সুর মৃত শিশুর আরেক আত্মীয় সম্রাট হকের গলাতেও। তিনি বললেন, 'চিকিৎসায় এরকম গাফিলতি হলে মানুষ যাবে কোথায়?' যদিও এদিন পরিবারের তরফে পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

কোচবিহার-১ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক দীপায়ন বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, শিশুটিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে ওই চিকিৎসক অজানা প্রাণীর কামড়ের চিহ্ন দেখতে পান। সেইমতো তিনি চিকিৎসা করেছেন। পরে প্রয়োজন মনে হওয়ায় এমজেএনে রেফার করা হয়। তাঁর কথায়, 'দুর্ভাগ্যবশত শিশুটির মৃত্যু হয়। তবে ময়নাতদন্ত রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। মৃত শিশুর পরিবারের তরফে লিখিতভাবে অভিযোগ জানালে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

মৃত শিশু তান্বির হক।

নিষিদ্ধ শব্দবাজি নিষ্ক্রিয়

বক্সিরহাট, ১৮ জুলাই : বক্সিরহাট থানা এলাকায় বিভিন্ন সময় বাজেয়াপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ শব্দবাজি শুক্রবার নিষ্ক্রিয় করা হল। শব্দবাজি নিষ্ক্রিয় করতে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার থেকে বক্সিরহাটে এসে পৌঁছায় আলিপুরদুয়ারের তিন সদস্যের বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। বক্সিরহাট থানার পুলিশের উপস্থিতিতে মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়ডাক নদী সংলগ্ন কাঁঠালবাড়ি এলাকায় প্রায় ৬০ কেজি শব্দবাজি নিষ্ক্রিয় করা হয়। যদিও কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী, অ্যাম্বুল্যান্স সহ দমকলের একটি ইঞ্জিন।

বিদেশি মদ সহ আটক ২

কোচবিহার, ১৮ জুলাই : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, পাচার হওয়ার আগে ২৯৮৭.৭৬ লিটার মদ উদ্ধার করল আবগারি দপ্তর। ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অরুণাচল প্রদেশের ইটানগর থেকে বিহারগামী একটি সাদা ট্রাক আটক করা হয়। তল্লাশি করে দেখা যায় ভুট্টা ও ধানের ছোবড়ার নীচে লুকিয়ে রাখা আছে মদের কার্টন। ট্রাক সহ রফিকুল ব্যাপারী এবং আসাদুর আলি নামে দুই তরুণকে আটক করা হয়। গাড়ি তল্লাশি করে কোনও বৈধ কাগজপত্র না মেলায় রাজ্য আবগারি আইনের ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। শুক্রবার সকালে ধৃতদের তুফানগঞ্জ এসিজেএম আদালতে তোলা হলে বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়। আবগারি দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রবীণ থাপা বলেন, '৮৮৭.৭৬ লিটার বিদেশি মদ এবং ২১০০ লিটার বিয়ার আটক করা হয়েছে যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫৭ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪০০ টাকা।'

টুকরো খবর

বৃক্ষরোপণ

কোচবিহার ব্যুরো

১৮ জুলাই : অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে জেলার নানা জায়গায় বৃক্ষরোপণ এবং চারাগাছ বিলি করা হল। শুক্রবার কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের যৌথ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট স্কুলে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হয়। কোচবিহারের পাতলাখাওয়া হাইস্কুল, ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয় ও উনিশবিশা গার্লস এপি স্কুলে এদিন বৃক্ষরোপণ হয়েছে। অন্যদিকে, কন্যাসন্তান হওয়ার আনন্দে ৫০টি চারাগাছ বিতরণ করলেন কোচবিহারের প্রসেনজিৎ দাস।

দূষণমুক্ত

চ্যাংরাবান্ধা, ১৮ জুলাই : ২০২৬ সালের মধ্যে মেখলিগঞ্জ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দূষণমুক্ত করে তুলতে উদ্যোগ নিল মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি ও মেখলিগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। এই উদ্দেশ্যে শুক্রবার একটি সভা হয়। সেখানে যুগ্ম বিডিও অমিত সরকার বলেন, 'চলতি বছর ১৫ অগাস্টের মধ্যে চ্যাংরাবান্ধা এবং ভোটবাড়ি পঞ্চায়েতকে এবং পরে সামনের বছরের ২৬ জানুয়ারির মধ্যে বাকি পঞ্চায়েতগুলিকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।'

কর্মীসভা

নয়ারহাট, ১৮ জুলাই : হাজরাহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার বিকালে সন্তানদলের কর্মীসভা হয়। সাংগঠনিক বিষয়ে সেখানে আলোচনা করা হয়। সংগঠনের উত্তরবঙ্গ কমিটির সম্পাদক অজিত বর্মনের বক্তব্য, '১০ অগাস্ট দিনহাটায় সংগঠনের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা রয়েছে।'

মাকে তাড়ানোর হুমকি ছেলের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ জুলাই : আবাস যোজনায় ঘর তৈরির জন্য দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকেছে। সেই টাকা দিয়ে ঘরের কাজ করতে গিয়ে ছেলের বাধার মুখে পড়েন বৃদ্ধা মায়ারানি বর্মন। এমনকি বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকিও দেয়। বাধ্য হয়ে ষাটোর্ধ্ব সেই মহিলা বৃহস্পতিবার পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযোগের ভিত্তিতে বৃদ্ধার একমাত্র ছেলে শ্যামল বর্মনকে আটক করে পুলিশ।

তবে কথায় আছে, কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কদাপি নয়। পুলিশ ছেলেকে আটক করার পর সেই বৃদ্ধা আবার কান্নাকাটি করতে শুরু করেন। দ্রুত কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে গিয়ে ছেলেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কাতর আর্জি জানান। তাঁর আবেদনে মন গলে যায় বাঘা পুলিশকর্তাদেরও। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডলের মধ্যস্থতায় মা ও ছেলের মধ্যে মিটমাট হয়ে যায়। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি বলেন, 'থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বৃদ্ধার ছেলেকে আটক করে আনার পর বৃদ্ধা থানায় এসে ছেলের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি মিটমাট করে নেন। বৃদ্ধার ছেলেকে সাবধান করে দিয়েছি, এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না হয়।'

আলিপুরদুয়ার

কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা ওই মহিলা আবাস তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে ঘরের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকতেই ছেলের সঙ্গে মায়ের ঝামেলা বেধে যায়। ছেলে মাকে ঘরের কাজে টাকা খরচ করতে বাধা দেন। বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকির পাশাপাশি গালিগালাজ করেন। বৃদ্ধা গ্রামের বেশ কয়েকজনকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সমাধান হয়নি। এরপর ঝামেলা চরমে পৌঁছালে বৃদ্ধা উপায় না পেয়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে পুলিশের কাছে যান।

বৃদ্ধার অভিযোগ, 'আবাসের টাকার পাওয়ার পর আমি ঘরের কাজ করতে চেয়েছিলাম। ছেলে আমাকে সেই কাজ করতে বাধা দেয়। এমনকি আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল। আমি বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।' তাঁর কথায়, 'হাজার হলেও আমার ছেলে। পুলিশ ছেলেকে থানায় তুলে নিয়ে গেলে আমি আর বাড়িতে বসে থাকতে পারিনি।'

দ্বন্দ্ব

- ঘর তৈরির টাকা নিয়ে ছেলের সঙ্গে ঝামেলা মায়ের
- বৃদ্ধা বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন
- পুলিশ ছেলেকে আটক করে নিয়ে যায়
- থানায় বৃদ্ধা ও ছেলের মধ্যে দ্বন্দ্বের মিটমাট হয়

জলাশয়ে দেহ উদ্ধার

দিনহাটা, ১৮ জুলাই : দু'দিন নিখোঁজ থাকার পর জলাশয় থেকে উদ্ধার হল একটি মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে পুঁটিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্যাস গোডাউন এলাকায়। শুক্রবার দুপুরে দিনহাটা থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের নাম সুমন সূত্রধর (৩২)। বাড়ি ওই এলাকাতেই। তবে ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি কেউ খুন করে জলাশয়ে দেহ ফেলে দিয়েছে, তা এখনও পরিষ্কার নয়। দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক জানান, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সেইসঙ্গে সবটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয়দের কথায়, বুধবার বাড়িতে তরুণের মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কীর্তন ছিল। আর কীর্তন চলাকালীনই সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন সুমন। এরপর আর বাড়ি ফিরে আসেননি। সেই রাতে অনেক খোঁজাখুজির পর না পাওয়ায় বৃহস্পতিবার সুমনের দাদা রতন সূত্রধর দিনহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁদের ধারণা, বাড়ির কাছে জলাশয়ে হয়তো পড়ে গিয়েছেন তাঁর ভাই। সেজন্য দিনহাটা থানায় ডুবুরি নামানোর আর্জিও জানিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন সকাল পর্যন্ত ডুবুরি না মেলায় রতন নিজেই জলাশয়ে নামেন। কচুরিপানা সরাতেই সুমনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। সুমনের নেশা করার প্রবণতা ছিল, তা স্বীকার করে নেন তাঁর কাকি ভারতী সূত্রধর। তাঁর কথায়, 'মাঝেমধ্যেই নেশা করত সুমন। তবে এরকমটা হবে ভাবিনি।'

সেমিনার

সোনাপুর, ১৮ জুলাই : শুক্রবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর পীযূষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়ে সিনেমার আয়োজন করা হয়। কলেজের সেমিনার কমিটির উদ্যোগে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগিতায় ওই বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অভিজিৎকুমার দে। এছাড়াও ছিলেন পীযূষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শংকরপ্রসাদ দে।

চিপকোর ধাঁচে আন্দোলন

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৮ জুলাই : জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য গাছ কাটার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সুর চড়াচ্ছেন পরিবেশপ্রেমীরা। ময়নাগুড়ি থেকে চালসা পর্যন্ত ৩৮ কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে গাছ না কাটার দাবিতে শুরু হয়েছে পোস্টারিং। বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চান পরিবেশপ্রেমীরা। প্রয়োজনে চিপকো আন্দোলনের ধাঁচে আন্দোলনে নামার হুমকিও দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গ পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের তরফে। এরপরই এই রাস্তার মধ্যবর্তী অংশে লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলের একটিও গাছ না কাটার কথা জানিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় থেকে, চালসা গোলাই পর্যন্ত ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক চওড়া করার উদ্যোগ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বর্তমান এই জাতীয় সড়কটি কোথাও ৭ মিটার, আবার কোথাও ১০ মিটার চওড়া রয়েছে। এই সড়কটিকেই ১০ থেকে ১২ মিটার ও বাজার এলাকায় ২৬.৬ মিটার চওড়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল, জাতীয় সড়কের দু'ধারে থাকা লাটাগুড়ি ও গরুমারা জঙ্গলের ১০টি ও রাস্তার পাশে থাকা ৪৬০টি গাছ কাটা পড়বে।

উত্তরবঙ্গ পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের তরফে ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংগঠনের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'এর আগেও লাটাগুড়িতে ফ্লাইওভার তৈরি এবং জঙ্গলের মধ্যে থাকা রেললাইনের বৈদ্যুতিকরণের জন্য জঙ্গলের বহু গাছ কাটা হয়েছে। আবার জঙ্গল ও জাতীয় সড়কের পাশে থাকা গাছের উপর আঘাত হলে আমরা চুপ করে থাকব না। আলোচনায় কাজ না হলে স্থানীয়দের নিয়ে চিপকো আন্দোলনের ধাঁচে আন্দোলন হবে।'

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মালবাজারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কিংশুক শ্যামল বলেন, 'জঙ্গলের কোনও গাছ যাতে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কাটা না পড়ে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে জঙ্গলের বাইরের কিছু গাছ রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কাটতে হবে।'

গাছ না কাটার আবেদন জানিয়ে পড়েছে পোস্টার।

বিনামূল্যে টিকা

রাজ্যের স্কুলছাত্রীদের জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধে বিনামূল্যে এইচপিভি টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ২০২৭ সাল থেকে এই টিকাকরণ কর্মসূচি চালু হবে।

ঘাটের সংস্কার

কুমোরটুলি ও নিমতলা বিসর্জন ঘাটের পর এবার দইঘাটের সংস্কার কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর কর্তৃপক্ষ মউ স্বাক্ষর করল টিএনএস লজিপার্ক প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে।

পরীক্ষার দিন

স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করা হল। আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর নবম-দশম ও একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির সহকারি শিক্ষক পদে নিয়োগের পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রহস্যমৃত্যু

ফের আইআইটি খড়্গপুরে ছাত্রের রহস্যমৃত্যু। শুক্রবার সকালে রাজেন্দ্রপ্রসাদ হলের ডি২০১ নম্বর রুম থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ওই পড়ুয়ার দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়।

সভা শেষে বাংলার নেতাদের সঙ্গে মোদির আলাপচারিতা। শুক্রবার দুর্গাপুরে। -পিটিআই।

বদলের আশ্বাসে ভোটের আর্জি

সাড়ে ৫ হাজার কোটির প্রকল্পের শিলান্যাস

কলকাতা, ১৮ জুলাই : '২৬-এর ভোটে 'দমদার' সরকারের দাবি করে রাজ্যের ক্ষমতায় ফের পরিবর্তন চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার দুর্গাপুরে নেহরু স্টেডিয়ামে একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পর দলীয় মঞ্চ থেকে সরকার বদলের দাবিতে জোর সওয়াল করেন মোদি। তার জন্য বিজেপিকে একবার ক্ষমতায় আসার সুযোগ দিতে রাজ্যের মানুষের কাছে আর্জি জানান তিনি।

মুর্শিদাবাদের ঘটনা টেনে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন মোদি। তাঁর কথায়, 'ছোট ছোট ঘটনায় এখানে দাঙ্গা হয়। মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তির কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারে না এই সরকার।' শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে রাজ্য সরকারকে দুষে মোদি বলেন, 'দুর্নীতি আর অপরাধের ডাবল অ্যাটাক চলেছে এই রাজ্যে। যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন, তার জন্য দায়ী টিএমসি। মাফিয়া নয়, যোগ্য শিক্ষক চাই।' এদিন ছিল দেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনীদেবীর জন্মদিন। আরজি করের ডাক্তার ছাত্রী নিগ্রহের ঘটনায় মোদি বলেন, 'যে রাজ্য কাদম্বিনীর মতো চিকিৎসকের জন্ম দেয়, সেখানে আজ মা-মাটি-মানুষের দল কন্যাদের ওপর নির্মম নির্যাতন করছে। হাসপাতালও সুরক্ষিত নয়। ডাক্তার ছাত্রীর সঙ্গে ভয়ংকর অন্যায় হয়েছে, অপরাধীকে বাঁচাতে চাইছে তৃণমূল। এই নির্মমতা থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রীর মতে, যতদিন রাজ্যে এই তৃণমূল সরকার থাকবে, ততদিন এই রাজ্যের কোনও পরিবর্তন হবে না। এরপরই বাংলায় মোদি বলেন, 'তৃণমূল হটাও, বাংলা বাঁচাও।'

এদিন শিল্প শহর দুর্গাপুরে দাঁড়িয়ে রাজ্যের উন্নয়নে শিল্প বার্তাও দিলেন মোদি। দুর্গাপুরকে ঘিরে বিধান রায় থেকে বীরেন মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মোদি বলেন, 'এই দুর্গাপুরই ছিল দেশের বিকাশের কেন্দ্রভূমি। অথচ আজ পুরো উলটো ছবি। যুবকরা ছোট ছোট কাজের জন্য ভিনরাজ্যে যাচ্ছেন। এই অবস্থার বদল চাই।'

রাজ্যের স্বার্থে ষাটের দশকের দুর্গাপুরকে ফিরিয়ে দিন বলে আর্জি জানিয়েছিলেন শমীক ভট্টাচার্য। পরে ভাষণে মোদি বলেন, 'রাজ্যে বিজেপির সরকার এলে কয়েক বছরের মধ্যে দেশের মধ্যে শিল্পায়নে শীর্ষস্থানে পৌঁছোবে বাংলা। দুর্গাপুর ফিরে পাবে তার পুরোনো হৃতগৌরব।'

এদিন দলীয় জনসভা করার আগে সরকারি মঞ্চ থেকে ৫৪০০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেন মোদি। প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম ১৯৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় সিজিডি প্রকল্প। দাবি, এর ফলে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ বাড়িতে পাইপলাইনে রান্নার গ্যাস পৌঁছোবে। ২০৩০-এর ১৫ মার্চের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা। এছাড়া একাধিক সিএনজি স্টেশন, রেল, সড়ক, বিমানবন্দর ও ওভারব্রিজের মতো পরিকাঠামোগত প্রকল্পেরও এদিন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসম, ত্রিপুরা, ওড়িশার পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত দিয়ে মোদি বলেছেন, 'বাংলায় সব আছে, কিন্তু টিএমসির সিন্ডিকেট আর গুন্ডারাজের জন্যই রাজ্যের সব সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল সরকার গেলে, তবেই রাজ্যের পরিবর্তন হবে।' ডাবল ইঞ্জিন সরকারের পক্ষেও ফের সওয়াল করেছেন মোদি।

তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে বিধিনিষেধ হাইকোর্টের

সকাল ৯টা থেকে ১১টা মিছিল নয়

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জুলাই : একুশে জুলাইয়ের দিন টানা দু-ঘণ্টা কলকাতায় কোনও মিছিল করা যাবে না। এমনটাই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। শুক্রবার শর্ত চাপিয়ে আদালত বলেছে, কোনওমতেই যেন কলকাতায় যানজট না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে পুলিশ প্রশাসনকে। ওইদিন সকাল ৮টা পর্যন্ত মিছিল করা গেলেও সকাল ৯টার মধ্যে তার রাশ টানতে হবে। বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ শুক্রবার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কলকাতা পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত কোনও মিছিল করা যাবে না। কলকাতা হাইকোর্ট যাওয়ার রাস্তা, মধ্য কলকাতা ও তার আশপাশের ৫ কিলোমিটার এলাকা, যেখানে কর্মক্ষেত্রগুলি রয়েছে সেখানে যাতে কোনওরকম যানজট তৈরি না হয় তা সুনিশ্চিত করবেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচিতে শর্ত চাপানো হল রাজ্যের উচ্চ আদালতের।

একুশ জুলাইয়ের সভার দিন যানজট ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে আইনজীবীদের একটি সংগঠন। এই মামলাতেই বিচারপতি নির্দেশ দেন, পুলিশকে নিরাপত্তা ও যান নিয়ন্ত্রণে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সকাল ৯টার মধ্যে মিছিল যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই থামিয়ে দিতে হবে। আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী শামিম আহমেদের অভিযোগ, ওইদিনের জন্য ফেরি বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। বারের তরফে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, নো অ্যাডভার্স অর্ডার। একটি নামী স্কুল ছাত্রদের ওইদিন উপস্থিত থাকতে মানা করেছে। সিধো-কানহো বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছে। কর্মসূচি বন্ধ করতে বলা হচ্ছে না। কিন্তু কেসি দাস থেকে ভিক্টোরিয়া হাউস পর্যন্ত যদি ১৪৪ ধারা থাকে, তাহলে তৃণমূলের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন? যানজটের কারণে সর্বত্র যেন সরকারি ছুটির পরিস্থিতি। তবে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে যুক্তি দেন, পুলিশ যান নিয়ন্ত্রণের সমস্তরকম ব্যবস্থা রেখেছে। যে রাস্তাগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে, তার সমান্তরাল রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে। ৩ ঘণ্টার জন্য মালবোঝাই গাড়ি ও ট্রাম চলাচল বন্ধ থাকবে। কেউ অসুবিধায় পড়লে হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। বিচারপতি জানতে চান, 'কতজন লোক ওই কর্মসূচিতে থাকতে পারেন?' এজির উত্তর, '১০ লক্ষের কাছাকাছি হতে পারে। প্রতি বছরই এমন হয়।' তখনই বিচারপতি জানতে চান, 'কলকাতা পুলিশ কমিশনার সরকারি আধিকারিক। তিনি কী কী পদক্ষেপ করছেন তা জানা দরকার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে তখন? এতজন লোক শহরে এলে তা নজরদারি করা কি সম্ভব? আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ বন্ধ থাকলে উত্তর কলকাতাও তো স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে?' এজি জানান, অন্যান্য রাজ্যের থেকে কলকাতা পুলিশের কর্মক্ষমতা ভালো। তৃণমূলের আইনজীবী এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ তৈরির প্রস্তুতি। শুক্রবার ধর্মতলায়। -সংবাদচিত্র।

ডিভিশন বেঞ্চে চ্যালেঞ্জের সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৮ জুলাই : কলকাতায় যানজটের কথা মাথায় রেখে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে একাধিক কঠোর শর্ত আরোপ করেছে আদালত। আদালতের নির্দেশ, সকাল আটটা পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মিছিল করা যাবে না। এই নির্দেশে যথেষ্ট বিপাকে তৃণমূল।

হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হতে পারে দল। তার ওপর নির্ভর করেই মিছিলের রূপরেখা তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। একুশে জুলাইয়ের সঙ্গে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির তুলনা হয় না। অন্য দল নবান্ন অভিযান করলে আদালত তখন বাধা দেয় না কেন? আসলে বামেরা একুশে জুলাইকে মুছে দিতে চায়।'

দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর সংযোজন, 'আদালতকে মান্যতা দিচ্ছি। তবে আবেগকে কখনও বেঁধে রাখা যায় না। কিছু কিছু বিচারপতির সিদ্ধান্ত সত্যিই প্রশ্ন তোলার জায়গা তৈরি করে দেয়।

প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও একই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করেছিলেন। বামেদের ব্রিগেড নিয়ে কেন প্রশ্ন ওঠে না?' ইতিমধ্যেই সেন্ট্রাল পার্কের ক্যাম্পে ভিড় জমিয়েছেন উত্তরবঙ্গের তৃণমূল কর্মীরা।

এদিন কলকাতার কোন কোন রাস্তা দিয়ে মিছিল যেতে পারে, তা খতিয়ে দেখলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা সহ সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ আধিকারিকরা। সিঁথির মোড়, হাডকো মোড় ও চিংড়িঘাটা ক্রসিং সহ একাধিক ব্যস্ততম রাস্তায় নজরদারি চলে।

শাসক দল সূত্রে খবর, আদালতের নির্দেশ মেনে একুশে জুলাই রাস্তার যানজট নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্বে থাকবেন দলের কর্মীরাও।

আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। একুশে জুলাইয়ের সঙ্গে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির তুলনা হয় না। অন্য দল নবান্ন অভিযান করলে আদালত তখন বাধা দেয় না কেন? আসলে বামেরা একুশে জুলাইকে মুছে দিতে চায়।

কুণাল ঘোষ

ধর্মতলার শহিদ মঞ্চের প্রস্তুতিও তুঙ্গে। স্নিফার ডগ সঙ্গে নিয়ে পুলিশ আধিকারিকরা মঞ্চ সংলগ্ন এলাকা কড়া নিরাপত্তায় ঘিরে রেখেছেন।

'দুর্নীতির দায় এড়াতে পারে না সরকার'

কলকাতা, ১৮ জুলাই : দুর্নীতির দায় এড়াতে পারে না সরকার। নিয়োগ প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানে ছিল রাজ্য। তাই দুর্নীতির দায়ভারও সরকারকেই নিতে হবে। ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত মন্তব্য করে, 'কোনও পরিবারের নেতৃত্ব প্রদানকারী যদি কাজের বিনিময়ে টাকা চায় এবং তাতে দুর্নীতি হয়, তাহলে এর দায় বর্তায় তাঁর ওপর। তেমনই রাজ্য এর দায় এড়াতে পারে না। বলতে পারে না দুর্নীতি হয়নি। যাঁরা টাকা দিতে পারেননি তাঁদের ভাগ্যের সঙ্গে খেলা করা হয়েছে।'

এদিন পার্শ্ব শিক্ষকদের তরফে

মন্তব্য হাইকোর্টের

আইনজীবী পার্থ ভট্টাচার্য দাবি করেন, অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন বিচারপতির একক বেঞ্চ তার রায়ে ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে। উত্তর দিনাজপুরে প্যানেলে নাম থাকা একজন বাদে সকল চাকরিপ্রার্থী অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন। একক বেঞ্চ সেই অনুযায়ী ধারণা করে নিয়েছে। প্যানেল প্রকাশ হয়েছিল কি না তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। প্যানেল প্রকাশ করে ডিপিএসসি-র কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'রুল ৯ অনুযায়ী কেন সেই প্যানেল প্রকাশ্যে আনা হয়নি।' উত্তরে আইনজীবীর যুক্তি, 'আমি রায়ের খুঁটিনাটি বারবার পড়ে দেখেছি। প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির কোনও তথ্য বা সম্ভাব্য প্রমাণও পাওয়া যায়নি। দুর্নীতি হয়ে থাকলেও তার দায় নিয়োগকারীর, চাকরিপ্রার্থীদের নয়।'

তখনই বিচারপতি চক্রবর্তী বলেন, 'আপনারা রুল আউট করতে পারছেন না কারণ সিবিআই তদন্ত চলছে, আপনাদের মন্ত্রীরা জেলে, আপনাদের আধিকারিকরা জড়িত। তাই তদন্তের চূড়ান্ত পর্যায়ে না গেলেও এটা বলতে পারেন না দুর্নীতি হয়নি। যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁদের কীভাবে রক্ষা করবে আদালত? আপনারা বলছেন, দুর্নীতি প্রমাণ করা যায়নি।

তাহলে তার প্রেক্ষিতে যুক্তি দেখান, প্রমাণ দিন। কয়েক বছর পর যদি দুর্নীতি প্রমাণ হয় তার দায় কে নেবে?' আইনজীবী জানান, আদালত অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। তাই একসঙ্গে সকলের চাকরি বাতিল করার বিষয়টি বিবেচনা করুক। ৩০ ও ৩১ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

দুর্গাপুরে সভা করবে ঘাসফুলও

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ জুলাই : আসানসোল, দুর্গাপুর ও অন্ডাল শিল্পাঞ্চলে সমাবেশ করতে শুক্রবার থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিল শাসকদল তৃণমূল। শুক্রবার দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমাবেশের পালটা জবাব দিতেই শাসকদলের এই প্রস্তুতি শুরু। ২১ জুলাই দলের শহিদ সমাবেশের পরই শিল্পাঞ্চলের সমাবেশ নিয়ে আনুষঙ্গিক সব প্রস্তুতি নিতে হবে বলে এদিন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পাঞ্চলে দলের নেতা তথা মন্ত্রী মলয় ঘটককে নির্দেশ দিয়েছেন। এই ব্যাপারে দলের ট্রেড ইউনিয়নকে সক্রিয় করতে রাজ্য আইএনটিটিইউসি সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের খবর, বিধানসভার ভোটের আগে বিরোধী দল বিজেপিকে এক ইঞ্চি ফাঁকা জমি ছেড়ে দিতে নারাজ তৃণমূলনেত্রী। এদিন দুর্গাপুরে দলের সমাবেশে রাজ্যের ক্ষমতাসীন সরকার ও শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যা যা অভিযোগ করেছেন, সুনির্দিষ্টভাবে শিল্পাঞ্চলে তৃণমূলের প্রস্তাবিত সমাবেশে তার জবাব দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

দলের খবর, শিল্পাঞ্চলে তৃণমূলের সমাবেশে দলের স্থানীয় নেতৃত্ব ছাড়াও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানোর ব্যাপারে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। খুব দরকার মনে করলে মুখ্যমন্ত্রীও সমাবেশে যোগ দিতে পারেন। এদিন দুর্গাপুরে প্রোটোকল হিসেবে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি করে মলয় ঘটককে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে ফেরার পর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মলয় ঘটকের অল্পবিস্তর কথা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। জুলাই বা অগাস্টে এই সমাবেশ করা নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়েছে।

মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী। দুর্গাপুরের সভায়। -পিটিআই।

লড়তে হলে আসুন সামনাসামনি : মিঠুন

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপুর, ১৮ জুলাই : দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়ামে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসার আগে বক্তব্য রাখেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, 'এটাই শেষ লড়াই। এবারের লড়াই আমাদের জীবন-মরণের। আমাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আশীর্বাদ রয়েছে। আমি থাকব, আপনারা থাকবেন। সকলে মিলে লড়ব। যেভাবেই হোক এবারের বিধানসভা নির্বাচন জিততেই হবে।' সেই সঙ্গে মিঠুন শুক্রবার নিশানা করেন রাজ্যের পুলিশকেও।

এদিন তিনি সভামঞ্চে ভাষণ দিতে ওঠেন সানগ্লাস পরে। তারপর শ্রোতাদের অনুরোধে চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলেন। এরপর তিনি বলেন, 'আমাদের এবারের লড়াই শেষ লড়াই। এটা মাথায় রেখে মাঠে নামতে হবে।' রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্নীতি এবং নারী নিরাপত্তা বিষয়েও খোঁচা দেন মিঠুন। তিনি বলেন, 'কী নিয়ে কথা বলব? দুর্নীতি? দুর্নীতি ভরে রয়েছে সবকিছুতে। একটা ফাঁকও নেই। মা-বোনেদের ইজ্জত নিয়ে কথা বলব? সেখানেও কথা বলার উপায় নেই। আমি পশ্চিমবঙ্গের ছেলে। পশ্চিমবঙ্গের মা-বোন আমার মা-বোন। আমি রাজনীতি করি না। মানুষের নীতি করি। সেজন্য বারবার পশ্চিমবঙ্গে ছুটে আসি।'

এরপরেই তিনি জানান, এবার একেবারে তৈরি হয়ে মাঠে নেমেছেন। ২৩, ২৪ তারিখ থেকে পুরো মাঠে নামবেন। সকলের সঙ্গে থাকবেন, সকলের সমস্যা জানবেন। মাঠে নেমে একসঙ্গে লড়াই করবেন। এই লড়াই বহু দিন মনে রাখবে পশ্চিমবঙ্গ। বিজেপি হেরে যাওয়ার পাত্র নয়। তাঁর সংযোজন, 'শুধু পুলিশকে একটু নিরপেক্ষ হওয়ার কথা বলুন। তারপর দেখুন বিজেপি কী করতে পারে।' বক্তব্যের শেষে স্লোগান তোলেন, 'লড়তে হলে সামনাসামনি লড়ুন/ পিছন থেকে নয়। বিজেপি জানে কীভাবে লড়তে হয়।' পরে মিঠুনের কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় মঙ্গল পান্ডের গলাতেও। যখন তিনি বলেন, 'সামনাসামনি লড়াইয়ে বিজেপি কাউকে রেয়াত করে না।' সভাশেষে মোদি বেশ কয়েকবার মিঠুনের পিঠ চাপড়ে দেন। অনেকক্ষণ কথা বলেন তাঁর সঙ্গে।

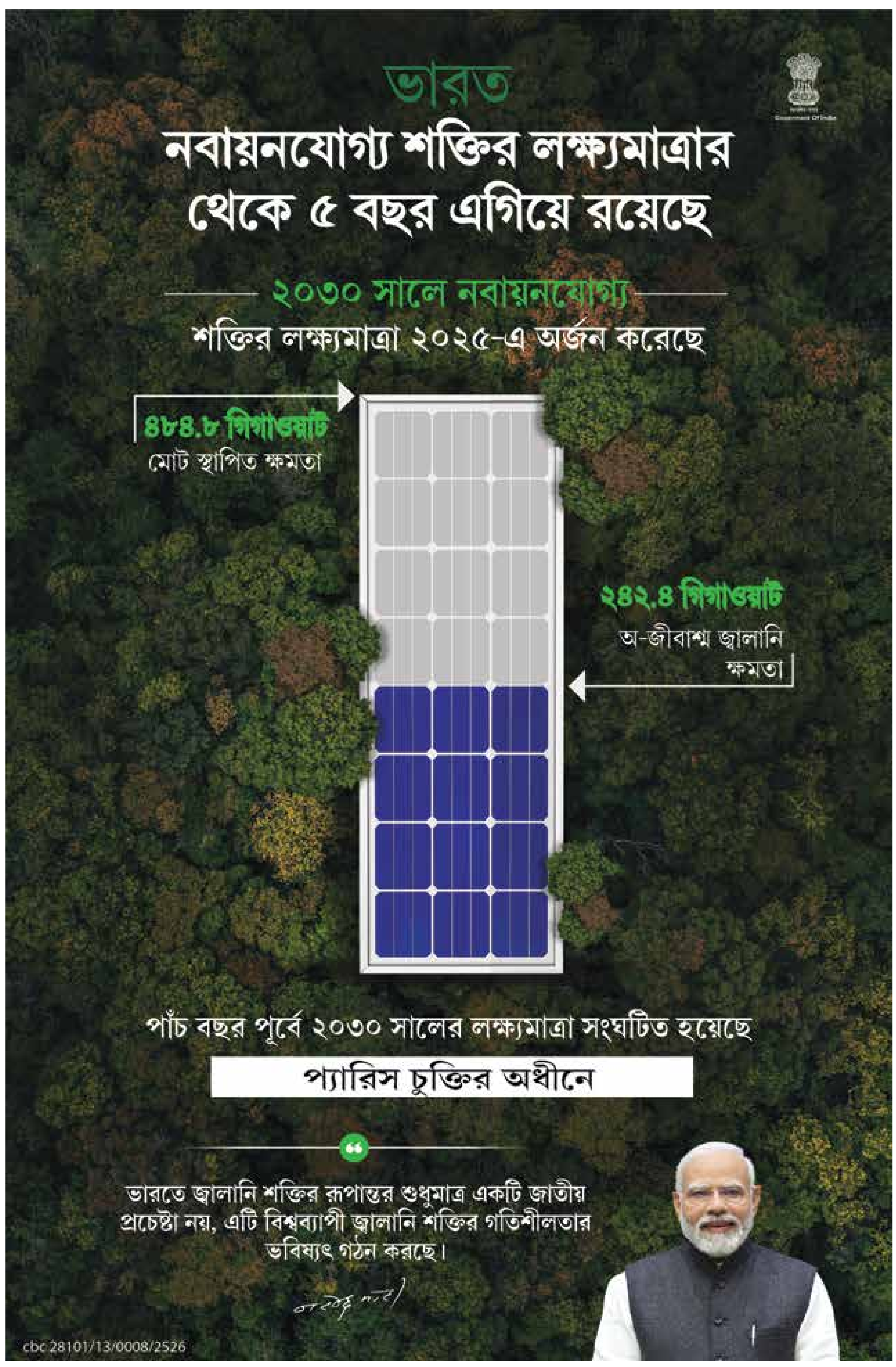

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬২ সংখ্যা, শনিবার, ২ শ্রাবণ ১৪৩২

চেতনায় হানছে আঘাত

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে যে বাংলাদেশ তৈরি হচ্ছে, তাতে ভারতের উদ্বেগ স্বাভাবিক। ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেই আঘাত যতটা লাগছে, তার থেকে বেশি ক্ষতি হচ্ছে দুই দেশের অভিন্ন চেতনায়। ভাষা থেকে সাহিত্য, সিনেমা থেকে সংস্কৃতি, সবেতেই বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আত্মিক যোগ রয়েছে।

বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা তথা শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ময়মনসিংহের পৈতৃক ভিটে ভেঙে ফেলা হচ্ছে বলে সম্প্রতি খবর প্রকাশিত হয়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন বাড়িটির ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। অধুনা খণ্ডহরে পরিণত হওয়া ওই বাড়ি ভাঙার খবর জানাজানি হতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশ সরকারের কাছে এজন্য অসন্তোষ জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রকও। উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িটি সংস্কারে সহযোগিতা করতে চায় বলেও জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

ভারতের কড়া অবস্থানের জেরে আপাতত বাড়ি ভাঙা স্থগিত রেখেছে ইউনূস সরকার। তবে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকের দাবি, বাড়িটি উপেন্দ্রকিশোরের নয়। এক জমিদার শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। রায় পরিবারের বাড়িটি বহু আগে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এই দাবির সত্যতা ঘিরে অবশ্য ইউনূস সরকারের অন্দরে দ্বিমত রয়েছে।

ইউনূস জমানায় এর আগে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ধানমণ্ডির বাড়িটি কট্টরপন্থীরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত সিরাজগঞ্জের কাছারিবাড়িতেও তাণ্ডব চালিয়েছিল মৌলবাদীরা। লালন ফকিরের মাজার আক্রান্ত হয়েছিল। আরেক বরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের রাজশাহির পৈতৃক ভিটেতে তাণ্ডব চলেছে। যেগুলি মোটেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং পরিকল্পিতভাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত কিছু ইউনূস সরকারের রোষানলে পড়েছে। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, নতুন বাংলাদেশে মুক্তচিন্তার কোনও ঠাঁই নেই।

বঙ্গবন্ধু যে আদর্শে বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দু'দেশের মৈত্রীর যে মজবুত ইমারত গড়ে তুলেছিলেন, তার ওপর ক্রমাগত বুলডোজার চালাচ্ছে ইউনূস বাহিনী। কখনও কট্টরপন্থী মৌলবাদীদের ভেক ধরে, কখনও জাতীয় নাগরিক পার্টির আড়ালে থেকে নৈরাজ্যের এই বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত দুশ্চিন্তার। কারণ, প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগলে তার আঁচ নিজের ঘরে আসতে বাধ্য।

ভারতের বিরুদ্ধে ইউনূস সরকারের আস্ফালনের অন্যতম প্রধান কারণ, শেখ হাসিনাকে নয়াদিল্লির নিরাপদ আশ্রয়দান। বাংলাদেশ বারবার দাবি করলেও হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। অন্যদিকে, পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে ক্রমাগত ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে ভারতকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা চলছে। একদিকে বরেণ্য মনীষীদের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িঘর ভেঙে, তাণ্ডব চালিয়ে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আঘাত হানা হচ্ছে, অন্যদিকে ভারতের পূর্বপ্রান্তে নিরাপত্তাকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে।

নয়াদিল্লি কখনও ঢাকাকে শত্রু ভাবেনি। বরং পাকিস্তান ও রাজাকার বাহিনীর আক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে এগিয়ে গিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে ভারত সেই সময় বিশ্বের তাবড় শক্তির লালচোখ উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সমর্থন করেছিল। ইন্দিরা গান্ধি ও ভারতের সেই অবদানকে সর্বদা সম্মান করেছেন বঙ্গবন্ধু। মুজিব-কন্যাও নয়াদিল্লির সঙ্গে বরাবর সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

কিন্তু বদলের বাংলাদেশে সেই ইতিহাস পদদলিত হচ্ছে। গোপালগঞ্জ থেকে মুজিবের স্মৃতি মোছার দুঃসাহস দেখিয়ে অশান্তির আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি। এই পরিস্থিতি বাংলাদেশকে দুর্দিনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। বাংলাদেশে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফেরানো সম্ভব নয়। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি পুনরায় জাগিয়ে তোলা না যায়, তাহলে মুক্তচিন্তার ডানা মেলা কঠিন বদলের বাংলাদেশে।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষের সরল হওয়ার জন্য শিক্ষা লাভ করা উচিত। সরলতা থাকলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি লাভ অতি সহজ হয়, তা না হলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি মানুষের কায়, মন, বাক্যে সরল হওয়া উচিত। তাই প্রতিটি মানুষের এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, ভগবানের কৃপায় ভৌতিক লাভ যা সব মিলেছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সেইজন্য গীতাতে বলা হয়েছে-'যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট।' অর্থাৎ- অধিক ভৌতিক লাভের জন্য প্রয়াসী হও না, কি তাতে অসন্তোষ প্রকাশ কর না। মানব সমাজে যে অশান্তি দেখা দিচ্ছে, তার মূলেতে আছে অসন্তোষ। তাই এই সন্তোষ একটি মহান গুণ বলে এক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আপা ও দিদি : মিল-অমিলের নকশিকাঁথা

শেখ হাসিনা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই বেশি। কাছের লোকেরা বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছেন তাঁদের।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ইদানীং পরিচিতদের যেসব ফোন আসে বাংলাদেশ থেকে, সবেতেই বেদনামাখা সুর। সেই চিরকালীন বাংলা গানের সঙ্গে মিলে যায়—'কী চেয়েছি আর কী যে পেলাম/ সাধের প্রদীপ জ্বালতে গিয়ে নিজেই আমি পুড়ে গেলাম।'

পরিচিত সাংবাদিকদের গলায় শেখ হাসিনার জন্য সহানুভূতিই বেশি এখন। এক বছরের মধ্যে তাঁদের উপলব্ধি, ন্যূনতম শৃঙ্খলা অন্তত হাসিনার আমলে ছিল দেশে। এখন যা আদৌ নেই। কোথায় কখন কী হবে, কার প্রাণ চলে যাবে, কার সর্বস্ব লুটপাট হয়ে যাবে, কাকে উগ্র জনতা এসে মেরে ফেলে যাবে, কেউ জানেন না। সংস্কৃতি? নেই। গান? নেই। সিনেমা? নেই।

তা হলে প্রাণের বাংলাদেশ, কী পড়ে রইল তোমার জন্য? বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, রক্তপাত ও অবিশ্বাস। শ্রাবণে সবুজ হয়ে থাকে বাংলার প্রতিটি প্রান্তর, জলধারায় বাসা বাঁধে এগিয়ে চলার বাসনা। আকাশে সাদা ও কালো মেঘের লুকোচুরিতে মিনিটে মিনিটে বদলায় চিত্রকল্প। নদীরা সেই বদলের ধারাপাত ধরে রাখে বুকে। এমন অনন্য প্রাকৃতিক রূপ দেখার মনও আজ কারও নেই সেই স্বর্গীয় পটভূমিতে।

হাসিনা কী করে গিয়েছেন, যার জন্য তাঁকে এতটা খেসারত দিতে হল?

প্রশ্নটার ব্যাখ্যা খুঁজতে নেমে হাসিনা জমানার প্রবল দুর্নীতির কথা মনে পড়ে। এবং সেখানে দেখি কোথাও কোথাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেকটা মিল হাসিনার। হাসিনা হয়তো নিজে সরাসরি দুর্নীতি করেননি। তবে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকগুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে গিয়েছেন অবোধ্য কারণে। আকাশছোঁয়া দুর্নীতি দেখেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি। এবং ধীরে ধীরে সেই দুষ্টচক্র ঘিরে ফেলেছে হাসিনাকে। হাসিনা তখন অসহায়, শাজাহানের চেয়েও অসহায়।

মানবিক হাসিনাকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার লোক আজও লক্ষ লক্ষ। তাঁরা আপার জন্য রক্ত দিতেও রাজি, দিতে রাজি প্রাণ। অথচ পথের এই লোকগুলোকেই দূরে সরিয়ে রেখেছে হাসিনার বৃত্তে থাকা নেতারা। জনতাকে ঘেঁষতে দেয়নি। এই নেতারা আসলে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা। দাদা-ভাই-কাকা-মামার সূত্রে নেতা হয়ে বসেছে এবং প্রত্যেকে চালাচ্ছে ব্যক্তিগত সিন্ডিকেট।

এবং হাসিনাও আসল সব সত্য জানতে পারেননি। কীভাবে আওয়ামী লিগের পায়ের তলার জমি ধীরে ধীরে ধসে যাচ্ছে। কীভাবে তাঁকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। কীভাবে বঞ্চনার শিকার হয়ে হাসিনাকে প্রকৃত ভালোবাসার মানুষগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। দূরে, অনেক দূরে।

যে অসৎ, ধান্দাবাজ, তোলাবাজদের কথায় হাসিনা শেষদিকে চলতেন, প্রশাসন চালাতেন, তাঁরাও অধিকাংশই পালিয়েছেন আজ। তাঁদের তো মুজিব বা হাসিনা বা আওয়ামী লিগকে ভালোবাসার কোনও দায় ছিল না। ছিল দাদাগিরি চালিয়ে, লুটেপুটে নিজেদের ঘর গোছানোর দায়। এখন নেতৃত্বহীন উন্মত্ত দেশে যাঁরা রক্ত মেখে, স্বজনহারানোর যন্ত্রণা সহ্য করে পালটা প্রতিরোধে আওয়ামী লিগের পতাকা নিয়েছেন, তাঁদেরই হাসিনা শেষদিকে উপেক্ষা করে গিয়েছেন।

হাসিনাকে সেই সময় কেউ কিছু বলতে এলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যাদের ওপর সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দিতেন, আসলে জনতার ক্ষোভ ছিল তাদের ওপরই। তাদের আত্মীয়দের ওপর। তাদের সিন্ডিকেটের ওপর। এরাই তো পুকুর চুরি করছে দিনের পর দিন। ওই নেতা-মন্ত্রীরা কি ন্যায়বিচার দেবে জনতাকে? তারা বরং জনতার আপাকে ভুল বুঝিয়ে দিয়ে বলত, সব ঠিক আছে আপা। ওরা আসলে বিএনপির লোক। তাই ওরা এসব বলছে।

ঢাকার বন্ধু সাংবাদিকদের কাছে এসব তথ্য শুনি। এবং কলকাতায় মমতার চারপাশের লোকগুলোর কথা মনে হয়। দিদির কাছে অভিযোগ নিয়ে পৌঁছালে যাঁদের কাজই হল মমতাকে একটা কথা বলে দেওয়া। দিদি আসলে ওরা বিজেপির লোক। তাই এত অভিযোগ করছে। নীতি এক, চৌকাঠ থেকেই বের করে দাও।

পদ্মাপারে বিএনপি ছিল, গঙ্গাপারে বিজেপি।

ফলে আসল অভিযোগের ঝুলি থেকে সত্যগুলো বেরোচ্ছেই না আর। আরজি কর হাসপাতালে, সন্দেশখালিতে, টালিগঞ্জে সিনেমাপাড়ায়, সল্টলেকের শিক্ষা দপ্তরে, নন্দনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে, ময়দানের ক্লাব ও রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থায়। বাজার গরম করতে, আরজি কর, সন্দেশখালিতে ভুল ও বানানো অভিযোগ তুলে, নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছে বিরোধী দলগুলো। তবে মাৎস্যন্যায় ও দাদাগিরি যে দুটো জায়গায় চলছিল, তা তো অস্বীকারের উপায় নেই। ওইসব খবর মমতার কাছে আগে পৌঁছায়নি কেন? ঘনিষ্ঠ চক্রই পৌঁছাতে দেয় না।

এই যে শিলিগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দুই দিনাজপুরেতে ধিক্কৃত নেতারা যা খুশি করে যাচ্ছেন, ভালো লোকদের কাজ করতে দিচ্ছেন না, অসততা ধরার পরেও শাস্তি দিতে ব্যর্থ, বিধায়ককে তাড়া করছে মানুষ-- এ সব খবর কি মমতার কাছে পৌঁছেছে? মনে হয় না। মমতার নিজের চক্রের লোকেরা এসব খবর পৌঁছাতে দেবেন না। নেহাত বিরোধীরা শতচ্ছিন্ন, তাই তৃণমূল এখনও দাঁড়িয়ে। মমতারও ব্যর্থতা, তিনি নিজে সরাসরি খবর নেওয়ার খিদে হারিয়েছেন। হাসিনার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখা গিয়েছিল।

বহু আগে একবার লিখেছিলাম, পুনরাবৃত্তি হয়ে যাবে বলেও আবার লিখছি--বাংলাদেশের চূড়ান্ত অস্থিরতার প্রভাব এই বাংলার নির্বাচনেও পড়বে। দুর্গাপুজোয় এবার কী থিম বাংলা কাঁপাবে, স্পষ্ট নয়। তবে আপাতদৃষ্টিতে বাংলার নির্বাচনের থিম এই মুহূর্তে বাঙালিয়ানা এবং হিন্দুত্ব। জোড়াফুল জোর দিচ্ছে বাঙালিয়ানায়, পদ্মফুল জোর দিচ্ছে হিন্দুত্বে। এখানে বাংলাদেশকে অস্বীকার করবেন কী করে?

ইতিমধ্যেই এই বাংলার দুটো প্রধান দল যে ইস্যুতে জোর দিচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে সীমান্তে তুমুল বিশৃঙ্খলা, বেআইনি অনুপ্রবেশকারী, বাংলাদেশি ভেবে বাঙালিকে হেনস্তা করা, বাংলাদেশিদের এখানে এসে ভোটার হয়ে ওঠা, এক একটা মহল্লায় বাংলাদেশিদের চলে আসা, বিএসএফের নিষ্ক্রিয়তা, সীমান্ত এলাকায় নেতাদের টাকা নিয়ে আধার কার্ড করা, এপার বাংলার লোকদেরই সীমান্তে বিএসএফের পুশব্যাক করে দেওয়া।

সবকিছুর মধ্যেই দেখুন, বাংলাদেশ কোনও না কোনওভাবে জড়িয়ে। উন্নয়ন, দুর্নীতি, সিন্ডিকেট, কেন্দ্রের বঞ্চনা, গণতন্ত্রের সংহার-- সব বহুদিন অনেক পিছনে চলে গিয়েছে রাতারাতি।

দুই বাংলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে মিল অনেক। সাম্প্রদায়িকতাকে দুই নেত্রীই বহু চেষ্টায় বশে আনতে পারেননি। পদ্মাপারে ক্রমবর্ধমান উগ্র মুসলিমবাদের জামায়েতে। গঙ্গাপারে উগ্র হিন্দুত্ববাদের বিজেপি। ওপারেও কমিউনিস্টরা দিশেহারা। কাকে বাছবে? হাসিনাকে তাড়ানোর জন্য উগ্র মুসলিমদের সমর্থন করতে গিয়ে, দেশের কি আরও ক্ষতি হয়ে গেল না? উত্তর খুঁজে মরছে।

এপারেরও বামপন্থীরা একইভাবে উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে রাজ্যে। দলে একমত নয় কেউ। জাতীয় স্তরে কেরল বাদে বামপন্থীদের ততটা সংশয় নেই। বিজেপিকে দূরে রাখতে তারা কেরল বাদে সর্বত্র কংগ্রেসের হাত ধরতে তৈরি। এই বাংলায় দ্বিধায় খানখান।

বাঙালিদের ভিনরাজ্যে হেনস্তা নিয়ে রাজ্য সম্পাদক সেলিম এক কথা বলছেন। আবার তাঁদের প্রধান মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে অন্য কথা বলা হচ্ছে। রাজ্যে সিপিএমের বিশৃঙ্খলা মনে করিয়ে দিচ্ছে বিজেপির চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে। দুটো পার্টিতেই টিভিতে বলার জন্য কিছু লোক বসে আছেন। তাঁরাই বলবেন। আর কাউকে বলতে দেবেন না। এঁরা আবার কাউন্সিলারের ভোটে দাঁড়ালেও জিততে পারবেন না। সংগঠন শূন্য। তৃণমূল এখানেই অনেকটা এগিয়ে। হাসিনার যোগ্য বিকল্প যেমন বাংলাদেশ এক বছরেও খুঁজে পায়নি, এখানে মমতার বিকল্পও পায়নি বিরোধীরা। প্রধান বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কথার উগ্রতা ওপারের জামায়াতে নেতার উগ্রতার ভাষা মনে করায়।

অবশ্য আপনি বলতে পারেন, সে তো বাংলাদেশেও এক বছর আগে আওয়ামী লিগের সংগঠন অনেক বেশি ভালো ছিল বিএনপি বা জামায়াতের তুলনায়। সে তো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল পুলিশ-প্রশাসন হাতে থাকার পরেও।

পদ্মা-মেঘনার দেশে আজ সংবাদমাধ্যমে আসল খবর পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। সব সংবাদমাধ্যমেই ইউনূস সরকারের পছন্দের খবর ছাপতে হচ্ছে, বলতে হচ্ছে। গোপালগঞ্জে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটল, তার প্রতিফলন পাবেন না কাগজে-টিভিতে। বরং সব জায়গায় খবর শুনে মনে হবে, আওয়ামী সমর্থকরাই জঙ্গিবাহিনী। সরকার বলে দিয়েছে, আওয়ামী লিগ সংক্রান্ত কোনও খবর ছাপানো যাবে না। জাতীয় পতাকা বিক্রি করা তরুণকেও সেখানে ইউনূসের পুলিশ পেটায়। আওয়ামী সমর্থককে গুলি করে মারে অকারণ। ইউটিউব, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের খবর শুনেও আসল সত্য পাওয়া কঠিন। কেউ এ পক্ষের খবর দেবে, কেউ ও পক্ষের।

গঙ্গা-তিস্তার রাজ্যেও অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম একেবারে আড়াআড়ি বিভক্ত। কেউ তৃণমূলের কথাই তুলে ধরে, কেউ বিজেপির। টিভি দেখলে, শুনলে বোঝা যায়, কে কোন দলের সমর্থক। বিভিন্ন জেলায় সব পার্টির বড় মেজো সেজো ছোট নেতারা নিজস্ব ইউটিউব ও ফেসবুক লাইভ বাহিনী নামিয়ে ফেলেছেন নিজস্ব প্রচারের জন্য।

দুই বাংলাতেই বৃষ্টির সময় এখন। সবুজের সময়। দু'চোখ জুড়িয়ে যাওয়া সবুজ। যতদূর চোখ যায় সবুজ শস্যক্ষেত্র। শুধু দু'পারের উগ্র, রক্তঝরানো রাজনীতিই মানুষের মনকে সবুজ থাকতে দিচ্ছে না আর।

আজ

১৮৬৩

আজকের দিনে জন্মেছিলেন গীতিকার-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

১৮৯৯

সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

আলোচিত

তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে তৃণমূল যাবতীয় সীমা পার করে গিয়েছে। আজ যখন ওদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে গিয়েছে, তখন তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে ওকালতি করছে। আমি সাফ বলে দিচ্ছি, যাঁরা ভারতের নাগরিক নন, দেশের সংবিধান অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করা হবে।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

এআই দিয়ে তৈরি জন্মদিন পালনের একটি ভিডিও ভাইরাল। নেটিজেনদের বক্তব্য, কোনও ভারতীয় মধ্যবিত্ত পরিবারে দুটো কেক কাটা হয় না। নেই পায়েসও। একটি বাচ্চা আবার এক হাতে তালি বাজাচ্ছে। এ নিয়ে বিতর্ক।

ভাইরাল/২

নদীতে হাতমুখ ধুচ্ছেন এক তরুণী। আর তাঁকে পাহারা দিচ্ছে তিনটি হাতি। তরুণী যাতে জলে পড়ে না যান, সেজন্য শুঁড় দিয়ে আগলে রেখেছে তারা। অনুমান করা যায়, ওই তরুণী হাতির মাহুত।

উত্তরের পাঁচালি

বিস্মৃত গেট

কোচবিহারের প্রাণকেন্দ্র সাগরদিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দেবীবাড়ির দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার দু'পাশে দেখতে পাওয়া যায় এই স্থাপত্যকে। এটা রাজবাড়ির ছোট গেট হিসেবেই পরিচিত। রাজপ্রাসাদে প্রবেশের জন্য দুটো পথ রয়েছে। একটি কেশব রোড দিয়ে প্রধান প্রবেশপথ। যা সকলেরই জানা। আর যেটি অনেকেরই অজানা, তা হল পেছনের দিকেও একটি পথ রয়েছে। অবশ্য এখন সাধারণ মানুষ এই পথে রাজবাড়িতে যায় না। তবে শোনা যায়, রাজ আমলে এই পথে যাতায়াতে কঠোর বিধিনিষেধ ছিল। এই পথে ছিল একটি বড় গেট। যার একটি অংশ এখনও রয়েছে। গেটের দুটি স্তম্ভের পাশাপাশি প্রহরীদের থাকার একটি ছোট ঘরও রয়েছে। কয়েকবছর আগে এই গেটের দুটি স্তম্ভের মধ্যে একটি লরির ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য পরবর্তীতে তা মেরামত করা হয়। রাজার শহর কোচবিহারের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে রাজ ঐতিহ্য। বড় বড় স্থাপত্যের পাশাপাশি রাস্তার পাশের এই ছোট স্থাপত্যগুলিও নজর কাড়ে বহু মানুষের। শহরের প্রচারের স্বার্থে এমন বিষয়-গুলিকে যাতে বেশি করে সবার সামনে তুলে ধরা হয় সেজন্য দাবি জোরালো হতে শুরু করেছে।

আজও স্বতন্ত্র।। কোচবিহার রাজবাড়িতে ঢোকার পিছনের গেট।

-শিবশংকর সূত্রধর

বাধা এড়িয়ে

উজ্জ্বল।। প্রভাব দেবনাথ

রায়গঞ্জের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া প্রভাব দেবনাথ এখন রীতিমতো এক 'সেলেব্রিটি'ই বটে। ছোটবেলা থেকেই গানবাজনার সঙ্গে প্রভাবের সম্পর্ক। তবলাবাদক বাবা প্রণব দেবনাথের কাছ থেকে আসে প্রথম অনুপ্রেরণা। তবে বয়ঃসন্ধিকালে গানের গলায় দেখা দেয় সমস্যা। নিজের জগতে অবাধ বিচরণে রাস্তা দেখায় ইউটিউব। এই সূত্রেই মেলোডিকা যন্ত্রটির খোঁজ পাওয়া। ছেলের আবদারে বাবা তা কিনে দেন। মেলোডিকা হল একটি হ্যান্ডহেল্ড ফ্রি-রিড যন্ত্র যা দেখতে হারমোনিকার মতো। এটির উপরে একটি কিবোর্ড থাকে। বাদ্যযন্ত্রটি ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। সেই শুরু। মেলোডিকায় প্রভাবের তোলা সুর সবার সাবাসি কুড়োতে থাকে। পরে বাবার কাছ থেকে তার আরও একটি ভালো বাদ্যযন্ত্র পাওয়া। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণের সরস্বতীপুজোয় প্রথম অনুষ্ঠানে মেলোডিকা বাজানোর অভিজ্ঞতা। ধীরে ধীরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাক আসতে শুরু করে। নিজেকে উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় প্রভাব। কিশোরকুমার বা অরিজিৎ সিংয়ের গান সে অনায়াসে মেলোডিকায় তোলে। অবাক করার মতো বিষয় বলতে এই যন্ত্র কীভাবে বাজাতে হয় সেটা কেউ তাকে শেখায়নি। ইন্টারনেটের সাহায্যেই প্রভাব নিজেই শিখেছে। খুদের উপলব্ধি, 'ইচ্ছে থাকলে কোনও বাধাই বাধা নয়।'

-সুকুমার বাড়ই

স্টারলিংকে আলোর পথ নাকি নতুন বৈষম্য?

ভরতুকি প্রকল্প, কমিউনিটি ইন্টারনেট হাব স্থাপন, ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে এই প্রযুক্তিকে পুরোমাত্রায় ব্যবহার সম্ভব।

রুদ্র সান্যাল

আজকের ভারতে ডিজিটাল প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি স্তরে মিশে গিয়েছে। স্মার্টফোন থেকে শুরু করে অনলাইন পেমেন্ট, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্যসেবা– সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ছোঁয়া। কিন্তু এই আপাত ঝলমলে ডিজিটাল দৃশ্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক গভীর সত্য : ডিজিটাল বিভাজন। ভারত বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল ডিজিটাল অর্থনীতিগুলির মধ্যে একটি হলেও, এই অগ্রগতি সমাজের সমস্ত স্তরে সমানভাবে পৌঁছায়নি। শহর আর গ্রামের মধ্যে, ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে, এমনকি লিঙ্গ ও শিক্ষার ভিত্তিতেও এই বিভাজন আজও প্রকট।

ভারতে ডিজিটাল বিভাজনের মূল কারণগুলি বেশ জটিল। আর্থিক অক্ষমতা একটি প্রধান কারণ; দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষের পক্ষে ডিজিটাল সরঞ্জাম বা ইন্টারনেট পরিষেবার খরচ বহন করা কঠিন। পরিকাঠামোগত অভাবও একটি বড় বাধা, কারণ অনেক প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে আজও স্থিতিশীল ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছায়নি। এছাড়া, ডিজিটাল সাক্ষরতার অভাব এবং লিঙ্গবৈষম্যও এই বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময় অনলাইন শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ব্যাপকতা এই বিভাজনকে নতুন মাত্রায় প্রকাশ করেছিল।

এই পরিস্থিতিতে এলন মাস্কের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা 'স্টারলিংক' ভারতে আসার অনুমতি পাওয়ায় অনেকেই আশার আলো দেখছেন। স্টারলিংক তার লো-আর্থ অরবিট স্যাটেলাইটগুলির মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে, এমনকি দুর্গম অঞ্চলেও উচ্চগতির ইন্টারনেট পরিষেবা দিতে সক্ষম। এর অর্থ হল, যেখানে ফাইবার অপটিক বা মোবাইল টাওয়ারের মতো প্রচলিত পরিকাঠামো পৌঁছানো কঠিন বা ব্যয়বহুল, সেখানেও স্টারলিংক নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সরবরাহ করতে পারবে। এটি প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ছোট ব্যবসার জন্য একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক সুযোগের দুয়ার খুলে দেবে।

এআই

তবে, স্টারলিংকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ডিজিটাল বিভাজন পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন থেকে যায়। স্টারলিংকের পরিষেবা গ্রহণ করতে হলে প্রাথমিকভাবে একটি স্যাটেলাইট ডিশ এবং অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য আনুমানিক এককালীন ৩০ থেকে ৩৩ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। এর পাশাপাশি, মাসিক সাবস্ক্রিপশন ফি-ও (প্রায় তিন হাজার টাকা) সাধারণ একজন ভারতীয় পরিবারের জন্য বেশ ব্যয়বহুল। যদি সরকার বা বেসরকারি সংস্থাগুলি ভরতুকি না দেয়, তাহলে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে এই পরিষেবা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভরতুকি প্রকল্প, কমিউনিটি ইন্টারনেট হাব স্থাপন এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়ানোর উদ্যোগ স্টারলিংকের মতো প্রযুক্তির পূর্ণ সম্ভাবনা উন্মোচন করতে পারে। স্রেফ প্রযুক্তির উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়, তা যেন সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে সহজলভ্য ও ব্যবহারযোগ্য হয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি। সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমেই ভারত সত্যিকারের অর্থে ডিজিটাল বিভাজন দূর করে এক সমতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়তে পারবে। শুধু স্যাটেলাইট ইন্টারনেট নয়, সাশ্রয়ী স্মার্টফোন, স্থানীয় ভাষায় ডিজিটাল কনটেন্টের সহজলভ্যতা এবং সরকারি পরিষেবাগুলিকে আরও সরল ও সহজে ব্যবহারযোগ্য করা– এই সবকিছু মিলিয়েই ডিজিটাল ভারতের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। স্টারলিংক এক নতুন সম্ভাবনার জানলা খুলছে ঠিকই, কিন্তু সেই জানলায় যাতে আলো ঢুকে সবার ঘরে পৌঁছাতে পারে তার জন্য প্রয়োজন সমবেত উদ্যোগ।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৯৬

পাশাপাশি : ১। কৌশল, চালাকি, শঠতা, কাপড়ের উপর নকশার কাজ ৩। স্ফূর্তিহীনতা, দুঃখ, আশাভঙ্গজনিত খেদ ৫। মালার মতো গ্রথিত ঢেউয়ের পরে ঢেউ ৭। নব্বই সংখ্যা ৯। মহামারি ১১। চৌষট্টি কলায় পারদর্শী অর্থাৎ নৃত্যগীতাদিতে পারদর্শী ১৪। পুরাণোক্ত রাজাবিশেষ, পৌরাণিক অরণ্যবিশেষ ১৫। নাম ও ঠিকানা।

উপর-নীচ : ১। সহজাত বুদ্ধি অনুযায়ী বিচারের ক্ষমতা ২। কাঁচা মাংস ৩। পাখি ৪। দশ ফোঁটার তাস ৬। বাঁদরের তুল্য ৮। দশ মহাবিদ্যার রূপবিশেষ, দুর্গা ১০। অল্পের উপর, একটু-আধটু ১১। স্বর্ণকার, স্যাকরা ১২। দেহাভ্যন্তরে শ্বাসরোধরূপ যৌগিক প্রক্রিয়াবিশেষ ১৩। সুন্দরী নারী, পত্নী।

সমাধান ■ ৪১৯৫

পাশাপাশি : ১। জড়িমা ৩। ধপ ৫। নড়ি ৬। চাটিম ৮। তকলি ১০। ঘণ্টিকা ১২। ঘরামি ১৪। কাগ ১৫। বপু ১৬। মতন।

উপর-নীচ : ১। জহরত ২। মানকলি ৪। পর্কটি ৭। মঞ্জু ৯। মাঘ ১০। ঘনাগম ১১। কাত্যায়ন ১৩। রাজীব।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আজ ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে অভিষেক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। তার আগে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে শনিবার বৈঠকে বসছে ইন্ডিয়া জোট। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে ওই বৈঠক বসবে। তবে তৃণমূল, সপা, শিবসেনা (ইউবিটি) ভার্চুয়ালি ওই বৈঠকে হাজির থাকবে বলে জানা গিয়েছে। অপরদিকে কংগ্রেসের থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে ইন্ডিয়া বৈঠকে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ। দিল্লি বিধানসভা ভোটে হারের পর থেকেই কংগ্রেসের থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে ঝাড়ুবাহিনী। গত বছর লোকসভা ভোটের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক বসছে। কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত ওই বৈঠকে সংসদের বাদল অধিবেশনে

যোগ দেবে না আপ

বিরোধী শিবিরের কৌশল এবং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

বৈঠকে মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির পাশাপাশি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব, শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে। তবে সোমবার যেহেতু তৃণমূলের একুশে জুলাই কর্মসূচি রয়েছে সেই কারণে ভার্চুয়ালি শনিবারের বৈঠকে যোগ দেবেন অভিষেক।

ইন্ডিয়া জোটে থাকলেও পৃথক জিঞ্জার গোষ্ঠী গঠনের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল তৃণমূল। সেই কারণে কংগ্রেসের থেকে সর্বভারতীয়স্তরে দূরত্বও বাড়িয়েছিল জোড়াফুল শিবির। কিন্তু এবারের বৈঠকে অভিষেকের যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তে সেই অবস্থান বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

সূত্রের খবর, বৈঠকে বিহারে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি কথা হবে পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তে অগ্রগতির অভাব, পাকিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষ বিরতি ও অপারেশন সিঁদুর আচমকা বন্ধ করা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বারংবার দাবি নিয়েও।

ময়নাতদন্ত ছাড়াই মৃতদেহ হস্তান্তর

গোপালগঞ্জ তপ্তই, গ্রেপ্তার মোট ১৬৪

ঢাকা, ১৮ জুলাই : জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তপ্ত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান এবং ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জেলা গোপালগঞ্জ। এনসিপি নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে সেনা-পুলিশের গুলিতে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। গুরুতর আহত ৫০-এর বেশি। তারপর থেকে জেলাজুড়ে জারি হয়েছে কার্ফিউ। শুক্রবারও গোপালগঞ্জের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। এদিন আরও একজন গুরুতর আহতের হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫ হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের খোঁজে জেলাজুড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনাবাহিনী।

শুক্রবার রাত পর্যন্ত ১৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের অধিকাংশের গ্রেপ্তারির পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও কাউকে আদালতে পেশ করা হয়নি বলে অভিযোগ। আওয়ামী লিগ, ছাত্র লিগ এবং যুবলিগের ৭৫ জন নেতা-কর্মী সহ কয়েকশো অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। প্রশ্ন

গোপালগঞ্জের রাস্তায় সেনার সাঁজোয়া গাড়ি। শুক্রবার।

উঠেছে পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে। মৃতদের আত্মীয়দের অভিযোগ, নিয়মমাফিক ময়নাতদন্ত না করেই তাঁদের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে। বিনা ময়নাতদন্তেই দেহগুলি কবরস্থ করা হয়েছে।

বুধবার সেনা, নাকি পুলিশ কোন বাহিনীর গুলিতে বিক্ষোভকারীদের প্রাণ গিয়েছে সেই তথ্য যাতে প্রকাশ্যে না আসে তা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ময়নাতদন্তে রাজি হননি বলে আত্মীয়দের অভিযোগ। অন্যদিকে, হাসপাতাল এবং স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকদের দাবি, মৃতদের আত্মীয়রাই জোর করে হাসপাতাল থেকে দেহ নিয়ে গিয়েছেন। ফলে ময়নাতদন্তের সুযোগ মেলেনি। কিন্তু বুধবারের পর গোপালগঞ্জে কার্ফিউ জারি রয়েছে। কয়েক হাজার নিরাপত্তাকর্মীকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মৃতদের আত্মীয়রা কীভাবে দেহ নিয়ে চলে যেতে পারলেন সেই প্রশ্ন উঠেছে।

দিল্লি এসে দিলীপের মুখে হঠাৎ লাগাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : সাংবাদিকদের যে কোনও প্রশ্নে সবসময় সাবলীল। চাঁছাছোলা উত্তর দিতে সিদ্ধহস্ত বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ হঠাৎ-ই মৌন।

একদিকে যখন দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভায় শমীক, শুভেন্দু, সুকান্তরা মঞ্চ ভাগ করে নিচ্ছেন, তখন দিল্লিতে কার্যত একা দিলীপ। একদা রাজ্য বিজেপির 'সফল' সেনাপতির এমন কোণঠাসা অবস্থা কি নিছক কাকতালীয়? নাকি কোনও সুপরিকল্পিত বার্তা? বৃহস্পতিবার দিল্লিতে জেপি নাড্ডার বাসভবনে প্রায় ৫০ মিনিট বৈঠকের পর গাড়িতে বেরিয়ে গেলেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিলেন না তিনি। কাচ নামিয়ে শুধু বললেন, 'কিছু বলব না। খুব ভালো গল্প হয়েছে।' তবে কি দিলীপ ঘোষকে 'মৌনব্রত' পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? নাকি এর পিছনে রয়েছে বড় কোনও দলীয় সমঝোতা?

বৃহস্পতিবার দু'দফায় চেষ্টা করে জেপি নাড্ডার দেখা পান

নাড্ডার সঙ্গে ৫০ মিনিট বৈঠক

দিলীপ। সূত্রের দাবি, দিল্লিতে নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকে দিলীপকে সতর্ক করা হয়েছে। তাঁর সাম্প্রতিক কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'সৌজন্য সাক্ষাৎ', সব মিলিয়ে বিজেপির একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এদিন শীর্ষনেতৃত্বের তরফে তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এসব আর বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতে আরও সংযত হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে দিলীপও দলে তাঁকে কোণঠাসা করার জন্য কয়েকজনের নামে নাড্ডার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন বলে সূত্রের দাবি।

এই মুহূর্তে দিলীপ ঘোষের কোনও সাংগঠনিক পদ নেই, নেই কোনও সরকারি দায়িত্ব। একসময় যিনি বাংলার রাজনীতিতে দলের মুখ ছিলেন, আজ তিনি কার্যত পর্দার আড়ালে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, শমীক ভট্টাচার্য সভাপতি হওয়ার পর দিলীপের ফের সক্রিয় রাজনীতিতে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

চোখ যখন কথা বলে...

শুক্রবার অমরনাথ যাত্রার জন্য অপেক্ষায়।

পাকিস্তানে অবাধ বিচরণ মাসুদের

টিআরএফ-কে জঙ্গি সংগঠন তকমা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে নিরীহ পর্যটকদের খুনের ঘটনায় যুক্ত পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)-কে বিদেশি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করল আমেরিকা। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন হিসাবে কাশ্মীর উপত্যকায় সক্রিয় রয়েছে টিআরএফ। পহলগাম হত্যাকাণ্ডের পর সামাজিক মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে দায় স্বীকার করেছিল তারা। পরে অবশ্য বিবৃতিটি মুছে ফেলা হয়। সেই হামলার জবাবে পাকিস্তানে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করতে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল ভারত। টিআরএফ-কে আমেরিকার নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত ভারতের বড় কূটনৈতিক সাফল্য।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও বলেন, 'আজ আমাদের মন্ত্রক টিআরএফ-কে বিদেশি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এবং বিশেষ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তালিকায় শামিল করেছে। পহলগাম হামলার ঘটনায় পদক্ষেপের যে আশ্বাস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দিয়েছিলেন, এই পদক্ষেপ তার ধারাবাহিকতায় করা হয়েছে।' ট্রাম্প সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, 'ভারত-মার্কিন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সহযোগিতার

> লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন টিআরএফ-কে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন এবং বিশেষ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য মার্কো রুবিও এবং মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের প্রশংসা করছি।
>
> **এস জয়শঙ্কর**

একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হচ্ছে এই পদক্ষেপ। লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন টিআরএফ-কে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন এবং বিশেষ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য মার্কো রুবিও এবং মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের প্রশংসা করছি। টিআরএফ ২২ এপ্রিল পহলগাম হামলার দায় স্বীকার করেছে। সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য সহনশীলতা।'

ঘটনাচক্রে এদিনই পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে ভারতে হামলা চালানো অপর জঙ্গিগোষ্ঠী জৈশ-ই-মহম্মদের নেতা মাসুদ আজহারের অবস্থান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রে দাবি, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) অন্তর্গত গিলগিট বালটিস্তানের স্কার্দুতে লুকিয়ে রয়েছে মাসুদ। অপারেশন সিঁদুরের শুরুতেই পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত বাহাওয়ালপুরে জৈশের প্রধান ২টি ঘাঁটি ধ্বংস করেছিল ভারতীয় সেনা। তার একটি হল জামিয়া সুভানআল্লা এবং অন্যটি জামিয়া উসমান আলি। ওই হামলা থেকে মাসুদ কোনওক্রমে বেঁচে গেলেও তার বেশ কয়েকজন আত্মীয় ও সহযোগীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি এই জঙ্গি নেতাকে। সম্প্রতি যে স্কার্দুতে তাকে দেখা গিয়েছে, সেখান থেকে বাহাওয়ালপুরের দূরত্ব হাজার কিলোমিটারের বেশি। পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ড ছেড়ে ভারত সীমান্ত ঘেঁষা পিওকে-তে মাসুদের আশ্রয় নেওয়া ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে।

বাবাকে বেঁধে তাজ দর্শন

লখনউ, ১৮ জুলাই : এক অমানবিকতার সাক্ষী হলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। তাঁদের তৎপরতায় শেষরক্ষা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাজমহলের পশ্চিম গেটের পার্কিংয়ে দাঁড় করানো একটি গাড়ির ভিতরে এক বৃদ্ধকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখে চমকে যান নিরাপত্তাকর্মীরা। তাঁরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, বৃদ্ধ অথর্ব হওয়ায় পরিজনেরা তাঁকে গাড়ির ভিতর ওই অবস্থায় রেখে তাজমহল দেখতে গিয়েছেন। গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি। নিরাপত্তারক্ষীরা শেষপর্যন্ত গাড়ির কাঁচ ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করেন। ডিসিপি জানিয়েছেন, ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালেও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি।

অভিযুক্তকে সমর্থন ছাত্রদের একাংশের

ভুবনেশ্বর, ১৮ জুলাই : ফকির মোহন কলেজে ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত অধ্যাপক সমীররঞ্জন সাহুর সমর্থনে নেমেছিল কলেজপড়ুয়াদেরই একাংশ। যে পড়ুয়া যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়েছিলেন, তাঁর সাসপেনশনের দাবিও জানিয়েছিলেন ওই পড়ুয়ারা। ১ জুলাই ৭১ জন পড়ুয়া কলেজ কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে নির্যাতিতা পড়ুয়ার যাবতীয় অভিযোগ খণ্ডন করার পাশাপাশি ছাত্র সংগঠনগুলির কার্যকলাপের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। অভিযুক্ত অধ্যাপকই ওই পড়ুয়াদের তাঁর সমর্থনে একজোট করেছিলেন। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত অধ্যাপক ও কলেজ অধ্যক্ষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু ওই চিঠি থেকে স্পষ্ট, অভিযুক্ত নিজেকে আড়াল করতে পড়ুয়াদেরও ঢাল করেছিলেন। নির্যাতিতার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু দাবি করেছে, সাহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পর থেকেই বিজেডি ও কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের তরফে নির্যাতিতাকে মুখ বন্ধ করার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। ছাত্র রাজনীতির বিষাক্ত পরিবেশ ও সামাজিক মাধ্যমে লাগাতার প্রচারের কারণেই নিজের গায়ে আগুন লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নির্যাতিতা।

কিস ক্যামে পরকীয়া ফাঁস, মুখ ঢাকলেন মার্কিন আইটি কর্তা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে' দশা এখন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা অ্যাস্ট্রোনমারের সিইও অ্যান্ডি বায়রন ও তাঁর গুপ্ত প্রেমিকা ক্রিস্টিন ক্যাবটের! গত বুধবার ব্রিটিশ রকব্যান্ড কোল্ডপ্লের এক কনসার্টে অ্যান্ডি গিয়েছিলেন নিজেরই সংস্থার মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ক্রিস্টিনকে সঙ্গে নিয়ে। তবে গোপন প্রেমের সম্পর্কের কথা যে এভাবে সকলের সামনে ফাঁস হয়ে যাবে কিস ক্যামে, তা তাঁদের কষ্টকল্পনাতেও ছিল না। কোল্ডপ্লের উদ্দাম সংগীতের মাঝেই 'কিস ক্যাম' হঠাৎ ঘুরে গিয়ে ধরে ফেলে তাঁদের দু'জনকে। মুহূর্তে সেই দৃশ্য ফুটে ওঠে প্রেক্ষাগৃহের বড় পর্দায়। তাতে দেখা যায়, ক্রিস্টিনকে পিছন থেকে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে গান শুনছেন অ্যান্ডি। ক্রিস্টিনও হাসিমুখে ভালোবাসায় ডুবে রয়েছেন প্রবল সম্মতিতে।

ক্যামেরায় ধরা পড়া দৃশ্যটি হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহের বড় পর্দায় ভেসে উঠতেই প্রাথমিকভাবে হকচকিয়ে যান ওই যুগল। তারপর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট পাখির মতো ছিটকে সরে যান একে অপরের থেকে। ক্রিস্টিন ক্যামেরার লেন্স থেকে মুখ ঘুরিয়ে আড়াল করেন নিজেকে। আর বিব্রত অ্যান্ডিকে দেখা যায় মাথা নীচু করে বসে পড়তে। তাঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসতে থাকেন আশপাশে থাকা তরুণতরুণীরা।

ঘটনাচক্রে পর্দার দৃশ্য নজর এড়ায়নি কোল্ডপ্লের গায়ক ক্রিস মার্টিনেরও। তিনি কিছু না বুঝেই মজার ছলে মাইকে ঘোষণার ঢঙে বলে ওঠেন, 'ও...! ওরা হয় খুব লাজুক, নয়তো লুকিয়ে প্রেম করছে!' পরে আরেকটি ভিডিওতে মার্টিনকে বলতে শোনা যায়, 'আশা করি, আমরা কোনও ভুল করিনি!'

কনসার্টের ওই মুহূর্তের ভিডিওটি নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। 'বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন' আরও জোরালো হয় যখন দেখা যায় অ্যান্ডির স্ত্রী মেগান কেরিগান নিজের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে স্বামীর পদবি মুছে দিয়েছেন। মেগান একটি স্কুলের অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর এবং দুটি ফুটফুটে সন্তানও আছে তাঁদের।

২০২৩ সালে অ্যাস্ট্রোনমারের সিইও হন অ্যান্ডি। ২০২৪ সালের নভেম্বরে সংস্থায় যোগ দেন ক্রিস্টিন। নিয়োগের পরই লিংকডিনে একটি পোস্টে তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে সংস্থার সিইও লেখেন, 'আমার বিশ্বাস, প্রতিভাবান ক্রিস্টিনের নেতৃত্ব আর প্রশাসনিক দক্ষতা আমাদের কোম্পানিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে!' কিন্তু সর্বসমক্ষে ডুবে ডুবে জল খাওয়া ধরা পড়তেই সেই পোস্ট অ্যান্ডি মুছে দেন। সেখানেই না থেমে তিনি তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন

নিজের লিংকডিন প্রোফাইলেও। অ্যান্ডির প্রোফাইল খুঁজতে গেলেই সেখানে একটি লেখা ভেসে উঠছে, 'দিস পেজ ডাজ নট এক্সিস্ট। প্লিজ চেক ইয়োর ইউআরএল অর...।'

লালুর বিচার স্থগিতের আর্জি নাকচ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : চাকরির বিনিময়ে জমি কেলেঙ্কারি মামলায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতের বিচার স্থগিত রাখতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি এমএম সুন্দ্রেশ ও বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিং-এর বেঞ্চ শুক্রবার একথা জানিয়েছে। অন্যদিকে, সিবিআই-এর এফআইআর বাতিলের জন্য লালুর আবেদনের শুনানি দিল্লি হাইকোর্টকে দ্রুত করার অনুরোধ জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। এফআইআর বাতিলের জন্য দিল্লি হাইকোর্ট সিবিআইকে নোটিশও জারি করেছে। শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ১২ অগাস্ট। তবে শুনানির সময় প্রবীণ আরজেডি নেতাকে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে না। এবিষয়ে তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

কেলভিনেটর অধিগ্রহণ করল রিলায়েন্স

মুম্বই, ১৮ জুলাই : ভারতে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম তৈরির পথিকৃৎ কেলভিনেটর। ৭০-৮০'র দশক থেকে রেফ্রিজারেটর ব্যবসায় সামনের সারিতে রয়েছে কেলভিনেটর ব্র্যান্ড। এবার সেই কেলভিনেটরকে অধিগ্রহণ করল রিলায়েন্স রিটেল ভেঞ্চার্স লিমিটেড। বর্তমানে দেশব্যাপী বিস্তৃত রিটেল চেনগুলির অন্যতম হচ্ছে রিলায়েন্স রিটেল। বৈদ্যুতিন পণ্য, মুদির জিনিসপত্র থেকে শুরু করে পোশাক, নানা ধরণের পণ্য বিক্রির জন্য সংস্থাটির ১৯,৩৪০টি বিপণি রয়েছে। আছে ডিজিটাল কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা। এমন একটি সংস্থার পরিচালনায় কেলভিনেটর ব্র্যান্ডের পণ্য বিপণনের দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রিলায়েন্স রিটেলের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর ইশা আম্বানি বলেন, 'কেলভিনেটর অধিগ্রহণ একটি বিশেষ মুহূর্তকে চিহ্নিত করছে। এটি আন্তর্জাতিক মানের উদ্ভাবনকে ভারতীয় গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।'

আর্থিক জালিয়াতি, ধৃত বাঘেল-পুত্র

রায়পুর, ১৮ জুলাই : আবগারি দুর্নীতি এবং আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের পুত্র চৈতন্য বাঘেলকে গ্রেপ্তার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডির হাতে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বাঘেলের ছেলের গ্রেপ্তারি রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন টানাপোড়েনের সূচনা করেছে। শুক্রবার সকালে ভিলাইয়ে ভূপেশ বাঘেলের বাড়িতে তল্লাশি শুরু করে ইডির তদন্তকারীদের একটি দল। দীর্ঘ তল্লাশির পর চৈতন্য বাঘেলকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সেই খবর ছড়াতেই বাঘেলের বাড়ির বাইরে জড়ো হতে শুরু করেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। ছত্তিশগড় বিধানসভাতেও বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস বিধায়করা।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কোনওভাবে বাঘেল-পুত্রকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যায় ইডি। ঘটনাচক্রে শুক্রবারই ছিল তাঁর জন্মদিন। ছেলের গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র-রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন ভূপেশ বাঘেল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে নিশানা করে তিনি বলেন, 'ইডিকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়েছেন মোদি, শা। তবে এই ভাবে আমাদের ভয় দেখানো যাবে না। আমরা কিছুতেই ঝুঁকব না। ভূপেশ বাঘেল ভয় পায় না। সত্যের জন্য আমাদের লড়াই জারি থাকবে।'

> ইডিকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়েছেন মোদি, শা। তবে এই ভাবে আমাদের ভয় দেখানো যাবে না। আমরা কিছুতেই ঝুঁকব না। ভূপেশ বাঘেল ভয় পায় না। সত্যের জন্য আমাদের লড়াই জারি থাকবে।
>
> **ভূপেশ বাঘেল**

বিরোধীদের চাপে ফেলতে বিজেপি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করতে গিয়ে বিহারে আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রসঙ্গ টেনে আনেন বাঘেল। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বলেন, 'নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিহারের ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হচ্ছে। আবার বিরোধীদের কোণঠাসা করতে ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তরকে কাজে লাগানো হচ্ছে। সবাই এটা বুঝতে পারছেন।' এদিন রাজ্য বিধানসভায় আদানিদের খনি প্রকল্পের জন্য বিরাট এলাকায় জঙ্গল ধ্বংস করার বিষয়টি তোলার পরিকল্পনা করেছিল কংগ্রেস। সেই উদ্যোগ ভেস্তে দিতেই তাঁর বাড়িতে ইডি হানা দিয়েছে বলে দাবি করেছেন বাঘেল।

প্রতিহিংসা চলছে, ভদরার পাশে রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : ভগ্নীপতি রবার্ট ভদরার বিরুদ্ধে ইডির চার্জশিটের জবাবে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শুক্রবার এক্সে তাঁর তোপ, 'গত ১০ বছর ধরেই আমার ভগ্নীপতির বিরুদ্ধে এই সরকার প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। সেই প্রতিহিংসা যে এখনও জারি রয়েছে, তার প্রমাণ হল এই চার্জশিট। আমি রবার্ট, প্রিয়াংকা এবং ওঁদের ছেলেমেয়েদের পাশে আছি। কারণ, তাঁদের আবারও অবমাননাকর, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ এবং হেনস্তা করা হচ্ছে।' গুরুগ্রামের একটি জমি দুর্নীতির মামলায় বৃহস্পতিবার রবার্ট ভদরার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি। তার আগে বুধবার কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার স্বামীর ৩৭ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল তদন্তকারী সংস্থা। দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত অবশ্য এখনও পর্যন্ত ওই চার্জশিট গ্রহণ করেনি। রাহুল বলেছেন, 'আমি জানি ওঁরা এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো দৃঢ়চেতা এবং সাহসী। শেষপর্যন্ত সত্য উদঘাটিত হবেই।'

আদালতের দ্বারস্থ বিচারপতি ভার্মা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : নগদকাণ্ডে তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের সুপারিশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেলেন বিচারপতি যশবন্ত ভার্মা।

বিচারপতি ভার্মার দাবি, আদালতের ভিতরের তদন্ত কমিটি পক্ষপাতদুষ্টভাবে কাজ করেছে। এমনকি তাঁকে যথেষ্ট সুযোগও দেওয়া হয়নি নিজের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরার। তাঁর বক্তব্য, 'কমিটি প্রমাণ ছাড়াই আমার বিরুদ্ধে নেতিবাচক মন্তব্য করেছে এবং দায় প্রমাণের বোঝা উলটে আমার ওপরই চাপিয়ে দিয়েছে।'

তাঁর কথায়, 'কার টাকা, কত টাকা, কীভাবে এল— এগুলি স্পষ্ট না হলে শুধু টাকা পাওয়া দিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় না।' বিচারপতি ভার্মা বলেন, এই 'ইন-হাউস' পদ্ধতি সংসদের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করছে। বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা একমাত্র সংসদের হাতে, আদালতের নয়। সংবিধানের এই মূল কাঠামো ভেঙে বিচারবিভাগ নিজেই শাস্তির সুপারিশ করতে পারে না বলে তিনি দাবি করেন।

বিচারপতি ভার্মার মতে, এতে বিচারবিভাগ নিজেই শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা নিচ্ছে। অথচ কোনও স্পষ্ট মানদণ্ড বা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে না। এতে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও মানুষের আস্থা দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ভিক্টোরিয়া কাণ্ডে উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : চন্দননগরের পুত্রবধূ তথা রুশ 'গুপ্তচর' ভিক্টোরিয়া বসুর অন্তর্ধানের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল দেশের শীর্ষ আদালত। শুক্রবার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট ইঙ্গিত দিয়েছে, ভিক্টোরিয়ার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পিছনে 'সহযোগিতা'র সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

বিচারপতি সূর্য কান্ত ও জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ বলেছে, 'এখানে কোনও সহযোগিতা থাকতে পারে, কেউ হয়তো তাঁকে ব্যক্তিগত স্তরে সাহায্য করেছে।' যদিও মামলার শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, বৈধ পথে এখনও দেশ ছেড়ে পালাতে পারেননি ভিক্টোরিয়া। কেন্দ্রের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি আদালতকে জানান, ভিক্টোরিয়া বসুর নামে লুক আউট এবং 'হিউ অ্যান্ড ক্রাই' নোটিশ ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে। কাজেই তিনি দেশ ছেড়ে বৈধ পথে পালাননি। সব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নজরদারি চলছে এবং দিল্লি এনসিআর সহ এক্সিট পয়েন্টগুলির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি জানান, ভিক্টোরিয়ার শেষ আর্থিক লেনদেন হয়েছিল ৬ জুলাই, তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মাত্র ১৬৯ টাকা আছে। 'তাঁর আর্থিক সামর্থ্য খুব সীমিত। হয়তো হেঁটেই কোথাও চলে গিয়েছেন,' বলেও মত দেন তিনি।

শাসনে থাক স্নেহের পরশ

আজকের প্রচ্ছদ নিয়ে সমাজে খুব একটা আলোচনা হয় না। ‘শাসন’-এর সংজ্ঞা একেকজনের কাছে একেকরকম। বাবা-মা অবশ্যই চাইবেন তাঁদের সন্তান ঠিক পথে চলুক, ঠিক সঙ্গ পাক, ঠিকভাবে বড় হয়ে উঠুক। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সেই শাসনের শক্ত বাঁধনে যে দমবন্ধ হয়ে আসে ছেলে বা মেয়েটির, তা বোধহয় টেরও পান না অভিভাবকরা। তাই রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ান এবার। এগোতে দিন নিজের মতো করে। আপনি না হয় মাথার ওপর গাছ হয়ে আগলে রাখবেন বিপদ-আপদ থেকে।

ও যে মানে না মানা ...

ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলাল

বারণ, নিষেধ, আপত্তি, মানা ইত্যাদি শব্দগুলো যদি ভয়ের উদ্রেক করে বা জবরদস্তি তার প্রয়োগ হয়, তখন তাকে শাসন বলা হয়। ব্যক্তির স্বাধীন গতিবিধিতে সীমারেখা টেনে দেওয়ার ক্ষেত্রে এইসব বারণ, নিষেধ, আপত্তি, মানা ইত্যাদির নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, সাংবিধানিক যুক্তি থাকতে পারে। সেসব বিধিনিষেধ বা সীমারেখা ব্যক্তি কতটা গ্রহণ করবেন, সেটা তাঁর মতামত ও অভিরুচির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

সামাজিক সুস্থিতি, শৃঙ্খলা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য বহুকাল ধরে চর্চিত কিছু সাধারণ নিয়মাবলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হতে থাকে। অপেক্ষাকৃত অগ্রজ প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মকে সেইসব সীমানা নির্দেশকারী নিয়মাবলি সম্পর্কে সচেতন করে এবং অনুগত থাকতে শেখায়। যুক্তি দিয়ে, আবেগ দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে যখন কোনও সীমারেখাকে মান্যতা দিতে শেখানো হয়, তখন তাকে অনুশাসন বলে।

যেখানে সীমারেখাগুলি অমান্য করার ক্ষেত্রে অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল, স্বাধীনচেতা প্রচেষ্টা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অনুশাসন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে, সেখানে শাসনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যদিও শাসন কোনও অবস্থাতেই কাম্য নয়। আপস-সমঝোতায় সুশৃঙ্খল জীবনযাপন বরং সভ্যতার পরিচয় বহন করে। সমস্যা হল, আমরা এমন এক সময়ে উপস্থিত হয়েছি, যেখানে সরকার নিজেই সংবিধান মানতে আগ্রহী নয়, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা দলের শৃঙ্খলা মানতে নারাজ, ব্যক্তি আইনকে মেনে চলতে অসম্মত আর শিক্ষাদীক্ষা বা রুচিসম্মত সামাজিকতার পরিসর থেকে যাঁরা বঞ্চিত, তাঁদের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ স্বাভাবিকভাবে কম থাকে বলে দুর্বিচার ও ব্যভিচার উৎসাহিত হয়।

একটা সময় সমাজ-সভ্যতা অনেক বেশি যৌথ উদ্যোগের ভিত্তিতে পরিচালিত হত। পরিবার ছিল একান্নবর্তী, বৃহদাকার, যৌথ। সেখানে সন্তানের সংখ্যা বেশি হত, পাড়াপ্রতিবেশী মিলিয়ে অভিভাবকের সংখ্যাও ছিল অনেক। ফলে অনুশাসন কার্যকর করার ক্ষেত্রে অগ্রজদের নজরদারি এবং তৎপরতার পাশাপাশি তাঁদের প্রতি অনুজদের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট। কারণ, শুধু অনুশাসন জারিই নয়, অগ্রজরা যথেষ্ট সোহাগও দিতেন। তাই কবি বলতে পেরেছেন ‘শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে গো!’

তারপর সমাজ-সভ্যতার প্রবহমান ধারায় এসেছে যৌথকে খণ্ড খণ্ড করে একক বাঁচার প্রয়াস। তৈরি হয়েছে নিউক্লিয়াস পরিবার। যেখানে সন্তানের সংখ্যা দুইয়ের বেশি নয়, অভিভাবকের সংখ্যা দুই থেকে বড়জোর তিন। অভিভাবকত্বের ধারণা সংকুচিত হয়ে এসেছে পেরেন্টিং-এর কনসেপ্টে। যেখানে মধ্যবিত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ভোগবাদের প্রবল হাতছানির মুখে হাবুডুবু খাওয়া একটি প্রজন্ম পেরেন্টিং-এর নামে সন্তানের মগজে যা গুঁজে দিয়েছে, তা আসলে ‘আগলে রাখা’, ‘সামলে থাকা’, ‘গুছিয়ে নেওয়া’, ‘এড়িয়ে চলা’র যাপনসূত্র।

ঝুঁকিবিমুখ একটি প্রজন্ম তাদের সন্তানদের মধ্যে তাই অবলীলায় সংক্রামিত করেছে অনিশ্চয়তাবোধ, মানসিক উদ্বেগ, সিদ্ধান্তহীনতা, পরাজয়ের প্রতি অস্বীকৃতি, স্থূল পরশ্রীকাতরতা এবং বৈষয়িক সুখের অনন্ত খিদে। টিকে থাকার প্রতিযোগিতার প্রবল কঠোর, নির্দয় পরিবেশ আর ঘরে ভোগবিলাসের যাবতীয় সরঞ্জামে ঘেরা আঁতিপাঁতি জীবনশৈলীর বৈপরীত্য ও বিরোধ যখনই সামনাসামনি হচ্ছে, তখনই এই ‘ইনকিউবেটেড’ প্রজন্ম দিশাহারা হচ্ছে। কেবল দুজন অভিভাবকের অনুশাসনে অভ্যস্ত থাকতে থাকতে অন্য কোন তৃতীয় পক্ষের- যেমন শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, পুলিশ, নেতা, সমাজকর্মী বা প্রবীণ যে কারও অনুশাসনকে ‘অবদমন’ বা ‘অনৈতিক নিয়ন্ত্রণ’ কিংবা ‘ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ’ বলে বিবেচনা করছে এই প্রজন্ম। ফলে সেই প্রজন্ম বিদ্রোহী হয়ে পড়ছে সেই তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। যথেচ্ছ নিয়ম ভাঙাকে স্বাধীনতার উদযাপন বলে গণ্য করছে এবং নিয়ম ভাঙার উল্লাসে উন্মত্ত হতে বিচলিত বোধ করছে না।

পশ্চিমি অত্যাধুনিক ধ্যানধারণাপুষ্ট মনোবিদ ও বিশেষজ্ঞরা দেশীয় সামাজিক পরিমণ্ডলে কর্মসংস্কৃতি এবং যাপনচিত্রে নয়ের দশকের শেষ থেকে আমদানি করেছেন স্ট্রেস, লোড, ওভার থিংকিং, ম্যানিপুলেশন, অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন ইত্যাদি কিছু ধারণা। সামাজিক মাধ্যমে আবার পাওয়া যাচ্ছে ‘ডার্ক সাইকোলজি’ সম্পর্কে অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী নানা ধ্যানধারণা! ব্যক্তিমানুষ সেসবের সঙ্গে নিজের এবং অপরের মানসিক আচরণকে মিলিয়ে নিজেরাই সাইকো-অ্যানালিস্ট হয়ে উঠছেন। ফলে সমাজের শৃঙ্খলা, রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদিকে সেকেলে বলে তাকে স্বীকার করাকে মানসিক পরাভব বলে বোধ হচ্ছিল তাঁদের কাছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চলচ্চিত্র, ওয়েব সিরিজ, সাহিত্য, সমাজমাধ্যমে উচ্ছৃঙ্খলতার গ্লোরিফিকেশন। গুন্ডা, বদমাইশ, সন্ত্রাসবাদী, মাদকাসক্ত, দুর্বিনীত চরিত্রগুলি নিয়ম ভাঙাকে ‘হিরোইজম’-এ পরিণতি করল। তার সঙ্গে আছে রাজনৈতিক উসকানি ও প্রশ্রয়। তাই শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকরা প্রহৃত হন ছাত্রদের একাংশের হাতে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক লাঞ্ছিত হন রোগীর পরিবারের কাছে, প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিরা অপমানিত হন প্রতিপক্ষের কাছে!

সামাজিক শৃঙ্খলা, সৌজন্য- সব বেমালুম লোপাট হয়ে গেল। নকল করে পরীক্ষায় পাশ করার উল্লাসে অভিভাবকদের কান এঁটো করা হাসির প্রশ্রয় দেখে তখন আর বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকে না। শিক্ষায়তন বিমুখ তরুণ প্রজন্মকে রাস্তার মোড়ে শনি ও গণেশ পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত হতে দেখে হতাশ হওয়ার আর কিছু থাকে না। প্রবল দুর্নীতি ও অবিচারের সঙ্গে আপস করে চলা ভোটদাতার মেরুদণ্ডহীনতা দেখে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু থাকে না।

অনুশাসনহারা একটি সমাজ ব্যবস্থায় বরং দাবি ওঠে, শাসনের একটা সীমা থাকা উচিত! কোনওটাই অমানবিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়! অর্থাৎ আপনি বেআইনি নির্মাণ করতেই পারেন বা জায়গা দখল করে অবৈধ ব্যবসা শুরু করতেই পারেন। নোটিশ পাওয়ার পরেও সেসব ভেঙে ফেলা বা সরিয়ে নেওয়ার দায় নাই-ই দেখাতে পারেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বুলডোজার দিয়ে সেসব অনিয়ম সরিয়ে দিতে চাইলে মানবিকতার ধ্বজা তুলে আপনি সংঘবদ্ধ হবেন বিপরীত কোনও রাজনৈতিক সমষ্টির অনুকূলে এবং কেবলমাত্র আপনার ভোটাধিকারের জন্য কোনও একটি পক্ষ আপনার অবাধ্যতাকে যুক্তিপূর্ণ দাবি করে পালটা গলাবাজি করবে!

অতিরিক্ত শাসনের পক্ষপাতী কোনও সুস্থ মানুষই হতে পারে না। কিন্তু একাধারে অনুশাসনহীন অনাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে, অন্যদিকে শাসনের স্টিম রোলার চালানোর নৈতিকতা দাবি করলে সেই শাসকের অতিসত্বর বিসর্জন কামনাটাই শ্রেয়। শাসক নিজে সুশৃঙ্খল না হলে শাসন চাপিয়ে দেওয়ার নৈতিক অধিকার তার থাকে না- তা তিনি পরিবারের অভিভাবকই হন, বিদ্যায়তনের শিক্ষক হন, সরকারি আমলা বা মন্ত্রী হন কিংবা দলের নেতা অথবা ধর্মীয় গুরু বা সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব, যিনিই হোন না কেন!

বাঁধন যেন ‘রোদ্দুর’ হতে বাধা না দেয়

তৃণা চৌধুরী

অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি। ওরা পারবে কি? প্রশ্নটা ভাবতে ভাবতেই একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল।

শহরের কোনও এক ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে সকাল দশটার ঘণ্টা বাজছে। বাবা-মায়েদের ভিড় ঠেলে শেষমুহূর্তে স্কুলে ঢোকার হুড়োহুড়ি। মায়ের হাত থেকে ওয়াটার বোতলটা ছোঁ মেরে নিতে নিতে ক্লাস সেভেনের মেয়েটা শুনতে পেল মায়ের কড়া সাবধানবাণী। আরও একবার। ‘দিদিমণি যা বলবে লিখবি, কাউকে দেখাবি না। খাতা চাপা দিয়ে দিয়ে নোট লিখবি। আর হোমওয়ার্কের ভূগোল খাতা কেউ চাইলেই দিয়ে দিস না যেন আবার...’ আসল সমস্যা ঠিক এখান থেকেই শুরু। এরপর চাহিদা বাড়তে বাড়তে আকাশ ছোঁবে। গোলযোগ বাধে তখনই যখন থেকে ‘কী করবে’-র তালিকা থেকে ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে ‘কী করবে না’।

কী নিয়ে পড়া চলবে না, কোথায় যাবে না, কোনটা খাবে না, কোন জামাটা পরা যাবে না, কোন কথাটা বলবে না, কার কার সঙ্গে মিশবে না ইত্যাদি। প্রতিদিনের চেনা ছককাটা রুটিন থেকে একটু বেলাইন হলেই দক্ষযজ্ঞ, চিৎকার মারধর। ‘এত বড় সাহস তোর কী করে হয়?’ এই পরিবেশে অভ্যস্ত হতে হতে ক্রমে ভালোবেসে নয়, বাবা-মায়ের শাসন ছেলেমেয়েরা মুখ বুজে মেনে নেয় ভয়ে।

অতঃপর জীবনের প্রতিটা বাঁকে ‘আব্বা নেহি মানেঙ্গে’ কিংবা ‘মা খুব বকবে রে’। ফলাফল? এতবড় রঙিন পৃথিবীতে সাদা-কালো সংকীর্ণতায়, বিষণ্ণ দমবন্ধ অবস্থায় বেড়ে ওঠে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। তাদের কান্না পাশে শুয়েও শুনতে পান না অভিভাবকরা। বন্ধুহীন একাকিত্বে এসে ভর করে আরও ভয়, সংকীর্ণতা। আত্মবিশ্বাস তলানিতে গিয়ে ঠেকে। নিজের জীবনের সমস্যাগুলো ভাগ করে নেওয়া সম্ভব হয় না। অন্যকে বুঝতে পারার মতো মানবিকতার ঘাটতিও বাড়ে। কয়েক বছর আগে মাধ্যমিকে প্রথম হওয়া কোনও এক ছাত্রীর মা ক্যামেরায় গর্ব করে বলেছিলেন, ‘আমার মেয়ের কোনও বন্ধু নেই!’

আর এর মধ্যেই যে কয়েকজন বাঁধনছাড়া, নিয়ম মানে না। তারা ‘উচ্ছন্নে গেছে’। পাশের বাড়ির দুই কাকু চায়ের দোকানে মুখ বিকৃত করে বলবেন, ‘অমুকের বাড়িতে শাসন নেই বুঝলে। হত আমার ছেলে, দেখিয়ে দিতাম শাসন কাকে বলে।’ কিন্তু এই দেখিয়ে দেওয়ার জেদ বুমেরাং হয়ে যে ফিরে আসতে পারে, তা তাঁরা বোঝেন না তখন। নিজেদের না পাওয়া জীবনের প্রত্যাশা আর সন্তানের জীবনের লাগাম ধরে রাখতে চাওয়াটা ধ্বংসাত্মক। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের ‘ইচ্ছে’ ছবিটা মনে আছে? সারাজীবন মা মমতার কড়া শাসনের আড়ালে নিজের সব পছন্দ কবর দিতে দিতে একসময় মায়েরই চরম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল ছেলে শমীক।

তার চেয়ে বরং এবার কিছুটা স্বাদ বদল হোক। দোষ করলে মা-বাবা অবশ্যই বকবেন, শাসন করবেন, তবে তা যেন হয় স্নেহের বহিঃপ্রকাশ। অঙ্কে ১০০-তে ৪৮ পেলে চরম বকাবকির পরে আদর করে বলাই যায়, ‘পরেরবার ঠিক ভালো হবে। আমি আছি তো।’ কলেজ ফেরত সিনেমা দেখতে যাওয়ার গল্পটা যেন বাবার কাছে লুকোতে না হয়। ইঁদুর দৌড়ে জেতাতে চেয়ে নিজে সামনে থেকে সন্তানের হাত ধরে জোরে টানতে গেলে হাতে ব্যথা তো লাগবেই। তার চেয়ে বরং আলগাভাবে আঙুল ধরে রেখে ওদের এগোতে দেওয়াই ভালো। হেরে গেলে না হয় আবার কিছুটা এগিয়ে দেবেন। বাবা-মা সুলভ আচরণের খোলস ছেড়ে বিকেলে ছেলেমেয়ের সঙ্গে একই বেঞ্চিতে বসলে মন্দ লাগবে না। তারা বুঝবে বাবা-মা বিশ্বাসের শক্তঘাঁটি। অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি। তবে ওরা পারবে। একটু সাহায্য, কাঁধে দুজনের ভরসার হাত আর একটুখানি বন্ধুত্ব পেলে।

ওরা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে

‘‘স্যর, আমি কি ‘চাঁদের পাহাড়’ নিয়ে যেতে পারি?’’, প্রশ্নটি করল সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী যমুনা ওরাওঁ। পাশে দাঁড়িয়ে সায়ন গোস্বামী। সে চোখ বোলাচ্ছে আবোল-তাবোলের পাতায়।

আলিপুরদুয়ারের শান্তিদেবী হাইস্কুলে সম্প্রতি গ্রন্থাগার খোলা হয়েছে, যা গত ৪৩ বছর ধরে পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের কাছে স্বপ্ন ছিল। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় সরকারি স্বীকৃতি পায় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু চার দশকের পুরোনো স্কুলে এতদিন কোনও গ্রন্থাগার ছিল না। বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা রূপা ঘোষ এবং অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা ২০২৩-’২৪ অর্থবর্ষে এবিষয়ে প্রস্তাব পাঠান শিক্ষা দপ্তরে। অবশেষে চলতি বছরের ১১ জুলাই সরকারি অর্থানুকূল্যে তৈরি লাইব্রেরির উদ্বোধন হয়।

আলমারিতে থরে থরে সাজানো বই। কী নেই সেখানে! স্কুল পাঠ্যবই থেকে রেফারেন্স, গল্প থেকে জীবনী, কবিতা ও নাটক ইত্যাদি। রয়েছে বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড়, সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল, শীর্ষেন্দুর মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি থেকে রাস্কিন বন্ডের দ্য হিডেন পুল, আরকে নারায়ণের মালগুড়ি ডেইজ। এখনও পর্যন্ত অবশ্য লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ হয়নি। বই গোছানো, তালিকা তৈরি করা এবং পড়ুয়াদের বই দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্কুলের পার্শ্বশিক্ষক প্রশান্ত পণ্ডিতকে। তিনি বললেন, ‘ওরা নিজেরাই এসে খুঁজে নিচ্ছে। ছোটদের আগ্রহ দেখে খুব ভালো লাগছে।’

এই উদ্যোগ শুধু বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নয়, বরং স্কুলে পাঠরত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টাও। প্রধান শিক্ষিকার কথায়, ‘স্কুলের অনেক পড়ুয়ার রেফারেন্স বই কেনার সামর্থ্য নেই। তাই আমরা ঠিক করেছি, ক্লাস ইলেভেন ও টুয়েলভে সিমেস্টার অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক রেফারেন্স বই লাইব্রেরি থেকে দেওয়া হবে। ছয় মাস পরে সেটা ফেরত দিয়ে তারা পরবর্তী বই নিতে পারবে।’ ভবিষ্যতে নবম ও দশম শ্রেণির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম চালু করা হবে, জানালেন তিনি।

গ্রন্থাগার উদ্বোধনের পর থেকে সেখানে পড়ুয়াদের ভিড় লেগে আছে। খোঁজ চলছে পছন্দের লেখকের সৃষ্টির। যেমন, টুম্পা দাস ফেলুদা আর কাকাবাবুর ভক্ত। একদল আবার রেফারেন্স বই খুলে নিজের ডায়েরিতে নোটস তুলতে ব্যস্ত। একাদশ শ্রেণির শানু মণ্ডল লাইব্রেরি ঘুরে দেখে খুব খুশি। স্যরদের ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না সে।

নিয়মিত ধ্যানে ভালো থাকে মন

কেউ কেউ ক্লাসে ভীষণ অমনোযোগী। আবার কেউ অল্পেই মাথাগরম করে ফেলে। পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্য কীভাবে ভালো রাখা যায়, তা নিয়ে শুক্রবার শিলিগুড়ি নেতাজি প্রাথমিক বয়েজ স্কুলে একটি আলোচনা সভা হল। পাঠ দিলেন শিক্ষারত্নপ্রাপ্ত নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা নবনীতা গুপ্ত।

বর্তমান সময়ে পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখাটাই যেন একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে শিক্ষকদের কাছে। বিশেষ করে মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ হারাচ্ছে বেশিরভাগ পড়ুয়া। নবনীতা গুপ্ত বলেন, ‘এধরনের আলোচনা এখন প্রাথমিক স্তর থেকেই হওয়া প্রয়োজন। শুধু আমরা পরামর্শ দিলে হবে না। পড়ুয়াদের সমস্যার কথা জানা দরকার।’

আলোচনা সভায় শতাধিক পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র সায়ন সরকার যেমন জিজ্ঞেস করে, মোবাইলে ব্যবহার করলেও কী ধরনের কনটেন্ট দেখা উচিত। খুদের এই প্রশ্নের উত্তরে নবনীতা বলেন, ‘নীতিগল্পের ভিডিও দেখতে পারো। চরিত্র গঠনে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।’ তাঁর মতে, ‘পড়াশোনায় একগ্রতা বাড়াতে ছাত্রজীবনে নিয়মিত ধ্যান করা উচিত। তাহলে মনও ভালো থাকবে, পড়াশোনায় মন বসবে।’ স্কুলের টিচার ইনচার্জ কাঞ্চন দাস আবার পড়ুয়াদের মোবাইল ব্যবহার না করে খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। স্কুলের এই উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরাও।

হাতি আর হরিণ স্নান করে যেখানে...

দামিনী সাহা

পাখিদের কিচিরমিচির ডাক, গাছের ফিশফিশানি, প্রাণীদের আনন্দ আর দূষণমুক্ত এক শহর- কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই সবকিছু ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছিল খুদেরা। তাদের সুযোগ করে দিয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলার ‘বন মহোৎসব ২০২৫’। জেলার প্রায় ২৫টি স্কুলে ১৪ ও ১৫ জুলাই আয়োজিত হয় অঙ্কন ও গল্প লেখার প্রতিযোগিতা। সবমিলিয়ে অংশগ্রহণ করে প্রায় আড়াই হাজার পড়ুয়া। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের দুটো বিভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। সেদিনই কয়েকটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাদের জন্য। যেমন- ‘বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ’, ‘মনের টানে বনের উৎসব’, ‘জঙ্গলের রাজা বাঘের দিনলিপি’, ‘আমার সেরা বন্ধু একটি গাছ’, ‘অরণ্যের ডাক’ এবং ‘কালো ধোঁয়ায় মোড়া শহর’।

আলিপুরদুয়ার সদরের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে কৌশিক রায়। সে এঁকেছিল ‘বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ’ বিষয়টি নিয়ে। আর্টপেপার তুলে দেখিয়ে বলল, ‘জানো দিদি, প্রতিবছর আমাদের স্কুলে পরিবেশ দিবস পালিত হয়। সেদিন গাছ লাগানো হয়। বন্ধুরা মাটি খুঁড়ে চারা রোপণ করে। আমরা সবাই মিলে র‍্যালি করি, গান গাই। আমি যা যা দেখেছি, সেসব এখানে আঁকার চেষ্টা করেছি।’

গাছকে বন্ধু মনে করে আলিপুরদুয়ার নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী অদ্রিজা দে। তাঁর কথায়, ‘ওরা ছাড়া তো আমাদের পৃথিবী বাঁচবে না। তাই আমি এঁকে দেখাতে চেয়েছি, গাছ লাগানোর আনন্দ ঠিক কেমন হয়।’ নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া স্নেহা নন্দীর আঁকায় ফুটে উঠেছিল এক মজাদার দৃশ্য। হাতি, হরিণ আর কাঠবেড়ালি একসঙ্গে স্নান করছে।

গল্প লেখার প্রতিযোগিতাও ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। ‘কালো ধোঁয়ায় মোড়া শহর’ বিষয়ে লিখেছিল দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া প্রিয়া কর। তার গল্প দুই ভাইবোনকে নিয়ে। যারা শহরের ক্রমবর্ধমান দূষণ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং তা রোধ করার উপায় খুঁজে বের করে। গল্পে একে একে আসে বৃক্ষরোপণ, এয়ার কন্ডিশনারের অতিরিক্ত ব্যবহার বন্ধ করা, গাড়ির সংখ্যা কমানো ইত্যাদি উদ্যোগ। যা বাস্তবে সত্যিই প্রয়োজনীয়।

প্রশংসা কুড়িয়েছে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের ছাত্র স্বর্ণাভ দত্তের গল্প। যেখানে রামচন্দ্রপুর নামের ছোট্ট শহরে একটি কিশোর নিজের চারপাশে মাত্রাতিরিক্ত দূষণ দেখে প্রতিবাদ করে। দেওয়ালে হোর্ডিং লাগানো, পথনাটকে অভিনয়, মানুষকে সচেতন করা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার ডাক দেয়। গল্পের চরিত্রের দায়িত্ববোধ আমাদের সমাজকে বিশেষ বার্তা দেয়।

এই আয়োজনে শুধুমাত্র খুদেদের সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়নি, পাশাপাশি তারা নিজের ভাবনা, দায়িত্ববোধ ও সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। বনমহোৎসবের উদ্যোক্তারা আগামী প্রজন্মকে নিয়ে আশাবাদী। তারা শুধু বইয়ের পাতায় নিজেদের বন্দি রাখেনি, বরং ধরাবাঁধা গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে চিন্তা করতে শিখছে। ছোটরা জানে দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বন ধ্বংস কতটা ক্ষতিকর হতে পারে পৃথিবীর জন্য। ওরা বোঝে, জানে এর সমাধানের পথ কী এবং কোনটি।

সমবেত।। সলিল চৌধুরীকে স্মরণ করে কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সলিল স্মরণ

সুরকার-গীতিকার সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ এবং সংস্থার এক দশক পার হওয়াকে স্মরণীয় করে রাখতে কোচবিহারের ধরিত্রী-নান্দনিক সাংস্কৃতিক সংস্থা স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে সম্প্রতি উদযাপন করল 'ও আলোর পথযাত্রী' শীর্ষকে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশিত হয় ধরিত্রী-নান্দনিকের শিল্পীবৃন্দের সমবেত ব্রহ্মসংগীত। উদ্বোধনী পর্যায়ে ছিল সংস্থার সভাপতি ভূপালি রায়ের স্বাগত ভাষণ ও তাঁরই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ, স্বাগত নৃত্য ও সংস্থার শিল্পীদের পরিবেশিত রবীন্দ্রসংগীত। ধরিত্রী-নান্দনিকের ১০ বছরের পথ চলাকে অনবদ্য ভাবনায় তথ্যচিত্রের আকারে মঞ্চের পর্দায় তুলে ধরা হয়। শিশুশিল্পীদের পরিবেশিত সলিল চৌধুরীর গান ভালো লাগল।

কিশোরনাথ চক্রবর্তী সলিল স্মরণে কিছু কথা বলেন। ধরিত্রী-নান্দনিকের শিল্পীবৃন্দের দ্বারা পরিবেশিত সমবেত নিবেদন 'সুরের সলিলে' ছিল এই পর্বের অন্যতম আকর্ষণ। সমবেত আবৃত্তি কোলাজের মধ্য দিয়ে সলিলকে ভিন্ন আঙ্গিকে স্মরণ করা হয়। আমন্ত্রিত হিসেবে রবিবাসর, বলাকা সাংস্কৃতিক সংস্থা ও কোচবিহার শিল্পী সংসদ তাদের সংগীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে শিল্পীর প্রতি। কোচবিহার শিশুকিশোর সংস্থা এবং আনন্দলহরির কচিকাঁচাদের নৃত্যানুষ্ঠান বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। একক সংগীত পরিবেশন করেন দীপঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় ও ললিতা দে। আয়োজক সংস্থা পরিবেশিত সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠানটিকে শেষপর্যন্ত বর্ণময় রেখেছিল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত যথাযথ ছিলেন তুষারকান্তি ভট্টাচার্য এবং মিতালি চাকি। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

শিলিগুড়িতে শাস্ত্রীয় সংগীতের মঞ্চে এই প্রথম একসঙ্গে সেতার, এসরাজ, বাঁশি, কিবোর্ড, বেহালা ও তবলা নিয়ে সমবেত বাদ্যবৃন্দ পরিবেশন করলেন শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পীরা। সুরের সেই প্রশান্তি শ্রোতাদের চেতনায় ছড়িয়ে দিল অনির্বচনীয় আনন্দের রেশ। অনবদ্য সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন **ছন্দা দে মাহাতো**

কান পেতে শুনল শহর

বুঁদ।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সোহিনীর 'ত্রিধারা' অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত।*

সন্ধেবেলা। দীনবন্ধু মঞ্চের শ্রোতার আসন কানায় কানায় পূর্ণ। আর মঞ্চের ওপর অন্তরীক্ষ থেকে ঝরে পড়ছে অনন্ত প্রশান্তি। সুরের সেই প্রশান্তি শ্রোতাদের চেতনায় ছড়িয়ে দিচ্ছে অনির্বচনীয় আনন্দের রেশ। সকলেই উপলব্ধি করছেন কবির গানের সেই অমোঘ বাণীর ধ্রুপদি অর্থ, 'কান পেতে রই ও আমার আপন হৃদয়গহন-দ্বারে...'। অনুষ্ঠান ছিল স্বনামখ্যাত সেতারশিল্পী পণ্ডিত পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চাকেন্দ্র সোহিনীর 'ত্রিধারা'। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল মঞ্চজুড়ে সারিবদ্ধ শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পীদের অশ্রুতপূর্ব সুরেলা সফর। শিলিগুড়িতে শাস্ত্রীয় সংগীতের মঞ্চে এই প্রথম একসঙ্গে সেতার, এসরাজ, বাঁশি, কিবোর্ড, বেহালা ও তবলা নিয়ে সমবেত বাদ্যবৃন্দ পরিবেশন করলেন শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীরা। শিল্প সাধনায় কোনও কোনও শিল্পীর মধ্যে ব্যতিক্রমী স্বর থাকে। প্রচারের ও ক্যামেরার ঝলকানির আড়ালে পবিত্র তেমনই একজন শিল্পী। যুগধর্ম বজায় রেখে তিনি সবসময় নতুনত্বের মধ্যে দিয়ে নিজেকে শাস্ত্রীয় সংগীতের সফরে পরবর্তী ধাপে উন্নীত করার চেষ্টা করেন। তাঁর পরিচালনায় এই বাদ্যবৃন্দের অনুষ্ঠানে এদিনও সেই প্রতিফলন ছিল। এই অনুষ্ঠানে তাল বিভাগের পরিচালনায় ছিলেন উত্তরবঙ্গের স্বনামখ্যাত তবলিয়া সুবীর অধিকারী। সমবেত বাদ্যবৃন্দের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সেতারে বকুল আচার্য, লিলি দাস, চন্দন দেবশর্মা, শুভরাজ নন্দী, অর্কদীপ রায় ও দেবস্নেহা চট্টোপাধ্যায়। এসরাজে ছিলেন অভ্রদীপ পোদ্দার ও অভিজ্ঞান গিরি, বেহালায় সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়। বাঁশি, তবলা ও কিবোর্ডে ছিলেন দেবজিৎ সাহা, শুভঙ্কর নস্কর, অমিত সাহা, পদ্মাক্ষ চক্রবর্তী ও কৌস্তভ চক্রবর্তী।

এই অনুষ্ঠানে তিন প্রজন্ম একসঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সেইজন্য এই অনুষ্ঠানের নাম ত্রিধারা। পবিত্র ছাড়াও ছিলেন তাঁর গুরু ও বাবা বিশিষ্ট প্রবীণ সেতারি প্রবীর চট্টোপাধ্যায় এবং মেয়ে দেবস্নেহা চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা পরিবেশন করেন পিতামহ রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ইমন রাগের একটি বন্দিশ। তার মানে একসূত্রে চার প্রজন্ম। তবলা ও তানপুরায় এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন সুরজিৎ মুখোপাধ্যায় ও শুভরাজ নন্দী।

সেতারে যুগলবন্দির অনুষ্ঠানেও ছিল নতুনত্বের ছোঁয়া। মাইহার ঘরানার তালিমে সমৃদ্ধ দুই সেতারি সমীর নস্কর ও দেবজিৎ চক্রবর্তী রাগ বেহাগে বিলম্বিত ও দ্রুত-বন্দিশে শ্রোতাদের আরেকবার মন ছুঁয়ে যান। কণ্ঠসংগীতে ছিলেন রূপরেখা চট্টোপাধ্যায় ও উজ্জ্বল দত্ত। তাঁরা পরিবেশন করেন রাগ দেশ ও পুরিয়া ধানেশ্রী। সেতার ও বাঁশির যুগলবন্দিতে ছিলেন দেবজিৎ ও দেবস্নেহা। তাঁরা পরিবেশন করেন রাগ চারুকেশী। নবীন প্রজন্মের এই শিল্পীরাও বুঝিয়ে দিলেন তাঁদের তালিম কতটা নিবিড় চর্চার ফল।

আর শেষ অনুষ্ঠানে পবিত্র তানসেনের মিয়া মল্লার রাগে আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘ থেকে বৃষ্টিকে টেনে এনে মাটিতে নামালেন। কিছুক্ষণ চলল সুবীর অধিকারীর তবলায় বাদল মেঘের দাপট। গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে। অবশেষে সুরের মেঘভাঙা বৃষ্টিতে শান্ত হল অডিটোরিয়াম। সমগ্র অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রে অন্য শিল্পীদের মধ্যে সহযোগিতায় ছিলেন সুধীর ঘোড়াই, প্রিয়াংশু নন্দী, সৌমিক সরকার ও আশিস কংসবণিক। মনপ্রাণ ঢেলে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জুঁই ভট্টাচার্য। দেখনদারির আয়োজনের বাইরে শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি ব্যতিক্রমী সুরেলা সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সোহিনীকে।

সাহসী পদক্ষেপে দর্শক চেতনায় ধাক্কা

জমজমাট।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'বিবর্তন' নাটকের একটি দৃশ্য।*

নাটকের দলের নাম 'অনুভব'। নামেই বোঝা যায় কাল্পনিক গালগল্প নিয়ে এই দল সময় নষ্ট করে না। সমাজে যা ঘটছে, যা চলছে সেই সব ঘটনাবলি তাদের ওপরে প্রভাব ফেলে। আরজি করের ঘটনার পর বাংলার মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্নীতি এবং জমি মাফিয়া ও প্রোমোটারদের দৌরাত্ম্য বিপদসংকেত দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ এই দুই বিপদে বিপর্যস্ত। কীভাবে, তারই একটি উদাহরণ হল শক্তিগড়ের অনুভব নাট্যগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক নাটক 'বিবর্তন'। নাটকটি লিখেছেন চিকিৎসক সমর দেব। পরিচালনা করেছেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিমান দাশগুপ্ত। বিমান এখন নিজের দল বলাকা ছাড়াও বিভিন্ন নাটকের দলে সফলভাবে পরিচালনার কাজ করছেন। তাঁর কাজে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন অনেক নতুন নাট্যকর্মী। সেই সূত্র ধরে শহরে নাট্যচর্চার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে।

'বিবর্তন' নাটকটির কাহিনী বৃত্তে রয়েছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক অকুতোভয় চিকিৎসকের আপসহীন লড়াই। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রোমোটার ভগবান দাস মল্লিকার বাবাকে ডাম্পারের ধাক্কায় খুন করেন। চোখের সামনে বাবাকে এইভাবে মারা যেতে দেখে মল্লিকা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ঘটনার প্রবাহ গড়াতে গড়াতে ঢুকে পড়ে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে। খুনের একমাত্র সাক্ষীকে মানসিক রোগী প্রতিপন্ন করতে ভর্তি করে দেওয়া হয় হাসপাতালে। আর চোখে চোখে রাখা হয় তাঁকে। হাসপাতালে বদলি হয়ে আসা নতুন চিকিৎসক আবিষ্কার করেন এই চক্র এবং তার পেছনে থাকা স্থানীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক নেতা বনমালী বাপুলিকে। শিরদাঁড়া সোজা রেখে শুরু হয় চিকিৎসকের লড়াই। হাসপাতালের হাল ফেরে। সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে মল্লিকাও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায়। আর এতেই আসন্ন বিপদ আঁচ করতে পারে অপরাধীরা।

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত এই প্রযোজনার নাটকীয় উৎকণ্ঠা তখন তুঙ্গে ওঠে। উপর থেকে লড়াকু চিকিৎসকের বদলির নির্দেশ আসে। নাটক খুলেমেলে ধরে চলতি ব্যবস্থায় শুভ শক্তির চেয়ে অশুভ শক্তির ক্ষমতা বেশি। তাই ব্যবস্থাকে বদলাতে মানুষ জোট বাঁধে, তৈরি হয় ডাক্তারবাবুকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য। কোনও ঢাকঢাক-গুড়গুড় নেই। নাট্যশিল্পের আধুনিক কৃৎকৌশল প্রদর্শনের চেষ্টা নেই। সোজা কথা সোজাভাবে দর্শকের বুকে খুব জোরে ধাক্কা দেওয়া। সন্দেহ নেই বেশ সাহসী পদক্ষেপ।

পরিচালক মঞ্চের শিল্পীদের বেশ কিছু অর্থবহ কম্পোজিশনে ব্যবহার করে নাটকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সকলের দলগত অভিনয় বেশ ভালো। আর যেহেতু নাটকের বক্তব্য সহজভাবে বলা হয়েছে তাই দর্শকরা তা গ্রহণ করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। আর দর্শক যে নাটক গ্রহণ করেন তার জন্য আলাদা করে সার্টিফিকেটের কোনও প্রয়োজন হয় না। মঞ্চে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সমর দেব, কল্যাণ খাঁ, গণেশ মুস্তাফি, রুবি চন্দ রায়, অপর্ণা চক্রবর্তী, অসিত দাশগুপ্ত, পপি চৌধুরী, পীযূষ বর্মন, কার্তিক রায় ও ত্রিলোচন চক্রবর্তী। নেপথ্য সহযোগিতায় ছিলেন রমেন রায়, রূপক দে সরকার, শক্তিপ্রসাদ আইচ ও স্বপনকুমার রায়। নাটক শুরুর আগে এদিন মঞ্চে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের শক্তিগড়ের দুই কৃতীকে সংবর্ধিত করেন রমা কর। *- ছন্দা দে মাহাতো*

আজও উজ্জ্বল

সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর ৯০তম জন্মদিন ভিন্নভাবে উদযাপিত হল শহর শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার এক ক্যাফেতে। শহরের একদল তরুণ সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে। আড্ডার প্রথম পর্ব ছিল বুদ্ধদেবের সাহিত্য ও জীবন নিয়ে আলোচনা আর দ্বিতীয় পর্বে ছিল কবিতা পাঠ। অনুষ্ঠানের মূল সুর বেঁধে দিয়েছিলেন তরুণ সাহিত্যিক অরিন্দম ঘোষ। তাঁর দীর্ঘ ও সুচারু বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে বুদ্ধদেবের সাহিত্য জীবন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবন ও সিনেমা নিয়ে নানা অজানা তথ্য। বাদ যায়নি তার দীর্ঘ জঙ্গল ভ্রমণের কথাও। এরপর বুদ্ধদেবের সাহিত্য জীবন নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করলেন এ শহরের আরও এক তরুণ কবি ও প্রাবন্ধিক মাল্যদান মিত্র। পরবর্তীতে শুরু হয় স্বরচিত কবিতা পাঠের পর্ব। কবিতা পাঠে ছিলেন শুভ্রদীপ রায়, পঙ্কজ ঘোষ, সৌরভ মজুমদার, মাল্যদান মিত্র, শালিনী মিত্র, অন্বেষা বসু রায়চৌধুরী প্রমুখ। কথা সমন্বয়ে ছিলেন অন্বেষা। *–সম্পা পাল*

আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা

'গাইল কী গান সেই তা জানে/ সুর বাজে তার আমার প্রাণে,/ বলো দেখি তোমরা কি তার কথার কিছু আভাস পেলে।' রবীন্দ্রনাথের এই রোমান্টিক কথাকে আকুল আবেগে হৃদয় নিংড়ানো অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করলেন বর্ষীয়ান শিল্পী শ্রাবণী ভট্টাচার্য। সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠান ছিল সংগীত কলা মন্দির ও কমলা সংগীতায়নের যৌথ উদ্যোগে 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা'। আর গানটি ছিল বৃন্দাবনী সারং রাগে 'দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে...'। এই অনুষ্ঠানে কয়েকটি রাগাশ্রয়ী রবীন্দ্রসংগীত নিবেদন করেন শ্রাবণীর সঙ্গে উদ্যোক্তা সংস্থার আরেক কর্ণধার সুশ্বেতা মুখোপাধ্যায়। মূলত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান দিয়ে পুরো অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছিল।

ছিল ঋতুরঙ্গও। সুচেতনা মৈত্রের নিবেদনে মারের সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় পাওয়া গেল বাউল অঙ্গের মরমিয়া ছোঁয়া –'পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়—'। এককথায় খুব ভালো। ভালো লেগেছে পিয়ালি বসুর গানও। এই অনুষ্ঠানে মূলত শিক্ষার্থীদের তুলে ধরার চেষ্টা ছিল। শিক্ষার্থী শিল্পীদের মধ্যে পারমিতা ও রজনীতার কবিতা আবৃত্তি এবং শ্রেয়াংশুর যন্ত্রসংগীত ভালো লেগেছে। পর্যায়ভিত্তিক রবীন্দ্রসংগীতে অংশ নিয়েছিল কমলা সংগীতায়নের শিক্ষার্থীরা। ঋতুরঙ্গে নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন অঙ্কিতা পাল। সমগ্র অনুষ্ঠানে তবলায় সহযোগিতা করেন সুদীপ ভদ্র ও দীপক রায়। কিবোর্ডে ছিলেন কৌস্তভ চক্রবর্তী ও রাজবীর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে পেশাদারিত্বের চেয়ে পাড়ার রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার মেজাজ ছিল উপভোগ্য। *- নিজস্ব প্রতিবেদন*

সমবেত বার্তা

কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক যোগদিবসে প্রাণায়াম ও যোগ প্রদর্শনের পাশাপাশি জল সংরক্ষণে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হল। এদিন নৃত্য আলেখ্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণের বার্তা। অনুষ্ঠানটি জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হয়। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর (পিএইচই) ও কলেজ কর্তৃপক্ষের যৌথ প্রয়াসে। সহযোগিতায় ছিল জলপাইগুড়ির অন্যতম পত্রিকা ও সাংস্কৃতিক সংস্থা সৃজনীধারা। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গবেষণার নিরিখে ভবিষ্যতে আমাদের পরিস্থিতিও বিশ্বের প্রথম জলশূন্য শহর কেপটাউনের অবস্থা হতে পারে। জল অপচয়, অপরিকল্পিতভাবে জল উত্তোলন বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে মানবসমাজের। সকলকে সচেতন করার লক্ষেই অনুষ্ঠান। মনোজ্ঞ পরিবেশে একাধিক যোগ প্রদর্শিত হয়। নৃত্য আলেখ্যে খুদে শিল্পী প্রত্যাশা শীল সবার প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়। রবীন্দ্রসংগীতে চমৎকার নৃত্য রূপারোপ করেন দেবকন্যা চন্দ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনন্দ চন্দ্র শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শুভেন্দু ভূষণ মোদক, সহকারী অধ্যাপক শুকদেব দাস পিএইচই'র কর্মীরা। সৃজনীধারার সম্পাদক তথা কলেজের প্রাক্তনী পর্ষদের সেক্রেটারি পার্থপ্রতিম মল্লিক বললেন, 'প্রকৃতিকে ছাড়া আমরা কোনও অবস্থাতেই চলতে পারি না। তাই সবার স্বার্থেই সমবেত এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' *–গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়*

মননে প্রফুল্ল

প্রয়াত সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়কে স্মরণ করে কিছুদিন আগে ইসলামপুরে 'এক মুঠো রোদ পত্রিকা'র উদ্যোগে এক স্মরণসভা আয়োজন করা হয়েছিল। কবি সাহিত্যিক নিশিকান্ত সিনহার সভাপতিত্বে ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরি হলে। লেখকের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, প্রদীপ প্রজ্বলন ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্যে সম্পাদক প্রসূন শিকদার বলেন, 'প্রফুল্ল রায়ের মতো প্রথিতযশা সাহিত্যিকের না ফেরার দেশে পাড়ি দেওয়া এক অপূরণীয় ক্ষতি।' প্রয়াত সাহিত্যেকের বিষয়ে আলোকপাত করেন লেখক স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়, সর্বাশিসকুমার পাল, প্রজ্ঞালিকা সরকার, দ্বিজেন পোদ্দার, বাসুদেব রায়, সন্দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন স্বপ্না উপাধ্যায় ও পুণ্যশ্লোক শিকদার। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন তপনকুমার বিশ্বাস, ভবেশ দাস, মৌসুমি নন্দী, জয় দাস প্রমুখ। বাচিক উপস্থাপনায় ছিলেন মৃদুলা শিকদার। উপস্থিত ছিলেন সংগীতা সেন, পৃথ্বীশ সরকার, সমাজকর্মী বাপন দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দ্বিজেন পোদ্দার। *–সম্পা পাল*

বই প্রকাশ

সম্প্রতি ইসলামপুরে 'ঘাসফড়িং' দেওয়াল পত্রিকার উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে সুশান্ত নন্দীর একগুচ্ছ অণুকবিতার বই 'বিষাদ মাদল' ও সুদীপ্ত ভৌমিক সম্পাদিত 'ঘাসফড়িং' পত্রিকাও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিশিকান্ত সিনহা। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়, বাপ্পাদিত্য দে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিনয়ভূষণ বেরা, শিপ্রা রায়, উত্তম সরকার প্রমুখ। সংগীতে অংশ নেন মনোনীতা চক্রবর্তী, স্মার্ত্যসোহম সাহা, কৃষ্ণা ঝা, অভিজিৎ আচার্য প্রমুখ। *–সুরমা রানি*

এবারও জমজমাট

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এক সন্ধ্যায় 'কৃষ্টিকল্প' অনুষ্ঠান অন্যান্যবারের মতোই দর্শকদের সাবাসি কুড়োল। 'নৃত্যমঞ্জিল' এবং 'আমরা অপরাজিতা'র আয়োজনে সম্প্রতি শহরের দেশবন্ধুপাড়ার নৃত্যমঞ্জিল অঙ্গনে মাসিক অনুষ্ঠানের তৃতীয় নিবেদন ছিল রীতিমতো নজরকাড়া। দর্শকে ঠাসা অঙ্গনে ওই সন্ধ্যায় শ্রুতিসুখকর সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন আলবেলা গোষ্ঠী ও 'আমরা অপরাজিতা'র শিল্পীরা। এছাড়া ছোটদের সমবেত আবৃত্তি, মিলিত কণ্ঠের কুশলী স্বরক্ষেপণ অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। উদ্বোধনী নৃত্যে অংশগ্রহণ করে নৃত্য মঞ্জিলের নিমীষা বর্মন এবং শ্রীদৃতা শিকদার। অন্তরা রায়ের পরিচালনায় নটরাজ ডান্স অ্যান্ড মিউজিক অ্যাকাডেমির শিল্পীরাও তাঁদের পরিবেশনায় সবার নজর কাড়েন। সবশেষে ছিল উত্তাল নাট্যগোষ্ঠীর নাটক 'চায়ের সঙ্গে চাই'। সায়ন্তন পালের লেখা প্লাস্টিক বর্জন ও পরিবেশ দূষণ রোধের বার্তাবহ সচেতনতামূলক প্রযোজনাটি ছিমছাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সোমা চট্টোপাধ্যায় এবং কিবোর্ডে ছিলেন জয়ন্ত বসাক। সমগ্র অনুষ্ঠান সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন শ্রাবণী চক্রবর্তী ও বিমান দাশগুপ্ত। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com-এ।

বর্ষাকাল
ছি ছি এত্তা জঞ্জাল

রান্নাঘরে দুর্গন্ধ? কৌটোয় পোকা ঢুকছে? কয়েকটি টোটকা মেনে চললে নিমেষে গায়েব হবে দুর্গন্ধ।

বর্ষা মানেই ভ্যাপসা গরম। আবহাওয়ায় কেমন যেন টকটক গন্ধ। ওই সুকুমার রায়ের মতো। রান্নাঘরেও প্রায়শই সেই গন্ধ মেলে। রান্নাঘরে ঢুকতেই যেন অস্বস্তি লাগে। রইল এমন কিছু উপায়, যেগুলি মেনে চললে রান্নাঘরের দুর্গন্ধ উধাও হবে নিমেষে।

প্রথমত, বর্ষাকালে বাড়িঘরের বাড়তি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। বিশেষ করে নজর দেওয়া জরুরি রান্নাঘরে। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় রান্নাঘর জুড়ে ভ্যাপসা গন্ধ ছড়াতে থাকে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশির ভাগ সময়েই রান্নাঘরের জানালা বন্ধ থাকায় বাইরের হাওয়া চলাচলও কম হয়। ফলে চারপাশের জলীয় বাতাসে ঘুরে বেড়ায় সেই গন্ধ।

● প্রথমেই রান্নাঘরের ডাস্টবিন আলাদা করে ফেলুন। শুকনো ও তরল আবর্জনার জন্য দু'রকম ডাস্টবিন ব্যবহার করুন। যেসব জিনিস পচনশীল, সেগুলি রান্নাঘরে ডাস্টবিনে না ফেলে বাইরে ময়লা ফেলার জায়গায় ফেলুন।

● বাসন মাজার স্পঞ্জ প্রতি সপ্তাহে বদলে নিন। দরকারে বাসন মোছার তোয়ালেও বদলান প্রতি তিন-চার দিন অন্তর। যেগুলি ব্যবহার করছেন কাজের পর রোজ কেচে ফেলুন।

● বাড়িতে বাঁধাকপি বা মুলো রান্না হলে এসব সেদ্ধ করার সময় জলে একটুকরো পাতিলেবু দিয়ে দিন। বর্ষায় মাছ রান্না হলে একটা আঁশটে গন্ধ ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। তা কাটাতে জলপাই তেলের সঙ্গে এক টুকরো দারচিনি দিয়ে কিছুক্ষণ ফোটান। নিমেষে গায়েব হবে দুর্গন্ধ।

● রান্নাঘরের বেসিন ও সিংক পরিষ্কার রাখুন। রান্না হয়ে গেলে লিক্যুইড সোপ দিয়ে বেসিন ধুয়ে নিন। খানিকটা ভিনিগার ও বেকিং সোডা দিয়েও ধুতে পারেন।

● অনেকের বাড়িতেই রান্নাঘরে ফ্রিজ থাকে। ফলে রান্নাঘরে দুর্গন্ধ এড়াতে ফ্রিজ পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। ফ্রিজ পরিষ্কার রাখতে কয়েক কুচি পাতিলেবু পাতা রেখে দিন ফ্রিজের ভিতর। খাবারদাবার বেশিদিন রাখবেন না। রাখলেও লক্ষ্য রাখুন ফ্রিজ চালু রয়েছে কিনা। বন্ধ হয়ে গেলে পচে যাবে।

পোকার হানাদারি, মারুন তাড়াতাড়ি

বর্ষাকাল মানেই পোকাদের উপদ্রব। অনেক সময় ময়দা, সুজিতে পোকা লেগে যায়। যার ফলে অনেক সময় ময়দা, সুজি প্রভৃতি ফেলে দিতে হয়। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে আপনি নুন ব্যবহার করতে পারেন। ময়দা রাখার পাত্রে প্রথমে ময়দা এবং তারপর অল্প নুন ফেলে দিন। যেমন, ১০ কেজি ময়দায় ৪-৫ চামচ নুন ফেলে দিন। এতে ময়দার স্বাদ বদলাবে না, কিন্তু পোকামাকড়ও হবে না।

তেজপাতা রাখুন

বৃষ্টিতে চাল, ডাল এবং ছোলায় ছোট-ছোট পোকা দেখা দেয়। তাই ডাল, ছোলার কৌটোয় কয়েকটি তেজপাতা ফেলে রাখুন। তেজপাতার গন্ধ পোকামাকড় দূরে রাখতে সাহায্য করে।

দারুচিনি

রান্নাঘরে থাকা জিনিসগুলিকে পোকামাকড় থেকে দূরে রাখতে খুব কার্যকরী দারুচিনি। তাই ডাল, ছোলা বা মশলার কৌটোয় এক থেকে দু-টুকরো দারচিনি ফেলে রাখুন। পোকা ধরবে না।

নিমগাছের পাতা

খাদ্যদ্রব্য থেকে পোকামাকড় দূরে রাখার জন্য একটি ভালো বিকল্প হতে পারে নিমপাতা। আপনি যদি রান্নাঘরে উপস্থিত খাবারের ডাল এবং চালের কৌটোয় কয়েকটি নিমপাতা রেখে দেন, তাহলে এই জিনিসগুলি পোকামাকড় থেকে দূর করতে সাহায্য করবে।

মশা, মাছি, আরশোলার উপদ্রব থেকে বাঁচতে

বর্ষাকাল মানেই হাজারো ঝামেলা। স্বাস্থ্যের দিকে যেমন নজর দিতে হবে, তেমনি এই সময় খেয়াল রাখতে হবে রান্নাঘরের কয়েকটি বিষয়েও। কারণ বর্ষার দিনগুলোতে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের কারণে বিভিন্ন রকমের ফ্লু, জ্বর এমনকি অন্ত্রের সমস্যাও দেখা যায়। তাই আজ রইল বর্ষায় রান্নাঘর পরিষ্কার রাখার দশটি সহজ টিপস।

● বর্ষাকালে রান্নাঘরের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এক্সজস্ট ফ্যান এবং চিমনি ভালো করে পরিষ্কার রাখুন। যাতে বর্ষার সময়েও এই যন্ত্রপাতিগুলি ভালো করে কাজ করে আর রান্নাঘরে যাতে সূর্যের আলো ও বাতাস পৌঁছোয় সেদিকেও খেয়াল রাখুন।

● বর্ষায় আরশোলার উৎপাত বাড়ে। যার ফলে নানা রোগব্যাধি ছড়াতে পারে। তাই বর্ষাকালে জলের মধ্যে লেবুর রস মিশিয়ে রান্নাঘর মুছুন, এতে আরশোলার উৎপাত অনেকখানি কমবে।

● বর্ষাকালে মাছি-মশার উপদ্রব বাড়ে। যা একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। তাই নিয়ম করে রান্নাঘর মোছার পাশাপাশি খেয়াল রাখবেন রান্নাঘরে যেন কোনও পচা খাবার বা কোনও পচা ফল না পড়ে থাকে।

● বর্ষাকালে প্রথমেই রান্নাঘরের ডাস্টবিন আলাদা করে ফেলুন। শুকনো ও তরল আবর্জনার জন্য দু-রকম ডাস্টবিন ব্যবহার করুন। এতে রান্নাঘর স্বাস্থ্যকর থাকবে।

● এছাড়াও রান্না হয়ে গেলেই সব্জির খোসা, ডিমের খোলা, মাছের আঁশ এগুলিও যত দ্রুত সম্ভব রান্নাঘরের বাইরে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে দিন। এঁটো বাসন ফেলে রাখবেন না এতে রান্নাঘরের পরিবেশ নষ্ট হয়। এছাড়াও প্রতি সপ্তাহে বাসন মাজার স্পঞ্জ বা স্কচবাইট বদলে ফেলুন।

● বর্ষাকালে রান্নাঘরের ড্রেন, পাইপ, বেসিনের মুখ এসব জায়গা ভালোভাবে পরিষ্কার করুন। প্রয়োজনে জলের সঙ্গে কেরোসিন তেল মিশিয়ে ঘর পরিষ্কার করুন। এতে রান্নাঘরের স্বাস্থ্য বজায় থাকবে। এছাড়াও রান্নার পরে ভিনিগার ও বেকিং সোডা দিয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করে ফেলুন।

● রান্নাঘরে রোজকার ব্যবহৃত জিনিস অর্থাৎ ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ, গ্যাস, মিক্সি, মশলাপাতির কৌটো ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। কারণ এগুলি থেকেও ময়লা জমে ব্যাক্টেরিয়া তৈরি হয় রান্নাঘরে।

● বর্ষাকালে অতিরিক্ত আর্দ্রতা থাকে বায়ুমণ্ডলে। ফলে খুব সহজেই বিভিন্ন মশলাপাতি, নুন, চিনি ভেজা ভেজা হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মশলাপাতি রাখার জন্য এয়ার টাইট কন্টেনার ব্যবহার করুন এতে মশলাপাতি ছত্রাকমুক্ত রাখা সম্ভব হবে।

● বর্ষায় মশলাপাতি রোজকার ব্যবহারের জন্য আলাদা পাত্রে রাখুন। কারণ খুব বেশি মশলা একসঙ্গে রেখে ব্যবহার করলে নষ্ট হয়ে যাবে।

● রান্নাঘরের অল্প এলাচ, দারচিনি ও তেজপাতা জলে ফুটিয়ে নিন। জল ফুটে উঠলে বেশ কিছুক্ষণ আঁচে বসিয়ে রাখুন, যাতে গোটা রান্নাঘরে ভাপ ছড়িয়ে পড়ে এতে রান্নাঘরের দুর্গন্ধ চলে যায়।

বর্ষার ম্যাড়মেড়ে ত্বক ঝকঝকে করুন

'ত্বকের যত্ন নিন।' 'চন্দ্রবিন্দু' ব্যান্ডের কথা শুনুন। বর্ষা আর শীতে সবচেয়ে বেশি ত্বকের যত্ন নিন।

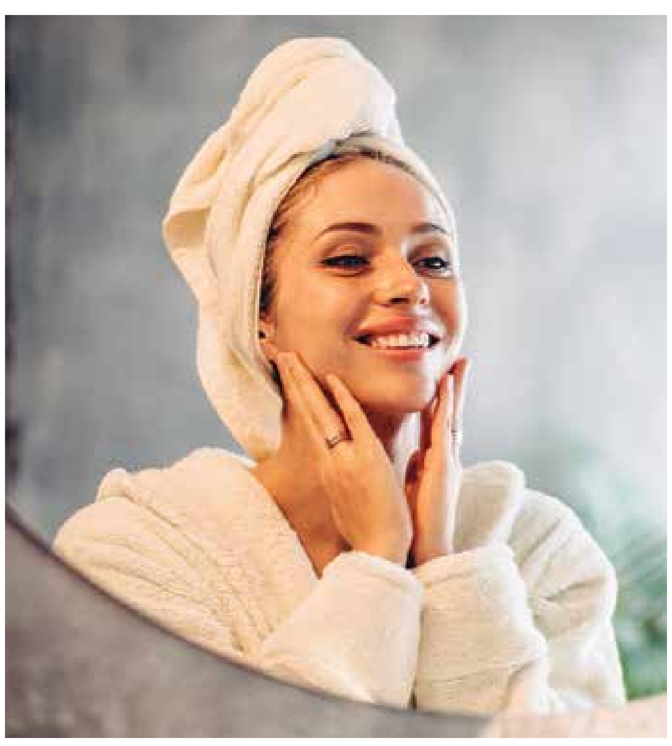

● **এক্সফোলিয়েট করুন :** কখনও রোদ আবার কখনও বৃষ্টির এই আবহাওয়ায় ত্বকের এক্সফোলিয়েশন খুব দরকার। এর ফলে ত্বকের মৃত কোষগুলো উঠে গিয়ে ত্বকের ছিদ্র পরিষ্কার হবে। কফি, চিনি, ওটসের গুঁড়ো ব্যবহার করে ঘরোয়া উপায়ে বাড়িতেই ত্বকের পরিচর্যা করে ফেলতে পারেন।

● **ত্বক পরিষ্কার রাখতে হবে :** বর্ষাকালে সংক্রমণ জাতীয় সমস্যা বা অ্যালার্জি থেকে বাঁচতে ত্বক পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি। বার বার জল দিয়ে মুখ ধুলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। তাই জল ছাড়াও গোলাপজল, লেবুর রস, অ্যালোভেরা জেল দিয়ে মুখের ত্বক পরিষ্কার রাখতে পারেন।

● **বেশি মেকআপ করবেন না :** মেকআপ বেশি করলে ত্বকের ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ত্বকে ঠিকমতো বাতাস চলাচল করতে পারে না। ফলে ব্রণর মতো একাধিক সমস্যা বাড়তে পারে। তাই বর্ষাকালে বেশি রকম মেকআপ এড়িয়ে চলুন। মেকআপ করলেও তা সঠিক উপায়ে তুলে ফেলুন।

● **জল পান করুন :** ত্বক ভালো রাখতে প্রচুর জল খাওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে যেহেতু ত্বক এমনিতেই রুক্ষ হয়ে যায় তাই বেশি পরিমাণে জল খেতে হবে। এতে ত্বকের শুষ্ক ভাব কমবে এবং ত্বক আর্দ্র থাকবে।

● **টোনার ব্যবহার করুন :** ত্বক ভালো রাখার জন্য টোনারের গুরুত্ব অনেক। প্রতিদিন ত্বকের যত্নের রুটিনে টোনিং রাখাটা দরকার। ত্বকের ছিদ্রগুলো পরিষ্কার করে ব্রণর সমস্যা কমায় টোনিং। গোলাপজল সবচেয়ে ভালো প্রাকৃতিক টোনার। এছাড়া, লেবুর রস, শশার রস, গ্রিন টিও ভালো টোনার হিসাবে কাজ করে।

ঝমঝমে দিনে দ্রুত কাপড় শুকোবেন?

বর্ষা মানেই প্রকৃতির সেজে ওঠা। পৃথিবীর উর্বরতা লাভ করা। অন্যদিকে, ঘরে ঘরে বেশকিছু ক্ষেত্রে ঝক্কি বেড়ে যাওয়া। বর্ষাদিনে জামাকাপড় শুকানো সত্যিই ঝক্কির ব্যাপার। ভেজা আবহাওয়ায় জামাকাপড় সহজে শুকোতে চায় না। এছাড়া ভেজা জামাকাপড় থেকে স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধও হয়। এতে জামাকাপড়ে দুর্গন্ধ হয় আবার ছত্রাকও হানা দেয়। তবে ঘরোয়া কিছু উপায় মেনে চললে বর্ষাকালেও খুব সহজেই কাপড় শুকোনো যাবে। জীবাণুর হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে নিন

ভারী কাপড়, যেমন জিনসের প্যান্ট, পোলো শার্ট, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ এগুলো ধোয়ার পর বাথরুমের স্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রেখে দিন। এতে কাপড়ের বাড়তি জল ঝরে যাবে। ফলে কাপড় শুকোতে অপেক্ষাকৃত কম সময় প্রয়োজন হবে। জল ঝরে যাওয়ার পর ঘরে দড়ি টাঙিয়ে কাপড়গুলো নেড়ে দিতে পারেন। যদি বাড়ির বাইরে না যান তাহলে যে ঘরে থাকবেন সে ঘরেই কাপড় শুকোন। তাতে ফ্যানের বাতাসে কাপড় শুকিয়ে যাবে

এবং বিদ্যুৎ অপচয় কম হবে। এছাড়া রাতে ঘুমানোর সময় মশারির ওপর অপেক্ষাকৃত পাতলা কাপড়গুলো মেলে দিন। সারারাত হাওয়া লাগবে। কাপড়ও শুকিয়ে যাবে ভালোভাবে।

খোলা জায়গায় মেলে দিন

এখন ছাদে বা বারান্দায় জামাকাপড় শুকোনো যাবে না। তাই ফাঁকা ঘরের মধ্যে দড়ি টাঙিয়ে জামাকাপড় মেলে দিন। তার আগে অবশ্যই ভেজা জামাকাপড় ভালো করে নিংড়ে নেবেন এবং পাখা চালিয়ে দেবেন। এছাড়া হ্যাঙারেও জামাকাপড় ঝুলিয়ে শুকনো করতে পারেন।

হ্যাঙারে শুকোতে দিন

ভেজা কাপড় দড়িতে শুকোতে দেওয়ার বদলে হ্যাঙারে শুকোতে দিতে পারেন। হ্যাঙারে বাতাস চলাচল সহজ বলে কাপড় তুলনামূলক দ্রুত শুকোবে।

ওয়াশিং মেশিনের সাহায্য নিন

এখন বহু বাড়িতেই ওয়াশিং মেশিন। আর বহু ওয়াশিং মেশিনে ড্রায়ারের সুবিধা রয়েছে। বৃষ্টি না থামলে ওয়াশিং মেশিনে কেচে ড্রায়ারে ভালো করে শুকিয়ে নিন। এরপরেও চাইলে ফ্যানের নীচে জামাকাপড় মেলে দিতে পারেন। এতে স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা কেটে যাবে।

হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করুন

বৃষ্টিদিনে মোটা বা ভারী কাপড় না পরাই ভালো। সহজে শুকিয়ে যায় ও ধোয়া সহজ, এমন কাপড় পরাই ভালো। কম সময়ের মধ্যে কাপড় শুকোনোর জন্য হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করতে পারেন। অথবা ভেজা কাপড় চিপে জল নিংড়ে নিয়ে সতর্কভাবে ইস্ত্রি করে ফ্যানের বাতাসে দিলে দ্রুত শুকিয়ে যাবে।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে শুকোতে পারেন

একনাগাড়ে বৃষ্টি হলে জামাকাপড় মেলে এসি চালিয়ে দিন। এসি ড্রাইমোডে রাখবেন। এতেও আপনার ভেজা জামাকাপড় সহজে শুকোবে। এরপরে জামাকাপড় পরার সময় একবার ইস্ত্রি করে নিতে পারেন। এতে স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকবে না এবং সমস্ত জীবাণু মরে যাবে।

বৃষ্টিজলে ক্ষতি চুলে

বৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই ভিজুন কিংবা অনিচ্ছাকৃত, চুলের ক্ষতি হবেই। মুষলধারে কিংবা ইলশেগুঁড়ি যেভাবেই হোক, বৃষ্টি আপনার চুলের ক্ষতি করে। বৃষ্টিতে ভিজে ঘরে ফেরার পর লক্ষ্য করবেন চুল কেমন নিষ্প্রাণ হয়ে আছে।

● বৃষ্টির জলে সালফার, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ও কার্বন থাকে। যাদের খুশকি আছে তাদের এক্ষেত্রে নানা অসুবিধা হতে পারে। তাই বৃষ্টিতে ভেজা চুলের আলাদা যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে। রইল কিছু পরামর্শ:

● ভেজা চুল বেশিক্ষণ রাখবেন না।

বৃষ্টির জলে রাসায়নিক উপাদান থাকে প্রচুর। তাই বাড়ি ফিরে শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার করুন চুলে।

বৃষ্টিভেজা চুলে হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করবেন না।

বৃষ্টির জলে রাসায়নিক উপাদান থাকে প্রচুর। তাই বাড়ি ফিরে শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার করুন চুলে। বৃষ্টিভেজা চুলে হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করবেন না।

● ভেজা চুলে তোয়ালে পেঁচিয়ে রাখুন। তোয়ালেই জল আস্তে আস্তে শুষে নেবে।

● সবসময় মৃদু শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। নাহলে চুল আর্দ্রতা হারিয়ে শুষ্ক হয়ে পড়বে।

● মোটা দাঁড়ার চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াবেন।

● বর্ষায় দীর্ঘক্ষণ চুল বেঁধে রাখা স্বাস্থ্যকর নয়, তাই খুলে রাখলে চুল শুকিয়ে যাবে।

অগ্নিভ রায় দিনহাটার সেন্ট মেরিজ স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। আবৃত্তি, ম্যাথ ট্যালেন্ট হান্ট, ম্যাথ অলিম্পিয়াডে পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

হোমিওপ্যাথিক কলেজ অধরাই

শিলান্যাসের চার দশক পার

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৮ জুলাই : রাজবাড়ি ও স্টেডিয়ামের মাঝখানে চারদশক আগে শিলান্যাস হয়েছিল।

হোমিওপ্যাথিক কলেজের। কলেজের শিলান্যাস করেন রাজ্যের তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য। কথা ছিল ১২০ বেডের হাসপাতাল এবং কলেজ চালু হবে ওই জমিতে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোচবিহারে এই হোমিওপ্যাথিক কলেজ তৈরি হয়নি।

কোচবিহার জেলা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন নামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের অরাজনৈতিক সংগঠন থেকে প্রস্তাবিত কলেজটি তৈরি করার বহুবার দাবি উঠলেও শেষপর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। এই সংগঠনের তরফে ডাঃ অনন্ত কুণ্ডু বলেন, 'প্রয়াত ডাঃ নৃপেনচন্দ্র দাসের উদ্যোগে বহুবার নানা জায়গায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে আজ পর্যন্ত এই কলেজ তৈরি হল না। পরবর্তীতে নিউ কোচবিহার যেতে বিএসএফ ক্যাম্পের কাছে একটি জায়গায় বেসরকারি কলেজের জন্য আবেদন করা হয়।' তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি মিলে প্রায় ৩৬ জন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এক হয়ে কোচবিহার অ্যাডভান্স অ্যান্ড প্রসপারিটি সোসাইটি থেকে বেসরকারি কলেজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। লটারির মাধ্যমে টাকাও জোগাড় করা হয়েছিল। কিন্তু আবেদনের ঠিক পরপরই রাজ্য সরকারের নিয়মে কিছু পরিবর্তন আসে। সেই নিয়মে বলা হয় হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল করতে গেলে সাড়ে সাত একর জমি এবং দুই কোটি টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট লাগবে। অতটা জমি না থাকায় কলেজ আর করা গেল না। পরবর্তীতে সেখানে একটি বারো সিটের ফার্মাসি কলেজ তৈরি করা হয়। যা কাউন্সিল অফ হোমিওপ্যাথি মেডিসিন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে অনুমোদিত। সেখানে এক বছরের সার্টিফিকেট কোর্স করানো হয়। ফার্মাসি পাশ করে ওখান থেকে অনেকেই চাকরি পেয়েছে বলে জানা গেল।

উত্তরবঙ্গে এখনও পর্যন্ত একটিও সরকারি হোমিওপ্যাথিক কলেজ নেই। কোচবিহারে এই কলেজ হলে শুধু পড়াশোনার ক্ষেত্রে নয়, সেখানকার হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হবে। আর তাতে উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষই উপকৃত হতেন। শুধু তাই নয় একটা হাসপাতাল তৈরি হলে ওই এলাকার পারিপার্শ্বিক উন্নতিও হত। বর্তমানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে পরিমাণে রোগী বাড়ছে তাতে একটি সরকারি হাসপাতাল সত্যিই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে, না, এমনটাই দাবি করলেন বিশিষ্ট আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার। তাঁর কথায়, প্রথম কোচবিহারে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ খোলার কথা হয়েছিল রাজবাড়িতে। পরবর্তীতে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রাজবাড়ি অধিগ্রহণ করলে সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এরপর রাজবাড়ির জমিতেই একটি হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল খোলার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। এতদিনে যদি একটি হোমিওপ্যাথিক কলেজও কোচবিহার

পড়ে থাকা প্রকল্প

- উত্তরবঙ্গে এখনও পর্যন্ত একটিও সরকারি হোমিওপ্যাথিক কলেজ নেই
- কোচবিহারে চার দশক আগে শিলান্যাস হয় হোমিওপ্যাথিক কলেজের
- কথা ছিল, সেখানে ১২০ বেডের হাসপাতাল এবং কলেজ চালু হবে
- কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে আজ পর্যন্ত এই কলেজ তৈরি হয়নি
- এই কলেজ হলে পড়াশোনার সঙ্গে চিকিৎসার ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে

বললেন ডাঃ অর্ণব নিয়োগী। প্রগ্রেসিভ ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন হোমিওপ্যাথিক সেল ও কোচবিহারের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের দাবি, ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে যে একটি হোমিওপ্যাথিক ফার্মাসি কলেজ রয়েছে সেখানে সরকারি উদ্যোগে একটা হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল করা হোক।

তদানীন্তন বাম সরকারের শরিকি কোন্দলের জন্যই এই হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ তৈরি করা গেল পেত তাহলে অন্যান্য জেলার সঙ্গে কোচবিহারবাসী অতিরিক্ত চিকিৎসার সুযোগ ও সুবিধা পেতেন। বর্তমানে কোচবিহারে মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ অনেক কিছু হয়েছে, এবার হোমিওপ্যাথিক কলেজ নিয়ে সরকারের চিন্তাভাবনা করা উচিত। ভূমি ও ভূমি রাজস্বর অতিরিক্ত জেলা শাসক হিমাদ্রি সরকার বলেন, 'জমিটি এখনও হোমিওপ্যাথিক কলেজের নামেই রয়েছে।'

আজ শহরে

- কোচবিহার সাংস্কৃতিক মঞ্চের আয়োজনে সাহিত্যসভা হলঘরে বিকেল ৫.৩০ মিনিট থেকে 'বর্ষামঙ্গল' শীর্ষক অনুষ্ঠান।
- জেনকিন্স সুপার লিগের জুনিয়ার গ্রুপের এলিমিনেশন পর্বে বিকেল ৪টায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে স্কুলের ২০২০ এবং ২০২২ ব্যাচের প্রাক্তনীরা।

হাসপাতাল পরিদর্শনে বিশেষ দল

দিনহাটা, ১৮ জুলাই : দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার হাসপাতাল পরিদর্শনে আসে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ টিম। এর ফলে এদিন সকাল থেকেই হাসপাতালে ব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। তার সঙ্গে হাসপাতাল সাফাই করে ঝাঁ চকচকেও করে ফেলা হয় এদিন। এদিনের টিমে ছিলেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর অসীম মালাকার, ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পম্পা চক্রবর্তী, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি। টিমের সদস্যরা হাসপাতালের মেল, ফিমেল, ওটি, এসএনসিইউ, এইচডিইউ-এর মতো বিভাগগুলি ঘুরে দেখেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।

হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডলের কথায়, মূলত স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখতেই এই পর্যবেক্ষণ। এদিন বিশেষ টিমের সদস্যরা বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখার পাশাপাশি তাঁরা রোগীদের সঙ্গেও কথা বলেন। এটি একটি রুটিন পর্যবেক্ষণ বলেই সুপার রণজিৎ মণ্ডল জানান।

ফাঁকা বাড়িতে গয়না চুরি

তুফানগঞ্জ, ১৮ জুলাই : তুফানগঞ্জ শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিধানপল্লি এলাকায় স্বপনকুমার ডাকুয়া নামে এক বিএসএফ জওয়ানের ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাঁর ছেলে সৌমেন ডাকুয়া বলেন, 'বিশেষ কাজে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বৃহস্পতিবার রাতে সেখান থেকে ফিরে এসে দেখি ঘরের দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। আলমারির সমস্তকিছু এলোমেলো।' তিনি আরও জানিয়েছেন, আলমারি ও কৌটোয় রাখা নগদ ২৫ হাজার টাকা সহ সোনা ও রুপো নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অবরোধ

কোচবিহার, ১৮ জুলাই : মাথাভাঙ্গার বিধায়ক সুশীল বর্মনের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে কোচবিহার শহরে পথ অবরোধ করল বিজেপি। শুক্রবার বিকেলে শহরে মরাপোড়া চৌপথিতে অবরোধে শামিল হন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, বিধায়ক মালতী রাভা, সুকুমার রায়, নিখিলরঞ্জন দে সহ অন্যরা। অভিজিৎ বলেন, 'তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী আমাদের বিধায়কের ওপর হামলা চালিয়েছে। আমরা দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি চাই।'

আন্দোলন

কোচবিহার, ১৮ জুলাই : নিশিগঞ্জ মধুসূদন হোড় মহাবিদ্যালয়কে সরকার পোষিত কলেজে পরিণত করার দাবিতে শুক্রবার একটি মিছিল করে এআইডিএসও। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক আসিফ আলম, রুপালি বর্মন প্রমুখ।

শ্রাবণ মাস পড়তেই কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে সবুজ চুড়ি পরার হিড়িক। ছবি : জয়দেব দাস

স্মার্টফোনে লাগাম স্কুলে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৮ জুলাই : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে স্মার্টফোনের অপব্যবহার রুখতে লাগাম টানছে মেখলিগঞ্জ শহরের দুই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। মোবাইল বাজেয়াপ্ত করে অভিভাবকদের ডেকে সচেতন করার পদক্ষেপ পর্যন্ত করা হচ্ছে দুই বিদ্যালয়ের তরফে। তবুও ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে মোবাইল ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়গুলিতে কমন রুমের ব্যবস্থা রয়েছে। ক্লাস না থাকাকালীন ছাত্রছাত্রীরা সেখানে পড়াশোনা বা বিশ্রাম করতে পারে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ক্লাস না থাকার সুযোগে কমন রুমে কিংবা কখনো-কখনো স্কুলের বারান্দায় বসে ছাত্রছাত্রীরা মোবাইল দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। এরমধ্যে মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের গেমস, সামাজিক মাধ্যমে রিলস দেখা থেকে ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব ব্যবহার করছে। যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ পড়াশোনা থেকে সরে যাচ্ছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির দাদা-দিদিদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও বিদ্যালয়ে মোবাইল আনার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের তরফে বিদ্যালয়ে মোবাইলের অপব্যবহার করলে মোবাইল বাজেয়াপ্ত করার পদক্ষেপও করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ছাত্রীদের সচেতন করা হয়েছে। অন্যদিকে, মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় চলাকালীন পড়াশোনা ছাড়া মোবাইলের অপব্যবহার করলে মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি সেই ছাত্রছাত্রীর অভিভাবককে ডেকে এই বিষয়ে জানিয়ে সচেতন করা হচ্ছে।

> সরকার ছাত্রছাত্রীদের ট্যাব দিচ্ছে পড়াশোনা করার জন্য। কিন্তু ছাত্রীরা তা শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার না করে তার অপব্যবহার করছে। শীঘ্রই বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে অভিভাবকদের সচেতন করতে এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।
>
> **কল্পনা মোহন্ত** *টিআইসি, ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়*

অভিভাবক সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিদ্যালয় ঠিক পদক্ষেপ করেছে। শিক্ষামূলক কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুমতি ছাড়া বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নেই। অভিভাবকদের স্কুল চলাকালীন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে বিদ্যালয়ের নম্বরে ফোন করা উচিত।' ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের টিআইসি কল্পনা মোহন্ত বলেন, 'মোবাইল নিরাপত্তাজনিত কারণে বিদ্যালয়ে আনলে সুইচড অফ করে রাখার কথা বলা হয়েছে ছাত্রীদের। সরকার ছাত্রছাত্রীদের ট্যাব দিচ্ছে পড়াশোনা করার জন্য কিন্তু ছাত্রীরা তা শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার না করে তার অপব্যবহার করছে। শীঘ্রই বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে অভিভাবকদের সচেতন করতে এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।'

মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুভাষ রায় সরকার বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা নিরাপত্তাজনিত বা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে মোবাইল ব্যবহার করবে কিন্তু মোবাইলের অপব্যবহার যেন না হয়। এতে তাদের মনোযোগ পড়াশোনা থেকে সরে যাচ্ছে। তাই আমরা ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতন করছি।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	৪
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২০
বি নেগেটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	৪
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৪০
ও নেগেটিভ	-	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	২১
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	২
ও নেগেটিভ	-	১

খোঁড়া রাস্তায় নাকাল

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৮ জুলাই : গ্যাসের পাইপলাইন বসাবার জন্য দিনকয়েক আগে খোঁড়া হয়েছিল বীরেন্দ্রচন্দ্র দে সরকার বাস টার্মিনাস সংলগ্ন মোড়ের কিছুটা অংশ। কিন্তু কাজ শুরুর পর চারদিন পেরিয়ে গিয়েছে। অথচ এখনও কাজ শেষ না হওয়ায় প্রতিদিনই যানজটে নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে পথচারীদের। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হওয়া সত্ত্বেও কেন কর্তৃপক্ষ দ্রুত সেই কাজ শেষ করছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্যাস কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বিধান শিকদার বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে যাতে দ্রুত কাজ শেষ করা হয় সে বিষয়ে দেখা হচ্ছে।'

শুক্রবার বেলা ১১টার সময় ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন পথচারী সঞ্জীব সাহা। যানজটে বেশ কিছুক্ষণ আটকে থাকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েই তিনি বলেন, 'এমনিতেই রাস্তার ওপর সারাদিনই যাত্রী তুলতে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। তার ওপর বেশ কিছুটা জায়গা আটকে থাকায় যানজট মারাত্মক আকার নিচ্ছে। অথচ এবিষয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই।'

কোচবিহার মিনিবাস স্ট্যান্ডে পাইপলাইনের কাজ চলায় যানজট।

ওই এলাকায় সরকারি এবং বেসরকারি বাস টার্মিনাস অবস্থিত হওয়ায় সারাদিনই রাস্তাটি থাকে জনসমাগমপূর্ণ। এদিকে, রাস্তাটির মোড়ের বেশ কিছুটা অংশজুড়ে খুঁড়ে আপাতত গার্ডরেল দিয়ে জায়গাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। এর জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে গাড়িচালক থেকে শুরু করে পথচারীদেরও।

গত কয়েকদিন ধরে রাস্তাটির এই পরিস্থিতিতে অফিস টাইমে যানজট মারাত্মক আকার নিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় দোকানি থেকে শুরু করে পথচারীরাও। ওই এলাকার ব্যবসায়ী রঞ্জন সাহার কথায়, 'বেশ কয়েকদিন ধরেই এই পরিস্থিতি। যার জেরে আমাদের ব্যবসা ঠিকভাবে হচ্ছে না। দ্রুত কাজ শেষ করার দাবি জানাচ্ছি।' যানজট প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'শহরজুড়েই গ্যাসের পাইপলাইন বসাবার কাজ চলছে। কাজ চলা পর্যন্ত ওই রাস্তায় যাতে বাস না দাঁড়ায়, সেবিষয়ে পুলিশের নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন।'

আন্দোলন

কোচবিহার, ১৮ জুলাই : পার্শ্বশিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কোচবিহারে আন্দোলন করল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি। সংগঠনের তরফে শুক্রবার কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের সামনে জমায়েত হয়ে সেখানে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। এরপর সেখান থেকে সংগঠনের একটি মিছিল বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন দপ্তরে গিয়ে তাদের স্মারকলিপি জমা দেয়।

অপরদিকে, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কনট্রাকচুয়াল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সংগঠনের তরফে পৃথকভাবে কোচবিহার জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের কাছেও একটি স্মারকলিপি জমা দেয় তারা। আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি শ্যামলেন্দু দাস, সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাস প্রমুখ।

রংদার রোববার

আজও উত্তম

বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সুযোগ পাওয়ার পর প্রথম সিনেমাটাই মুক্তি পায়নি। তিনি থেমে থাকেননি। জীবনে বহু অবসাদ এসেছে। সে সব কাটিয়ে তিনি নিজস্ব ছটায় উজ্জ্বল। পাঁচদিন বাদেই তাঁর ৪৬তম প্রয়াণ দিবস। তাঁকে নিয়ে কলম ধরলেন তাঁর সহকর্মী, কাছের মানুষরা। রংদার রোববারের এবারের প্রচ্ছদে উত্তমকুমার।

প্রচ্ছদ কাহিনী মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী

মহানায়ককে নিয়ে আরও লেখা সবাণী মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

ছোটগল্প শিবশংকর সূত্রধর

কবিতা বেণু সরকার, মুন্নী সেন, কাকলি মুখোপাধ্যায়, অজয়পদ সরকার, উত্তম দেবনাথ, ব্রততী দাস, মৌসুমী মজুমদার

পাড়ায় পাড়ায়

থানায় নালিশ জানাবে পুরসভা

তুফানগঞ্জ, ১৮ জুলাই : 'এখানে আবর্জনা ফেলবেন না। অন্যথায় ১ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য হতে পারে।' শহরকে আবর্জনামুক্ত করতে সম্প্রতি তুফানগঞ্জ শহরে এমনই ফ্লেক্স দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। লম্বাপাড়া, মদনমোহনবাড়ি, নিউটাউন সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকার রাস্তায় এই পুর নির্দেশিকা চোখে পড়ছে। এবার তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। মদনমোহন উদ্যান সংলগ্ন বাঁধের পার রোডে ঢুকতেই দেখা যায়, কাঠামো থাকলেও

তুফানগঞ্জ

উধাও ফ্লেক্স। আবার কোথাও মাঝের অংশ ব্লেড দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেই সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। সুমন চক্রবর্তী নামে এক সচেতন নাগরিক লিখেছেন, 'সভ্যসমাজে অসভ্যের বাস। এই ঘটনাই তার প্রমাণ।' তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর বলেন, 'পুর উন্নয়ন দপ্তরের তরফে শহরে মোট ৪৫টি ফ্লেক্স লাগানো হয়। তার মধ্যে ৬টা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। বিষয়টি পুলিশকে জানাব।'

শ্রাবণীমেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে

মাথাভাঙ্গা, ১৮ জুলাই : মাথাভাঙ্গার শ্রাবণীমেলা নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। শিবরাত্রিমেলার মতোই এবারও শ্রাবণীমেলার দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছে মাথাভাঙ্গা পুরসভা। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা জানান, আগামী ২০ জুলাই থেকে মেলা শুরু হলেও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হতে পারে ২৪ জুলাই। প্রায় ২০ দিন ধরে চলবে এই মেলা। মেলায় অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীদের প্রতিটি দোকানের জন্য ২০০ টাকা রানিং ফুট হিসেবে ফি জমা দিতে হবে পুরসভায়। পাশাপাশি, মেলার মাঠের বাইরে কোনও ধরনের দোকান বসানো যাবে না। অতীতে মেলার দায়িত্বে থাকত কিছু ঠিকাদারি সংস্থা। তবে এবার পুরসভার সরাসরি পরিচালনায় কিছু বিতর্কও মাথাচাড়া দিয়েছে। সম্প্রতি এক ঠিকাদারি সংস্থার পক্ষ থেকে মেলার মাঠে খুঁটিপুজো করাকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ স্টল বরাদ্দের জায়গায় খুঁটিপুজো করেছেন। পুরসভার পক্ষ থেকে এর সঙ্গে কোনও যোগ নেই।' সবমিলিয়ে প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে সাজসজ্জা ও নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থাপনায় এবারের শ্রাবণীমেলা জমজমাট হতে চলেছে।

তুফানগঞ্জ

তথ্য ও ছবি : বাবাই দাস ও বিশ্বজিৎ সাহা

পাহাড় ভেঙে মাটি, পাথর পড়ে অবরুদ্ধ রাস্তা। বিরিকদাড়ায়।

ফেল বাড়ছে, উদ্বেগ পিবিইউতে

মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্স চালুর প্রস্তাব বৈঠকে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৮ জুলাই : চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু হয়েছে দুই বছর হল। এরপর থেকেই কলেজগুলিতে 'ফেলের' সংখ্যা বাড়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ঠিক কী কারণে এই সমস্যা, তা নিয়ে আলোচনা করতে এই প্রথম বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে রিভিউ মিটিং করে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলি, পরীক্ষা নিয়ামক অভিজিৎ দেব, কলেজ সমূহের পরিদর্শক দীপঙ্কর পাল সহ অন্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ওই বৈঠক হয়।

বৈঠকে চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাস সংশোধন, প্রশ্নের ধরন পরিবর্তন সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। ঘণ্টা দুয়েকের বেশি সময় ধরে চলে ওই বৈঠক। এছাড়া, পড়ুয়াদের সুবিধার্থে চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের পাশাপাশি তিন বছরের মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স চালুর বিষয়েও প্রস্তাব ওঠে সেখানে বলে জানা গিয়েছে।

এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলি বলেন, 'কলেজগুলিতে খুব অল্প সংখ্যক পড়ুয়া পাশ করেছে। ষষ্ঠ সিমেস্টার পর্যন্ত পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে তারা আর পরের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে না। সেজন্য এদিন বৈঠক করে অধ্যক্ষ এবং টিআইসিদের মতামত নেওয়া হয়েছে।'

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জেলায় ১৪টি ডিগ্রি কলেজ রয়েছে। তার মধ্যে ১টি কলেজ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নয়া শিক্ষানীতি অনুযায়ী, স্নাতক স্তরে প্রথম বছর রেকর্ড সংখ্যক পড়ুয়া ফেল করেছিল। সেবার কলেজগুলিতে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ মিলিয়ে প্রায় ৮৫ শতাংশ পড়ুয়া অনুত্তীর্ণ ছিল। সেসময় কোনও কলেজে পাশের হার ১০ শতাংশ আবার কোথাও পাশের হার ১৪ শতাংশে এসে ঠেকেছিল। সিমেস্টারগুলিতে পাশের হার তুলনামূলক কম হওয়ায় কোর্স চালুর দু'বছর পর রিভিউ মিটিং করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এবিএন শীল কলেজের অধ্যক্ষ নিলয় রায় বলেন, 'দু'বছর পার হয়ে যাওয়ায় এবার ডিগ্রি কোর্স নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে। যেহেতু ডিগ্রি কোর্সে ফেল করা পড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়ছে, তাই ডিগ্রি কোর্স আরেকটু সংশোধন করা যায় কি না, এবিষয়ে আলোচনা হয়েছে।'

বৈঠকে চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের পাশাপাশি তিন বছরের কোর্সও পড়ুয়াদের সুবিধার্থে চালু করা যায় কি না, এবিষয়ে কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ দেবনাথ।

এছাড়া, কলেজগুলিতে ফেল করা পড়ুয়াদের সংখ্যা আমচকা বাড়ায় কোর্সটির সুবিধা-অসুবিধা সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। সবমিলিয়ে এদিনের আলোচনা সার্থক বলছেন তিনি। একই কথা বলেন দিনহাটা কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল আওয়াল। রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রস্তাব এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটির মিটিংয়ের পর তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়গুলি বোর্ড অফ স্টাডিসের কাছে পাঠানো হবে।

একনজরে

নয়া শিক্ষানীতি অনুযায়ী, স্নাতক স্তরে প্রথম বছর রেকর্ড সংখ্যক পড়ুয়া ফেল করেছিলেন

তাই বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে এই প্রথম রিভিউ মিটিং করে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

ঘণ্টা দুয়েকের বেশি সময় ধরে চলে বৈঠক

সিলেবাস সংশোধন, প্রশ্নের ধরন পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা

ধসে কার্যত বিচ্ছিন্ন সিকিম-কালিম্পং

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : ফের ধস কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইনে। দিনভর বন্ধ রইল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। শনিবারও সেই রাস্তা দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না প্রশাসন। এদিকে, রাতে পাপড়খেতির কাছে ধস নামায় গরুবাথান-লাভা রুটেও যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দেখভালের দায়িত্ব দেওয়ার পর সাত-আট মাস পেরিয়ে গেলেও গুরুত্বপূর্ণ সড়কের হাল ফিরছে না কেন?

এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (এনএইচআইডিসিএল) এক আধিকারিক বললেন, 'নিয়মিত ধস নামতে থাকায় এদিন আর কাজ করা যায়নি। শনিবার সকাল থেকে ফের ধস সরানো শুরু হবে। তবে, সেই কাজে কতটা সময় লাগবে বা কখন রাস্তা খুলবে- সেটা বলা সম্ভব নয়।' কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি'র বক্তব্যেও স্পষ্ট উত্তর মিলল না, 'এনএইচআইডিসিএল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তা থেকে ধস সরানোর আশ্বাস দিয়েছে। তবে, যেভাবে ধস নামছে তাতে শনিবারও সেগুলো সরানো কতটা সম্ভব হবে, সেটা বলা মুশকিল।'

দিন কয়েক আগে সেবক ও কালিঝোরার মাঝে জাতীয় সড়কে বোল্ডার পড়ে পুরো রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রশাসন যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়।

ফের বন্ধ লাইফলাইন

> ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তা থেকে ধস সরানোর আশ্বাস দিয়েছে এনএইচআইডিসিএল। তবে, যেভাবে ধস নামছে তাতে শনিবারও সেগুলো সরানো কতটা সম্ভব হবে, সেটা বলা মুশকিল।
>
> -বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি
> জেলা শাসক, কালিম্পং

পরদিন বোল্ডার সহ ধস সরিয়ে পুনরায় যানবাহনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

এবার ধস নেমেছে বিরিকদাড়ায়। শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ ওই পথ দিয়ে প্রচুর যানবাহন যাতায়াত করছিল। ঠিক সে সময় প্রচণ্ড গতিতে পাহাড় ভেঙে মাটি, পাথর পড়তে শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে অনেকটা এলাকাজুড়ে ধস নামায় জাতীয় সড়ক পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, 'এটা আসলে মাউন্টেন স্লাইড। পাহাড়ের অনেকটা অংশ ভেঙে পড়েছে। তবে, ধস নামছে দেখে যানবাহনগুলো দ্রুত পিছনের দিকে সরিয়ে নেওয়ায় হতাহতের খবর নেই। তবে, গাড়ি চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

খবর পেয়ে পুলিশ এবং এনএইচআইডিসিএল-এর আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। নিয়মিত পাহাড় ভেঙে পাথর, মাটি পড়তে থাকায় ধস সরানো শুরু করা যায়নি। বিকেল নাগাদ এনএইচআইডিসিএল-এর আর্থমুভার সহ ধস সরাতে ব্যবহৃত অন্য যন্ত্র ফিরে যায়।

কালিম্পং ও সিকিমের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ধসের পর থেকেই জাতীয় সড়কে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন দেখা গিয়েছে। কিছু গাড়ি ঘুরপথে কালিম্পং ও সিকিম থেকে তিস্তাবাজার, পেশক রোড, দার্জিলিং হয়ে চলাচল করছে। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং ও সিকিমগামী কিছু গাড়ি, বিশেষ করে সিকিম ন্যাশনালাইজড ট্রান্সপোর্টের বাস সেবক থেকে গরুবাথান, কালিম্পং হয়ে আসা-যাওয়া করছিল।

রাতে সেই পথও বন্ধ হয়ে যায়। কিছু গাড়ি পনবু-চারখোল হয়ে যাতায়াত করে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, সিকিম ও শিলিগুড়ির মধ্যে যোগাযোগের জন্য আপাতত পনবুর পথই খোলা থাকছে।

রক্ষী সত্ত্বেও

প্রথম পাতার পর

সবার শিক্ষা নেওয়া উচিত। এখানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার দায় কে নেবে? নিরাপত্তারক্ষীদের আরও বেশি সজাগ হওয়া প্রয়োজন।' এমএসভিপি সৌরদীপ রায় অবশ্য বলেন, 'যাতে এধরনের ঘটনা না হয় সেজন্য নিরাপত্তারক্ষীদের বারবার বলা হয়েছে। আমরা আরও বেশি সচেষ্ট হচ্ছি।' দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। জরুরি বিভাগের করিডরে প্রায়ই তিন-চারটি কুকুরের দেখা মেলে। কুকুরের কারণে এখনও পর্যন্ত সেখানে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও যেভাবে হাসপাতালে একেবারে ভিতরে কুকুর শুয়ে থাকে তাতে অনেকেই আতঙ্কিত। এক রোগীর পরিজন পার্থ কর্মকারের কথায়, 'ছোটদের অনেকেই এখানে কুকুর দেখে ভয় পায়। সেক্ষেত্রে কুকুর যদি রোগীর একেবারে সামনে এসে পড়ে তাহলে সেটা অসুবিধের।' হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডল বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন দুপুরে পুণ্ডিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের জরুরি ও বহির্বিভাগের সামনে দুই-তিনটি কুকুরকে একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। একটি কুকুর একবার তো এক রোগীর দিকে তেড়েও যাচ্ছিল। রাগে গজগজ করতে করতে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন কয়েকজন রোগী। এদিন তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে অবশ্য অন্যরকম দৃশ্য দেখা যায়। অন্যদিন এখানে কুকুর-বিড়ালের আনাগোনা থাকলেও এদিন তেমন কিছু ছিল না। হাসপাতাল অন্যদিনের তুলনায় ছিল ঝকঝকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খোঁজ নিতেই জানা গেল, এদিন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি হাসপাতালে আসার আগেই ঝাঁ চকচকে করে রাখা হয় বিভিন্ন ওয়ার্ড। দেওয়ানহাটে অবস্থিত কোচবিহার-১ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরেও বিভিন্ন সময় কুকুরের আনাগোনা দেখা যায়। দুপুরের দিকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টার লাগোয়া জায়গায় দুটি কুকুরকে শুয়ে থাকতে দেখা গেল।

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ওয়ার্ডে ঢোকার মুখে নিরাপত্তারক্ষী থাকায় সেখানে কুকুর ঢোকার কোনও সুযোগ নেই বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এদিন হাসপাতাল চত্বর ঘুরে সেই ছবিই দেখা গিয়েছে। হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের দুটি প্রবেশপথে নিরাপত্তারক্ষী থাকায় ভিতরে কুকুর দেখা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, মাথাভাঙ্গা বা হলদিবাড়ি হাসপাতাল যদি তাদের ক্যাম্পাসে কুকুর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে বাকি হাসপাতালগুলি কেন পারছে না? রোগীদের সুরক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপের দাবি উঠেছে।

গ্যাসের সংযোগ অঙ্গনওয়াড়িতে

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৮ জুলাই : দীর্ঘদিন ধরে এই চিত্র দেখেই অভ্যস্ত সকলে। ঘরের এক কোণে উনুনে রান্না চাপিয়েছেন সহায়িকা। ধোঁয়ায় ভরে যাওয়া ওই ঘরেরই আরেক কোণে বসে থাকা শিশুদের চোখ থেকে তখন জল পড়ছে। কেউ কেউ আবার কাশতেও শুরু করে। আর অপেক্ষা করে রান্না শেষ হওয়ার। তবে এবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির এই পরিস্থিতি বদলাতে চলেছে। শীঘ্রই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গ্যাসে রান্নার ব্যবস্থা করছে প্রশাসন।

এতদিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে কাঠ অথবা কয়লা দিয়ে রান্না করা হত। হলদিবাড়ি ব্লকে বর্তমানে ২৪২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে ব্লকের ১৭৫টি কেন্দ্রে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে সুসংগত শিশুবিকাশ প্রকল্পের আওতায়। ধাপে ধাপে বাকি কেন্দ্রগুলিতেও সংযোগ দেওয়া হবে। এর আগে হাইস্কুলগুলির পাশাপাশি প্রাথমিক স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের রান্নার জন্য গ্যাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়িতেও এ ব্যবস্থা চালু হওয়ায় খুশি কর্মী ও সহায়িকারা।

হলদিবাড়ি ব্লকের প্রকল্প আধিকারিক প্রীতম সাঁতরা বলেন, 'ইতিমধ্যে কর্মীদের হাতে গ্যাসের ওভেন, লাইটার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি সিলিন্ডারের জন্য আবেদন করা হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার রিফিলের জন্য অনলাইনে আবেদন করলেই প্রশাসনের তরফে টাকা দেওয়া হবে। ফলে এখন থেকে জ্বালানি খরচ বাবদ সহায়িকাদের অ্যাকাউন্টে আর কোনও টাকা ঢুকবে না।'

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যেসব কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর আছে ও পরিকাঠামো ঠিক রয়েছে প্রাথমিকভাবে ওইসব কেন্দ্রকে বেছে নিয়ে এই প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দাসপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী বিজয়া দাসের কথায়, 'এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। আমাদের তো উনুনে রান্না করতে হয়। ধোঁয়ায় বাচ্চারাও কষ্ট পায়। এবার সেই কষ্ট ঘুচবে।'

যে সমস্ত কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি আছে, সেখানে রান্নার জন্য আলাদা ঘর থাকলেও বেশিরভাগ কেন্দ্রেই রান্না হয় বারান্দায়। বর্ষায় কাঠ ভিজে যায়। তখন রান্না করা কঠিন হয়ে পড়ে। এদিকে, শীতকালে জানলা-দরজা বন্ধ থাকায় ধোঁয়া বেরোতে পারে না। এ সব ভেবেই এমন উদ্যোগ।

অঙ্গনওয়াড়ি সুপারভাইজার শেফালি ঘোষ জানিয়েছেন, কেন্দ্রে গ্যাসের ওভেন বসানোর জন্য কংক্রিটের তাক তৈরি করে দেওয়া হবে। তারপর সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর নামে মোবাইল নম্বর সহযোগে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী তথা হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শৈলবালা রায় বলেন, 'এবার থেকে আর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে উনুনে রান্না হবে না। পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি শিশুদের কষ্ট দূর করতেই সরকার এই প্রকল্পের ওপর জোর দিয়েছে।'

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এভাবেই উনুনে রান্না হত এতদিন।

ধর্ষণে গ্রেপ্তার

পলাশবাড়ি, ১৮ জুলাই : ঠাকুরদার বাড়িতে বেড়াতে এসে ধর্ষণের শিকার হল এক নাবালিকা। এলাকার দুই নাবালক তাকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। এমনকি ঘটনাটি চাপা রাখার জন্য ওই নাবালিকাকে ভয়ও দেখায় ১৪-১৫ বছরের দুই অভিযুক্ত। তাই ঘটনাটি দু'দিন চাপা থাকে। ১০ বছরের ওই নাবালিকা একাই ঠাকুরদার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গত ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি বাগানে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পরিবারের তরফে অভিযোগ পেয়ে ইতিমধ্যেই সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ অভিযুক্ত দুই নাবালককে আটক করেছে। অভিযুক্তদের জুভেইনাল কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

গাড়ি ভাঙচুর

প্রথম পাতার পর

তারা আমার এক নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করে। আমার গাড়ির কাচ ভেঙে দেয়। বিষয়টি জানিয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। আসলে ২০২৬-এ তৃণমূল হারবে তাই আতঙ্কে এসব করছে।'

তৃণমূলের কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মনের কথায়, 'এদিন আমরা দলীয় নেতা-কর্মীদের ট্রেনে তুলে দিতে ঘোকসাডাঙ্গায় আসি। সেইসময় বিজেপি বিধায়ককে দেখতে পেয়ে আমরা বিক্ষোভ দেখাই, স্লোগান দিই। বিধায়কের সঙ্গে থাকা এক নিরাপত্তারক্ষী আমাদের যুব সভাপতি স্বপন বর্মন, পঞ্চায়েত সদস্য নুরুল মিয়াঁ ও হামিদুল হোসেন সহ কয়েকজনকে মারধর করে। আমরা বিজেপি বিধায়কের গ্রেপ্তারির দাবি সহ বিষয়টি থানায় জানিয়েছি।' পুলিশ জানিয়েছে, দু'পক্ষই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সারারাজ্যে তৃণমূল ভালো ফল করলেও কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রে গত বিধানসভা ও লোকসভা ভোট, এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনেও পিছিয়ে রয়েছে তারা। এই এলাকা বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত। এদিনের ঘটনা কি বিজেপির ঘাঁটি দখলের ছক, এমনই প্রশ্ন তুলেছে রাজনৈতিক মহল।

বাঙালিয়ানার কুরুক্ষেত্র

প্রথম পাতার পর

তাহলে বিজেপি ছাড়া তোমার আর কোনও দল নেই। রাজবংশী হলে? তৃণমূলে পোষায়নি, তাই উত্তরবঙ্গে ঘাসফুলের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে পদ্মের চাষ করেছ। এখন পদ্মের ফলনে ঘাটতি।

দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গের চা বাগানের বিস্তীর্ণ আদিবাসী বা নেপালি মহল্লায় শুধু লালঝান্ডা উড়ত। এখন কোনও দলের একচেটিয়া আধিপত্য নেই। পাহাড়ে আবার সমতলের মূলধারার কোনও রাজনৈতিক দলের ঝান্ডাই পতপত করে ওড়ে না। সেখানে আলাদা আলাদা পতাকায় বাংলা নয়, গোর্খাল্যান্ডের আবেগ। কথায় কথায় লোকে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট বলেন। আমাদের সরকার কথাটা প্রায় শোনাই যায় না। অতীতে রাজনৈতিক পরিচয়ের অন্য মাত্রা ছিল- গান্ধিবাদী, মার্কসবাদী, সমাজতন্ত্রী, মাওবাদী, হিন্দুত্ববাদী, আম্বেদকর অনুগামী, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাত্যভিমান ইত্যাদি। যেসব শব্দ এখন কেতাবে বা অভিধানে আটকে গিয়েছে। চলতি কথায় রাজনীতির দৈনন্দিন প্রয়োজনেও আর এই পরিচয়গুলি উচ্চারিত হতে শুনবেন না। বড়জোর সন্ত্রাসের সমার্থক অর্থে মাওবাদী লবজটা শোনা যায়। দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, অতি বামপন্থী, মধ্যপন্থী, লোহিয়াপন্থী ইত্যাদি সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিচিতিগুলিও গৌণ হয়ে গিয়েছে।

পরিচিতির বাজারে এখন বাঙালিয়ানার ঢেউ গঙ্গা-ভাগীরথী-মহানন্দা-তিস্তা-তোর্ষায়। 'গর্ব সে কহো হম হিন্দু হ্যায়'-এর বদলে গর্জন হচ্ছে 'আমি গর্বিত বাঙালি।' ভোটের অঙ্কে শুধু হিন্দু-মুসলমান ভেদের চাষ করে 'বাংলার মাটি, দুর্জয় ঘাঁটি'-তে আর তেমন ফলন হচ্ছে না। ভোটের জমিতে তাই দু'ধরনের নতুন সার আমদানি হয়েছে। একটি সারের নাম বাঙালি হিন্দু, অন্যটি বাঙালি নির্যাতন।

তৃণমূলকে বাঙালি হিন্দু-বিরোধী প্রমাণ করতে আগ্রাসী প্রচার চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। যার মোকাবিলায় ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তাকে পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো হাতিয়ার হিসেবে পেয়ে গিয়েছে তৃণমূল। শমীক ভট্টাচার্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি হয়ে হিন্দুর দুর্গাপুজোর ভাসান ও মুসলমানের মহরমের শোভাযাত্রা একসঙ্গে হাঁটবে বলে শুভেন্দু অধিকারীর পেটেন্ট প্রচারে জল ঢেলে দিলেন বলে কেউ কেউ মনে করছিলেন। কিন্তু ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা চর্চায় আসার পর এবং কোচবিহারের একজন রাজবংশীকে অসম সরকার এনআরসি নোটিশ পাঠানোয় শমীককে পুনর্মূষিকো ভব হতে হয়েছে। কোচবিহারে এসে সদ্যনিযুক্ত রাজ্য সভাপতিকে বলতে হল, হিন্দু হলে ভোটার তালিকায় নাম রাখতে কোনও নথিই লাগবে না। মুখে হিন্দু পরিচয় জানালেই হল। ভারতীয়ত্ব প্রমাণের যত দায় শুধু মুসলমানের। আদতে সংস্কৃত শব্দ অস্মিতা এতদিন মারাঠি জাত্যভিমান বোঝাতে বহুল ব্যবহার হত। এখন শব্দটি বাঙালির জাত্যভিমান উসকে দিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভিনরাজ্যে নির্যাতন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হচ্ছে বাঙালি মুসলমানের ওপর। মমতা ধর্মীয় সেই পরিচয় উচ্চারণ না করে হিন্দু-মুসলমানের আবেগ মিশিয়ে ভোটের জমিতে সার ছড়াতে মরিয়া। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ দীর্ঘকালের সমস্যা। জীবন রক্ষায়, জীবিকার প্রয়োজনে বেআইনিভাবে এদেশে অনেকের বসবাস নতুন নয়। মাঝেমধ্যে ধরাও পড়ে। কিন্তু হঠাৎ এবছর ঠিক এই সময়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি পূর্বপরিকল্পিত। যে প্রশ্নটা কলকাতা হাইকোর্ট তুলেছে। এরাজ্যে ৯০ লক্ষ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনে গিয়ে শুভেন্দুর সওয়ালে স্পষ্ট, ধর্মনির্বিশেষে সব বাঙালির ভোটাধিকার ঠেকানোই উদ্দেশ্য। বাঙালি আবেগ উসকে দিতে মমতা তাই দলের ২১শে জুলাইয়ের সমাবেশ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ১৬ জুলাই পথে নেমে পড়লেন।

শমীক বলছেন, হয় এবার নাহয় 'নেভার'। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি হিন্দুকে রক্ষায় এটাই নাকি শেষ সুযোগ। দুর্গাপুরে নরেন্দ্র মোদির সভায় শমীকের ভাষণে স্পষ্ট, মমতার উগ্র বাঙালি প্রাদেশিকতা বিজেপিকে বিড়ম্বনায় ফেলছে। মোদিও বুঝিয়ে দিলেন, অনুপ্রবেশই ২০২৬-এর ভোটে দলের অস্ত্র। ফলে রাজনীতির চর্চায় উন্নয়ন, জীবিকা ইত্যাদি গোল্লায় যাচ্ছে যাক, হিন্দু-মুসলমান পরিচিতির আড়ালে আপাতত কয়েক মাস বাঙালি বনাম বাঙালির কুরুক্ষেত্র হয়ে উঠবে পশ্চিমবঙ্গ। সেই কুরুক্ষেত্রে পরিচিতির ছোট ছোট গণ্ডির কারণে আরও নানা সমীকরণ তৈরি হবে। যেমন রাজবংশী, আদিবাসী, নেপালি ইত্যাদি। এই জনগোষ্ঠীগুলো তৃণমূল না বিজেপির বাঙালিয়ানার পক্ষ নেয়, তার ওপর নির্ভর করছে উত্তরবঙ্গের ভোট চিত্র।

ভালভ খারাপ

প্রথম পাতার পর

কারণ পানীয় জল হিসাবে আমরা এই জলের উপরই নির্ভরশীল। বাধ্য হয়ে জল কিনে খাচ্ছি।' ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অঞ্জনা দে বলেন, 'আমরা এই তোর্ষার পানীয় জলের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকে জল না পাওয়ায় খুবই সমস্যায় পড়েছি।' কোচবিহার শহরের ২০টি ওয়ার্ডে লক্ষাধিক লোকের বাস। পুর কর্তৃপক্ষ তোর্ষা পানীয় জলপ্রকল্পে ও পাম্পের সাহায্যে মাটির গভীর থেকে জল তুলে বাসিন্দাদের পানীয় জল সরবরাহ করে। এই দুটি প্রকল্পে পুরসভা থেকে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ পানীয় জলের সংযোগ নিয়েছেন। এর মধ্যে তোর্ষা পানীয় জলপ্রকল্পে ১৮ হাজারের মতো সংযোগ রয়েছে। অথচ দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে শহরের বাসিন্দাদের পানীয় জলের সমস্যা কোনওভাবেই মিটছে না। কারণ, তোর্ষা পানীয় জলপ্রকল্পে মাঝেমধ্যেই ভালভ খারাপ হয়ে জল আসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে যে ভালভটি খারাপ হয়েছে মাসতিনেক আগেও একইভাবে সেটি খারাপ হয়েছিল। তখনও কয়েকদিন জল পরিষেবা বন্ধ ছিল। এছাড়া বেশি বৃষ্টি হলে নদীতে পাইপের মুখে আবর্জনা জমে জল আসা বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে, মাটির নীচ থেকে পাম্পের সাহায্যে জল তুলে পুরসভা বাসিন্দাদের যে জল বিতরণ করে, সেখানেও প্রচুর সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, অধিকাংশ পাম্প প্রচুর পুরোনো হওয়ায় সেগুলি মাঝেমধ্যেই বিকল হয়ে যাচ্ছে। আবার দীর্ঘদিন ধরে এক জায়গা থেকে জল তোলার কারণে কোনও কোনও জায়গা থেকে ঠিকঠাক জল উঠছে না বলে পুরসভার দাবি। এছাড়া পাইপলাইনের সমস্যা তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে শহরের বাসিন্দারা পানীয় জলের সমস্যা থেকে কোনওভাবেই রেহাই পাচ্ছেন না।

২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উজ্জ্বল তর, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মায়া সাহা, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ মজুমদার সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে বৃহস্পতিবার থেকে তাঁদের ওয়ার্ডে তোর্ষার পানীয় জল আসছে না। উজ্জ্বল বলেন, 'গরমে জল না পাওয়ায় বাসিন্দারা সত্যিই সমস্যায় পড়েছেন।' মায়া বলেন, 'মাস তিনেক আগেই আমার ওয়ার্ডে এই ভালভটা খারাপ হয়েছিল। তখন সেটা ঠিক করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার থেকে সেটি আবার খারাপ হয়ে গিয়েছে। এতে মানুষ জল পাচ্ছে না।'

স্কুলে উদ্ধার ১৩ গোখরোর বাচ্চা

বানারহাট, ১৮ জুলাই : বানারহাট হাইস্কুলের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নীচের ঘর থেকে শুক্রবার উদ্ধার করা হল ১৩টি গোখরো সাপের বাচ্চা। দুপুরে ওই ঘর থেকে একটি গোখরো সাপের বাচ্চাকে বেরোতে দেখে এক পড়ুয়া। প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি জানালে স্কুল কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ বন দপ্তরে খবর দেয়। বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপের বাচ্চাগুলি উদ্ধার করেন।

মোদির ভাষণে

প্রথম পাতার পর

দেশের সামনে তৃণমূলের সেই ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। তারপরেও ওরা অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে নতুন করে ওকালতি শুরু করে দিয়েছে।'

তৃণমূল ও বিভিন্ন বিরোধী দল নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে আরম্ভ করেছে। সেই অভিযোগেরও জবাব দেন মোদি। তিনি বলেন, 'এরা দেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।' বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের বাংলা বিরোধী তকমা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'বিজেপি এমন একটি দল, যার বীজ বপন হয়েছিল এই বাংলায়। নিজের রক্ত দিয়ে বাংলায় মহান নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দলকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি যে এক দেশ, এক সংবিধানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটাই বিজেপির সংকল্প হয়ে গিয়েছে।'

মোদির ভাষায়, দেশের যেখানেই বিজেপি আছে, সেখানে বাংলার সম্মান আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কী হচ্ছে? নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের পরিচয়কে বাজি ধরতেও কসুর করছে না। তিনি মনে করিয়ে দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এসে বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। শুক্রবার কবি বিষ্ণু দে'র জন্মদিনও মনে করিয়ে দেন তিনি। তাঁর কথায়, 'বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা দিয়ে আমরা বিষ্ণু দে'র মতো বাঙালি সাহিত্যিককে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছি।'

কালীবন্দনায় কটাক্ষ

প্রথম পাতার পর

অনুপ্রবেশ নিয়ে মোদি অনেক কথা বললেও তৃণমূল কিন্তু তার জবাব দেওয়ার পথে হাঁটেনি। বরং দলের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রীর গর্জন কি দেশজুড়ে বাঙালির নির্যাতন লুকোতে পারবে?' পরে সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল পালটা অস্ত্র করে রাজ্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগকে। তিনি বলেন, '১০০ দিনের কাজের দৃশ্যমান বকেয়া ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা নিয়ে কেন চুপ মোদিজি?'

উলটে তৃণমূল মুখপাত্রের অভিযোগ, বাংলাভাষী মানুষের ওপর অত্যাচার থেকে শুরু করে খাওয়াদাওয়ার ওপর ফতোয়া জারি করে প্রধানমন্ত্রী নিজেই সংবিধানের অবমাননা করছেন। কুণাল বলেন, 'কে কী খাবেন, সেটা কেন্দ্র ঠিক করে দিতে পারে না। গণতান্ত্রিক দেশে কেউ শিঙাড়া খাবেন, কেউ জিলিপি। বাংলায় মাছে-ভাতে মানুষ। আমরা খাদ্যের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।' সাংবাদিক বৈঠকে শিঙাড়া, জিলিপি খেয়ে, খাইয়ে প্রতিবাদ জানান চন্দ্রিমা, কুণালরা।

দুর্গাপুরে আসার আগে শুক্রবার বিহারের এক সভায় জলপাইগুড়ি ও বীরভূমকে যথাক্রমে জয়পুর ও বেঙ্গালুরুর মতো গড়ে তোলার আশ্বাস ছিল প্রধানমন্ত্রীর গলায়। পালটা চন্দ্রিমা বলেন, 'বেঙ্গালুরুর আদলে বীরভূম ও জয়পুরের আদলে জলপাইগুড়ি সাজানো কীভাবে সম্ভব? প্রাকৃতিক ধরনটাই যে পুরো আলাদা।' উলটে তিনি পরামর্শ দেন, 'বাংলার উন্নয়নের চিন্তার বদলে পহলগামের পর্যটকদের পাহারা দিন প্রধানমন্ত্রী। মঞ্চে দলবদলুদের নিয়ে বসে উন্নয়ন সম্ভব নয়।

রাজ্যের শাসক শিবিরের প্রশ্ন, ৮৮ দিন পার হওয়ার পরেও জঙ্গিদের কেন ধরা গেল না? শশীর দাবি, 'সংসদে পহলগাম নিয়ে বিশেষ অধিবেশন হোক। এবিষয়ে এখনও প্রধানমন্ত্রী নীরব কেন?' রাজ্যসভা সাংসদ সাগরিকা ঘোষ একধাপ এগিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশি বলে অপমান করে বাঙালিদের জেলে পোরা নিয়ে হাইকোর্ট যখন প্রশ্ন তুলছে, তখন মোদিজি কি আদালতের ঊর্ধ্বে?'

তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ

প্রথম পাতার পর

এর আগে বন দপ্তরের পেতে রাখা খাঁচায় সেখানে পরপর তিনটি চিতাবাঘ ধরাও পড়ে। বাগানের পিন্টু বড়াইক নামে এক শ্রমিক বলেন, 'এখানে প্রাণের কোনও মূল্য নেই। শিশুটির এমন মৃত্যু কোনওভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।'

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী বলেন, 'অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। এই শোকের কোনও ভাষা নেই। পরিবারটির পাশে প্রশাসন ও বন দপ্তর সবরকমভাবে থাকবে।

এর আগে গত বছরের ১৯ অক্টোবর নাগরাকাটার খেরকাটা গ্রামে একইভাবে বাড়ির উঠোন থেকে সুশীলা গোয়ালা নামে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে যায়। পরে খেরকাটার জঙ্গল থেকে তার খোবলানো দেহ উদ্ধার হয়। তার আগে গত বছরেরই জুলাইয়ের আগে বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগানে এক শিশুর এভাবেই মৃত্যু হয়। ২০২৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর বীরপাড়া থানার ঢেকলাপাড়া চা বাগানের নেপানিয়া ডিভিশনে চিতাবাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয় সানি ওরাওঁ নামে আরেক শিশুর। গত বছরের ৮ জানুয়ারি ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও চা বাগানে উদ্ধার হয় মাঝবয়সি মহিলার খুবলে খাওয়া দেহ। গত বছরের ১০ জানুয়ারি বীরপাড়া চা বাগান থেকে উদ্ধার হয় প্রতীক্ষা ওরাওঁ নামে এক ৯ বছর বয়সি শিশুকন্যার খুবলে খাওয়া দেহ।

চা বাগানগুলিতে একের পর এক চিতাবাঘের হামলা নিয়ে ডুয়ার্সজুড়ে ক্ষোভ চরমে। বন দপ্তরের নজরদারি নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলছেন বাগানের শ্রমিকরা। একইভাবে গ্রামগুলিতে হাতির হামলা মারাত্মক আকার নিয়েছে। এদিনও হাতির হানায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতে লাগাম দিতে পারলে পরিস্থিতি যে কোনও সময় হাতের বাইরে চলে যাবে, এমন আশঙ্কা করছে বন দপ্তর ও পুলিশের নীচুতলার কর্মীরাও।

আজ অভিশপ্ত ম্যাঞ্চেস্টারে শুভমানরা

লন্ডন, ১৮ জুলাই : লর্ডসের লড়াই এখন ইতিহাস। সেই ইতিহাসের স্মৃতি এখনও তাজা ক্রিকেটমহলে।

সঙ্গে রয়েছে সিরিজে পিছিয়ে পড়ার যন্ত্রণাও। এমন যন্ত্রণা, যা হয়তো কোনওদিনও কাটবে না শুভমান গিলদের মন থেকে।

লর্ডসে রবীন্দ্র জাদেজার অসাধারণ অপরাজিত ৬১ রানের ইনিংসের প্রশংসা হয়েছে। সেই প্রশংসা এখনও চলছে। 'দ্য হোম অফ ক্রিকেটে' টিম ইন্ডিয়ার ২২ বেলার দিকে ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছানোর পরই দুপুরের দিকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড স্টেডিয়ামে রয়েছে ভারতীয় দলের ঐচ্ছিক অনুশীলন। আর আগামীকাল দুপুরের সেই অনুশীলনেও ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহের কেন্দ্রে জসপ্রীত বুমরাহ ও ঋষভ পন্থ। প্রথমজন ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের ধাক্কা সামলে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে কি খেলবেন? ২৩ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা চতুর্থ টেস্টে টিম ইন্ডিয়া হেরে গেলে সিরিজও

শুক্রবার জিম সেশনের পর নিজেকে আরও শক্তিশালী ভাবছেন মর্নি মরকেল।

জাড্ডুর লড়াইয়ের প্রশংসায় গম্ভীর

রানে হারের পর ভারতীয় দলের সাজঘরে শুভমানদের জন্য বক্তৃতা দিতে গিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরও স্যর জাদেজাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'লর্ডসে অবিশ্বাস্য একটা লড়াই দেখেছি আমরা। জাড্ডুর ইনিংস সত্যিই অসাধারণ।' জাদেজাকে নিয়ে কোচ গম্ভীরের এমন প্রশংসার পরও দলের সবচেয়ে সিনিয়ার সদস্যের প্রতি গম্ভীরের অতীতের মনোভাব বদলের খবর নেই। ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকও জাদেজার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন প্রশংসার লাভ কী? খেলার শেষে টিম ইন্ডিয়া পরাজিতর দলে। সিরিজে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার দলেও।

২২ রানে লর্ডস টেস্ট হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়ার পর শনিবার লন্ডন থেকে ম্যাঞ্চেস্টার রওনা হচ্ছে ভারতীয় দল।

> লর্ডসে অবিশ্বাস্য একটা লড়াই দেখেছি আমরা। জাড্ডুর ইনিংস সত্যিই অসাধারণ।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

হাতছাড়া হবে ভারতের। তাই অনেকটা মরণবাঁচন পরিস্থিতিতে দলের সঞ্জীবনী সুধা হিসেবে বুমরাহ মন্ত্র জপতে শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু বল হাতে বুমরাহকে মাঠে পাওয়া যাবে কিনা, সেটা কারও জানা নেই এখনও। যদিও গতকাল বেকেনহামে ভারতীয় দলের অনুশীলনে অর্শদীপ সিং বাঁহাতে চোট পাওয়ার পর মনে করা হচ্ছে, বুমরাহকে দেখা যাবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে।

ঋষভের জন্যও ছবিটা একইরকম। লর্ডস টেস্টের মাঝেই চোট পেয়েছিলেন তিনি। দুই ইনিংসেই আঙুলের চোট নিয়ে ব্যাটিং করলেও ঋষভ কিপিং করেননি। ধ্রুব জুরেল তাঁর পরিবর্ত হিসেবে উইকেটকিপিং করলেও দলকে ভরসা দিতে ব্যর্থ। যার প্রমাণ, ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩২ রান। লর্ডস টেস্টের ভাগ্য নির্ধারণে শ্রীযুক্ত অতিরিক্ত ৩২ রান নিশ্চিতভাবেই বড় ফ্যাক্টর। বুমরাহ-ঋষভ ধোঁয়াশার মধ্যেই আজ নতুনভাবে সামনে এসেছে ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার ব্যর্থতার করুণ ছবি। ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে মোট ৯টি টেস্ট খেলেছে টিম ইন্ডিয়া। জয় নেই কোনও ম্যাচে। চারটি টেস্ট হার ও পাঁচটি ড্রয়ের করুণ ছবিটা কি শুভমানরা এবার বদলে দিতে পারবেন? জবাব দেবে সময়। আপাতত ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য আক্ষরিক অর্থেই 'অভিশপ্ত'। এজবাস্টনের পর ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের অভিশাপ কি কাটাতে পারবেন শুভমানরা?

এমন জল্পনার মাঝেই আজ টিম ইন্ডিয়ার জন্য ডিউক বল বিতর্কে এসেছে সুখবর। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের তিনটি টেস্টেই বল নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। দুই দলের অন্দরেই ক্ষোভ রয়েছে ডিউক বল নিয়ে। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ফের নতুন বিতর্ক হবে কিনা পরের কথা। তার আগে ডিউক বলে নির্মাণকারী সংস্থার প্রধান দিলীপ জাজোদিয়া আশ্বাস দিয়েছেন, বল নতুনভাবে খতিয়ে দেখার। যদি কোনও সমস্যা নজরে আসে, তাহলে বল পরিবর্তনও হতে পারে আগামীদিনে।

কিন্তু তার আগে ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের ভাগ্য চূড়ান্ত হয়ে গেলে ডিউক বল নির্মাণকারী সংস্থার প্রধানের আশ্বাস গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে।

ক্যাসে মুখ পুড়ল ফেডারেশনের

ইন্টার কাশীকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুলাই : ফের মুখ পুড়ল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের। ইন্টার কাশীকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করতে ফেডারেশনকে নির্দেশ কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসের (ক্যাস)।

পয়েন্টের ভিত্তিতে প্রথমে ইন্টার কাশীকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হলেও পরে নিজেদের মত বদল করে ফেডারেশন। সমস্যার শুরু মারিও বার্কো নামের এক স্প্যানিশ ফুটবলারকে নিয়ে। তাঁকে একবার ছেড়ে দিয়ে ফের নতুন করে নথিভুক্ত করিয়ে নিয়ম ভেঙেছে কাশী, এমনটাই অভিযোগ ছিল চার্চিল ব্রাদার্স, রিয়াল কাশ্মীর ও নামধারী এফসি-র। ফলে প্রথমে পয়েন্টের ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করলেও অ্যাপিল কমিটির

> **সত্যিটা সামনে এসেই যায়।**
>
> -ক্যাসের রায় ঘোষণার পর সামাজিক মাধ্যমে ইন্টার কাশীর প্রতিক্রিয়া

সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চার্চিল ব্রাদার্সকে ট্রফি দেওয়া হয়। গত ৩১ মে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের অ্যাপিল কমিটি এই সিদ্ধান্ত নেয়। যার বিরুদ্ধে ৪ জুন ক্যাসে আবেদন করে ইন্টার কাশী। আগেই মারিওর নথিভুক্তি বৈধ বলে জানিয়েছিল ক্যাস। চ্যাম্পিয়নশিপের ক্ষেত্রেও ক্লাবের পক্ষেই রায় গেল। যে কোনও ফুটবলারকে নথিভুক্ত করাতে হয় ফেডারেশনের মাধ্যমে। এআইএফএফ যখন তাঁকে নথিভুক্ত করাতে অনুমতি দিয়েছে তখন ভুলটা তাদের বলেই ধরছে ফিফার এই আদালত। এদিন কাশীকে ৪২, চার্চিলকে ৪০, রিয়াল কাশ্মীরকে ৩৭ ও নামধারী এফসিকে ২৯ পয়েন্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ক্যাসের তরফে। শুক্রবার নির্দেশ মেনে এআইএফএফ ইন্টার কাশীকে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে।

এদিনের রায়ে ইন্টার কাশীকে চ্যাম্পিয়ন হিসাবে ঘোষণা করার পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই কেস চালানোর খরচ হিসাবে ফেডারেশনকে ৫৫ শতাংশ এবং চার্চিল, নামধারী ও রিয়াল কাশ্মীরকে ১৫ শতাংশ করে ক্যাসকে দিতে হবে। এছাড়াও আদালতে মামলা চালানোর খরচ হিসাবে ফেডারেশন ৩০০০ সুইস ফ্রাঁ দেবে কাশীকে। বাকি তিন ক্লাব যারা এই মামলায় জড়িত তারা দেবে ১০০০ সুইস ফ্রাঁ করে। এদিন এই বিষয়ে আলেমাও চার্চিলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তবে অন্দরের খবর, ফেডারেশনের তরফে চার্চিলের কাছে আই লিগ ট্রফি এদিনই ফেরত চাওয়া হলেও তারা দিতে অস্বীকার করে। ট্রফি ফেরত না দিলে সাসপেনশনের সামনে পড়তে হতে পারে গোয়ার এই পারিবারিক ক্লাবকে। ইন্টার কাশী সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে জানিয়েছে, 'সত্যিটা সামনে এসেই যায়।' কাশীকে চ্যাম্পিয়ন করার পিছনে নিশ্চিতভাবেই অবদান রয়েছে এক সময়ে আইএসএলের অন্যতম সফল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের। তিনি অবশ্য আপাতত ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ভারতের জাতীয় দলের কোচ হওয়ার আবেদন করেছেন। তবে যা খবর তাতে তাঁর জাতীয় দলের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। ফলে তাঁকে আবার আইএসএলে ইন্টার কাশীর কোচ হিসাবে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

উত্তর ভারতের এই ক্লাবকে ক্যাস চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করায় খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন এফএসডিএল কর্তারাও। কারণ আর্থিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু চার্চিলকে আইএসএলে নিতে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না তাঁরা। তুলনায় তাদের কাছে অনেকবেশি পছন্দের কাশী। এখন দেখার, আইএসএলে উত্তীর্ণ হয়ে দল গড়া ও পরিকাঠামোগতভাবে তারা কীভাবে এগোয়।

সাড়ে তিন মাস আগেই আই লিগ জয়ের উচ্ছ্বাসে মেতেছিল ইন্টার কাশী। শুক্রবার অবশেষে এআইএফএফ-এর তরফে তাদের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হল।

ঋষভকে খেলানো নিয়ে সতর্ক করছেন শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : মাঝে ঠিক চারদিন।

২৩ জুলাই সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। প্রশ্ন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের যে গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে আদৌ কি ঋষভ পন্থকে দেখা যাবে? উত্তর নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা, অনিশ্চয়তা। টিম সূত্রের খবর, আঙুলের চোট পুরোপুরি না সারলে হয়তো শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে খেলবেন।

প্রাক্তন হেডকোচ রবি শাস্ত্রী যদিও এই নিয়ে সতর্ক করছেন। যুক্তি, ঋষভকে নিয়ে ঝুঁকির রাস্তায় হাঁটা উচিত নয় টিম ম্যানেজমেন্টের। একশো ভাগ ফিট না হলে, বিশ্রাম দেওয়া উচিত। ঋষভ আঙুলের চোট নিয়ে লর্ডসে ব্যাটিং (৭৪ ও ৯) করতে

> শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে ঋষভকে খেলানো উচিত নয় বলে মনে করি আমি। একমাত্র উইকেটকিপার-ব্যাটার হলে ঠিক আছে। কারণ, আঙুলে চোট যদি পুরোপুরি না সারে, খালি হাতে ফিল্ডিং করা আরও ঝুঁকির।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

নেমেছিলেন দলের প্রয়োজনে। কিন্তু আর ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়, পরামর্শ শাস্ত্রীর।

শাস্ত্রী বলেছেন, 'শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে ঋষভকে খেলানো উচিত নয় বলে মনে করি আমি। একমাত্র উইকেটকিপার-ব্যাটার হলে ঠিক আছে। কারণ, আঙুলে চোট যদি পুরোপুরি না সারে, খালি হাতে ফিল্ডিং করা আরও ঝুঁকির। কিপিংয়ে বরং গ্লাভসের নিরাপত্তা থাকে। চোটের জায়গায় লাগলে আরও খারাপ দিকে যেতে পারে।'

শাস্ত্রীর মতে, ঋষভের চোট ঠিক কী পর্যায়ে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। তারপরই ওকে খেলানোর কথা ভাবা উচিত। ঝুঁকি থাকলে বিশ্রাম নিয়ে ওভালে পঞ্চম তথা সিরিজের শেষ ম্যাচে ফিরুক। আনফিট ঋষভকে খেলালে, সেই দুর্বলতা কিন্তু প্রতিপক্ষের কাছে বার্তা দেবে।

লর্ডসে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস চলাকালীন বল ধরার সময় আঙুলে চোট পান। বাকি ম্যাচে ঋষভের জায়গায় উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলান ধ্রুব জুরেল। ঋষভ শুধু ব্যাটিং করেন। শাস্ত্রীর দাবি, চোট-পরিস্থিতিতে জুরেলকেই চতুর্থ ম্যাচে খেলানো যেতে পারে। এখনও পর্যন্ত চারটি টেস্ট খেলে ৪০.৪০ গড়ে ২০২ রান করেছেন জুরেল।

এদিকে, যশস্বী জয়সওয়ালকে ছটফটানি কমানোর পরামর্শ দিলেন দিলীপ বেঙ্গসরকার। লর্ডসে দুই ইনিংসেই ব্যর্থ যশস্বী (১৩ ও ০)। বেঙ্গসরকার বলেছেন, 'জয়সওয়াল দক্ষ খেলোয়াড়।

ছটফটানি কমাও, যশস্বীকে কর্নেল

প্রতিশ্রুতিবান। তবে আগ্রাসী মানসিকতায় কিছুটা কাটছাঁট করতে হবে। টেস্ট ক্রিকেটে প্রতিটি বল বুঝে খেলার প্রয়োজন হয়। উনিশ-বিশ ভুলে উইকেট চলে যায়। প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরির পর রান নেই ওর ব্যাটে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে ধারাবাহিকতা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।'

তবে জ্যাক ক্রলির সঙ্গে ঝামেলায় শুভমান গিলের ব্যাটিং মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটেছে বলে মনে করেন না বেঙ্গসরকার। তাঁর মতে, ওই ঘটনায় নিজের অবস্থান পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় শুভমান। এরসঙ্গে ব্যাটিং ব্যর্থতার সম্পর্ক আছে বলে মনে করি না। গোটা সিরিজে মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় রাখছে ভারত অধিনায়ক হিসেবে। হেডিংলেতে দুর্দান্ত খেলেছে। বার্মিংহামেও। লর্ডসের ব্যর্থতার জন্য মোটেই দায়ী নয় ক্রলির ঘটনা।

করুণে আস্থা বিদর্ভ কোচ উসমানের

নাগপুর, ১৮ জুলাই : প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি। করুণ নায়ার এখনও পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার মিশন বিলেতে ব্যাট হাতে নিজেকে মেলে ধরতে ব্যর্থ। হেডিংলে টেস্টে ছয় নম্বরে ব্যাটিং করলেও এজবাস্টন ও লর্ডসে তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছেন করুণ। পরিসংখ্যান বলছে, তিন টেস্টের ছয় ইনিংসে করুণের মোট রান ১৩১। যা একেবারেই স্বস্তির নয়।

লর্ডস টেস্টে হারের পর কাল ম্যাঞ্চেস্টার যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে করুণকে নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। তিনি কি ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে খেলবেন? নাকি তাঁর পরিবর্তে বি সাই সুদর্শনকে খেলানো হবে? জল্পনা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে।

এমন অবস্থায় আজ করুণের হয়ে ব্যাট ধরেছেন বিদর্ভের কোচ উসমান ঘানি। তিনি আশাবাদী, করুণ সিরিজের বাকি থাকা দুই টেস্টে খেলবেন। সফলও হবেন। কেন তিনি এমন মন্তব্য করেছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন উসমান। বিদর্ভের কোচ বলেছেন, 'করুণকে দীর্ঘসময় ধরে চিনি। মানসিকভাবে খুব শক্তিশালী ও। মানসিক শক্তি না থাকলে আট বছর পর জাতীয় দলে ফেরা যায় না। করুণ সেটা করে দেখিয়েছে। আমার ধারণা, সিরিজের বাকি দুই টেস্টেও ও খেলবে। আর নিজেকে মেলে ধরবে।'

বিদর্ভের হয়ে শেষ ঘরোয়া মরশুমে প্রায় ৯০০ রান করেছিলেন করুণ। বিদর্ভের রনজি ট্রফি জয়ের নেপথ্যে করুণের পারফরমেন্স বড় ফ্যাক্টর ছিল। বিদর্ভের কোচের কথায়, 'করুণ ছয় ইনিংসে দুইবার দুর্দান্ত ডেলিভারিতে আউট হয়েছে। বাকি ইনিংসে ভালো শুরুর পরও ফিরতে হয়েছে। আমি নিশ্চিত দ্রুত ভুল শুধরে নেওয়া অন্য করুণকে দেখব আমরা। হয়তো ম্যাঞ্চেস্টারেই।'

চেন্নাইয়ানে বিদায় কোয়েলের

গোয়ার দায়িত্বেই থাকলেন মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুলাই : এলেন মানোলো মার্কুয়েজ রোকা। গেলেন ওয়েন কোয়েল।

এদিন স্পেন থেকে ভারতে ফিরলেন ভারতের জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে সদ্য অপসারিত মানোলো। তিনি নিজেই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চাওয়ায় তাঁকে গত ২ জুলাই অব্যাহতি দেয় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। হংকংয়ের বিপক্ষে হারের পরই স্পেনে ফিরে গিয়েছিলেন মানোলো। তবে তিনি যে এফসি গোয়ারই দায়িত্ব নিতে চলেছেন, সেকথা তখনই বোঝা যাচ্ছিল। অবশেষে এদিন চলে এলেন গোয়ায়। তবে লম্বা নয় তাঁর সঙ্গে ক্লাবের চুক্তি হচ্ছে শুধুমাত্র ২০২৫-'২৬ মরশুমেরই। যা এদিন গোয়ার পক্ষ থেকেই জানানো হয়। চুক্তির পর মানোলো বলেছেন, 'আমি খুশি যে আবারও এফসি গোয়ার কোচ হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেলাম। আমার নিজের কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে যদি ভারতে কাজ করি তাহলে সেটা এফসি গোয়াতেই করব।' অর্থাৎ তিনি আগেই ক্লাব কোচিংয়ে ফিরে আসা নিশ্চিত করেছিলেন।

মানোলো মার্কুয়েজ রোকা

এদিকে, তাঁর ফিরে আসার দিনেই চেন্নাইয়ান এফসি বিদায় দিল কোয়েলকে। এই ইংরেজ কোচের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্ক হলেও সম্প্রতি তিনি সাফল্য দিতে না পারাতেই সম্ভবত এই বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত। তাঁকে এমনকি বকেয়া মিটিয়ে ছাঁটাই করে চেন্নাইয়ান। নতুন কোচের নাম অবশ্য এখনও জানানো হয়নি।

শাস্তির কবলে প্রতীকা

সাদাম্পটন, ১৮ জুলাই : দুইটি ভিন্ন ঘটনায় অভিযুক্ত। আইসিসির শাস্তির কবলে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জয়ের পর একদিনের সিরিজেও এগিয়ে গিয়েছেন ভারতের মেয়েরা। তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে সাদাম্পটনে ইংল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়েছেন জেমিমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মারা। ওই ম্যাচেই আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় প্রতীকার ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।

ম্যাচের ১৮তম ওভারে দৌড়ে রান নেওয়ার সময় ইংল্যান্ডের বোলার লরেন বেলকে ধাক্কা দেন প্রতীকা। পরবর্তী ওভারে আউট হওয়ার পর সাজঘরে ফেরার পথে ইংলিশ স্পিনার সোফিয়া একলেস্টোনের সঙ্গেও একই আচরণ করেন তিনি। এর জেরেই জরিমানার পাশাপাশি প্রতীকার নামের সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও যোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে, নির্ধারিত সময়ে এক ওভার কম বোলিং করায় ইংল্যান্ড দলকে ম্যাচ ফি-র ৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।

কুলদীপকে প্রথম একাদশে চান

বাড়তি বোলার খেলাও : রাহানে

মুম্বই, ১৮ জুলাই : ইচ্ছে ছিল বিলেত সফরে দলের সঙ্গে যাওয়ার।

মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়নি। সফরের মাঝেও নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বলে খবর। কিন্তু লাভ হয়নি। যদিও মন পড়ে সেই ইংল্যান্ড সফররত ভারতীয় দলে। এদিন অবশ্য নিজের জন্য নয়, দলের লাভের জন্যই ব্যাট ধরলেন আজিঙ্কা রাহানে।

১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা দলকে সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর রাস্তাও বাতলে দিলেন। গৌতম গম্ভীর, শুভমান গিলদের উদ্দেশে একদা স্টপগ্যাপ অধিনায়ক হিসেবে দলের দায়িত্ব সামলানো রাহানের পরামর্শ, জিততে হলে ২০ উইকেট দরকার। যে লক্ষ্য পূরণে বাড়তি বোলার খেলানো উচিত ভারতের।

জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপের সঙ্গে গত টেস্টে দুই স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর খেলেছেন। পেস-অলরাউন্ডার হিসেবে দলে ছিলেন নীতীশকুমার রেড্ডিও। যদিও রাহানের যুক্তি, কুলদীপের বোলিং বৈচিত্র্য, স্পিন দক্ষতা এক্স ফ্যাক্টর হবে। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে সিরিজে টিকে থাকার দ্বৈরথে যে অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত।

২৩ জুলাই শুরু ম্যাঞ্চেস্টারের চতুর্থ টেস্ট নিয়ে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে রাহানে বলেছেন, 'সিরিজে এখন দল পিছিয়ে। গত ম্যাচের হার ভুলে সামনের দিকে তাকাতে হবে। ভারতীয় দলের উচিত বাড়তি একজন বোলার খেলানো। টেস্ট ও টেস্ট সিরিজে জিততে হলে ম্যাচে ২০ উইকেট নিতে হবে। কুলদীপের কথা ভাবা উচিত।'

লর্ডস টেস্টে হারের ধাক্কা ভুলে বেকেনহামে ফুরফুরে মেজাজেই ছিল ভারতীয় দল।

আজিঙ্কার মতে, লর্ডস টেস্টে ভারতের সামনে জেতার খুব ভালো সুযোগ ছিল। প্রথম ইনিংসে বড় স্কোরের সম্ভাবনা তৈরি করেও তা হাতছাড়া হয়। অন্তত ১০০-১৫০ রান কম হয়েছে। বলেছেন, 'আমরা জানি চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে ব্যাটিং সবসময় কঠিন। রান করা সহজ নয় শেষ দুইদিনে। পাশাপাশি মানছি শেষ টেস্টে ইংল্যান্ড ভালো বল করেছে। কিন্তু ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, প্রথম ইনিংসে বড় স্কোর করার সুযোগ ছিল। আমরা তা হাতছাড়া করেছি।'

বেন স্টোকসকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। রাহানে বলেছেন, 'লাঞ্চের ২-৩ বল আগে সাধারণ ফিল্ডাররা একটু রিল্যাক্সড মুডে চলে যায়। কিন্তু স্টোকসকে দেখুন। ঋষভ পন্থের রানআউটের ক্ষেত্রে যে তাগিদ দেখিয়েছে বেন স্টোকস, তা প্রশংসনীয়। স্টোকসের ওই তৎপরতাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। যেখান থেকে ওরা ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ বের করে নেয়।'

গম্ভীরের ব্যক্তিত্ব 'কাঁটা' কিনা প্রশ্ন কার্স্টেনের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : হাসি কম। নামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বাড়তি গাম্ভীর্য চোখেমুখে। গৌতম গম্ভীরের যে 'ব্যক্তিত্ব' ভারতীয় দলে কোচ-ক্রিকেটার সম্পর্কে কতটা সহায়ক, ঘুরিয়ে প্রশ্ন উসকে দিলেন গ্যারি কার্স্টেন।

ভারতের প্রাক্তন বিশ্বজয়ী হেডকোচের মতে, খেলোয়াড় গম্ভীর সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। বর্তমান কোচ মহেন্দ্র সিং ধোনির বিশ্বজয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিলেন। ২০১১ সালের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ঐতিহাসিক ফাইনালে ৯৭ রানের দুরন্ত ইনিংসও খেলেন। তবে কোচ হিসেবে গম্ভীর কীরকম, সেই সম্পর্কে ধারণা নেই।

অধিনায়ক ধোনিকে অনুসরণ করুক গিল

কোচ গম্ভীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরও একটা ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য কার্স্টেনের। বর্তমান হেডকোচের 'গাম্ভীর্য' সাজঘরের পরিবেশের ক্ষেত্রে কাঁটা নয় তো? এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'কোচ গৌতম কেমন, আমার জানা নেই। তবে খেলোয়াড় হিসেবে দুর্দান্ত ছিল। আমার অত্যন্ত প্রিয়। মানসিক কাঠিন্য ক্রিকেট কেরিয়ারে ওর জন্য খুব কার্যকর ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল গৌতমের এই ব্যক্তিত্ব বর্তমান দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে বোঝাপড়া তৈরির ক্ষেত্রে কোনও বাধা নয় তো? আমি আশাবাদী ওকে নিয়ে। আশাকরি, সাপোর্ট স্টাফদের পুরো সহযোগিতা পাবে গৌতম।'

অধিনায়ক শুভমান গিলকে নিয়ে এদিকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ক্রিকেটমহলে। সঞ্জয় মঞ্জরেকারের মতো অনেকের দাবি, বিরাট কোহলির মতো আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে ভুল করছেন। বাড়তি আক্রমণাত্মক হতে গিয়েই ঘেঁটে ঘ লর্ডস টেস্টে। বিরাট কোহলির আগ্রাসন সহজাত। গিলের নয়। লর্ডসে যার প্রভাব পড়েছে। শুভমানের আইপিএল দল গুজরাট টাইটান্সের প্রাক্তন মেন্টর কার্স্টেনের মতে, শুভমানের উচিত এই ব্যাপারে ধোনিকে অনুসরণ করা। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলানো।

কার্স্টেন বলেছেন, 'নতুন দায়িত্ব। সবে শুরু করেছে। প্রতিভার অভাব নেই শুভমানের মধ্যে। অত্যন্ত দক্ষ ক্রিকেটার। তবে একজন অধিনায়ককে এর বাইরে অনেকগুলি বিষয়ে দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। বিশেষত ম্যানেজমেন্ট স্কিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিনায়ক হিসেবে সফল হতে গেলে। ধোনির ম্যান ম্যানেজমেন্ট স্কিল অসাধারণ ছিল। গিলকে সেটাই করতে হবে। পারলে অধিনায়ক হিসেবে আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠবে। ওর মধ্যে ভারতের অন্যতম সেরা অধিনায়ক হয়ে ওঠার রসদ রয়েছে।'

৩০ হাজার কোটির রিজার্ভ!

বছরে বোর্ডের আয় ১০ হাজার কোটি

মুম্বই, ১৮ জুলাই : বিশ্বের ধনীতম ক্রিকেট বোর্ড কোন দেশের?

বলার জন্য কোনও পুরস্কার নেই। উত্তরটা ক্রিকেট সম্পর্কে উৎসাহ রাখা সবারই জানা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। কিন্তু কতটা বিত্তশালী? আজ যে প্রশ্নের উত্তরে চক্ষু চড়কগাছ ক্রিকেট দুনিয়ার। বিসিআইয়ের বছরের আয়, জমা অর্থ, তার থেকে প্রাপ্য সুদের পরিমাণ

> ২০০৭-এ আইপিএল নামক সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের সন্ধান পেয়েছিল ভারতীয় বোর্ড। ক্রীড়া বিশ্বের অন্যতম সেরা টুর্নামেন্ট। ঘরোয়া ক্রিকেটারদের জন্য যেমন নিজেদের প্রমাণের মঞ্চ তৈরি করছে আইপিএল, পাশাপাশি আর্থিকভাবে শক্তিশালী করছে বিসিসিআই-কে।
>
> **লয়েড ম্যাথিয়াস**, বিজনেস স্ট্র্যাটেজিস্ট

শুনলে চোখ কপালে ওঠাই স্বাভাবিক। বোর্ডের জমা অর্থের পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকা! যার থেকেই সুদ বাবদ বছরে বোর্ডের ভাঁড়ারে আসে ১০০০ কোটি টাকা! চমকের এখানেই শেষ নয়। বছরে আয়ের পরিমাণও প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা ছুঁইছুঁই। ২০২৩-'২৪ অর্থ বর্ষে বোর্ডের কোষাগারে ঢুকেছে ৯,৭১৪ কোটি টাকা।

চমকে দেওয়া এহেন তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে রেডিফিউশন সংস্থার রিপোর্টে। যেখানে তুলে ধরা হয়েছে গত আর্থিক বর্ষে বিসিসিআই আয়ের হিসেবনিকেশ। চমকের মূল কারণ সোনার ডিম দেওয়া হাঁস আইপিএল। ৯,৭৪১.৭ কোটির বার্ষিক আয়ের ৬০ শতাংশই আইপিএলের (৫,৭৬১ কোটি টাকা) হাত ধরে।

২০২৩-২০২৭, এই সময়ের জন্য আইপিএলের স্বত্ব যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থা ডিজনি ও ভায়াকমের কাছে ৫৩,৩১২ কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। যা আগের চুক্তির তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ বেশি। স্পনসরশিপ বাবদ মোটা অঙ্ক আসছে। ভারতীয় ক্রিকেট যার স্পর্শে ধনী থেকে আরও ধনী।

বিজনেস স্ট্র্যাটেজিস্ট লয়েড ম্যাথিয়াস বলেছেন, '২০০৭ সালে আইপিএল নামক সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের সন্ধান (মেগা লিগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়) পেয়েছিল বিসিসিআই। ক্রীড়া বিশ্বের অন্যতম সেরা টুর্নামেন্ট। ঘরোয়া ক্রিকেটারদের জন্য যেমন নিজেদের প্রমাণের মঞ্চ তৈরি করছে আইপিএল, পাশাপাশি আর্থিকভাবে শক্তিশালী করছে বিসিসিআই-কে।'

রেডিফিউশন সংস্থার কর্ণধার সন্দীপ গোয়েল বলেছেন, 'রনজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি, সিকে নাইডু ট্রফির মতো ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলি থেকেও আয়ের সুযোগ রয়েছে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল ৩০ হাজার কোটি টাকার রিজার্ভ। বছরে সুদ থেকেই প্রাপ্তি হাজার কোটি টাকা। আর্থিকভাবে প্রতিবছরই শক্তিশালী হচ্ছে বিসিসিআই। আয় বাড়ছে প্রায় ১২ শতাংশ হারে।'

আইপিএল ছাড়া অন্যান্য মিডিয়া স্বত্ব বাবদ গত আর্থিক বছরে ৩৬১ কোটি টাকা আয় করেছে বোর্ড। মহিলা প্রিমিয়ার লিগও জনপ্রিয় হচ্ছে। আইসিসি-র লভ্যাংশ থেকে বোর্ডের প্রাপ্তি ১,০৪২ কোটি টাকা। ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আজিমন ফ্রান্সিসের মতে, ক্রিকেট বিশ্বের আয়ের মূল উৎস ভারত। আয়ের জন্য আইসিসি-ও ভারতের মুখাপেক্ষী।

বোর্ডের বার্ষিক আয়
₹৯৭৪১.৭ কোটি টাকা

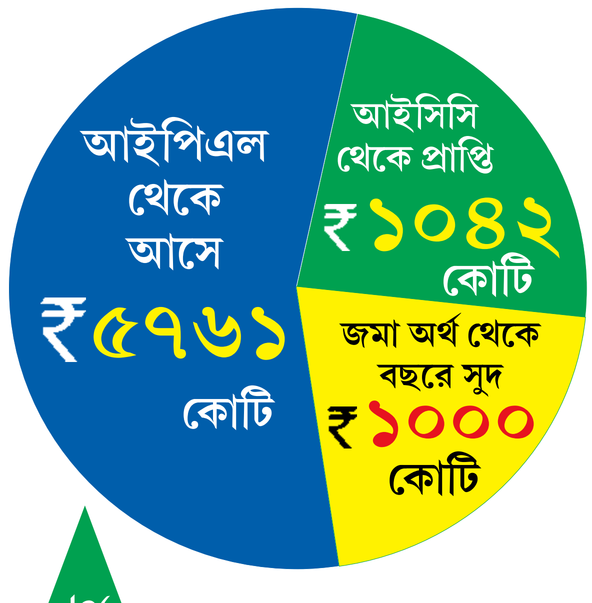

আয় বেড়েছে

২০২৩-২০২৭, এই সময়ের জন্য আইপিএলের স্বত্ব যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থা ডিজনি ও ভায়াকমের কাছে ৫৩,৩১২ কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। যা আগের চুক্তির তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ বেশি।

INDIAN PREMIER LEAGUE

মোট আয়ের ৬০% এসেছে শুধুমাত্র আইপিএল থেকে

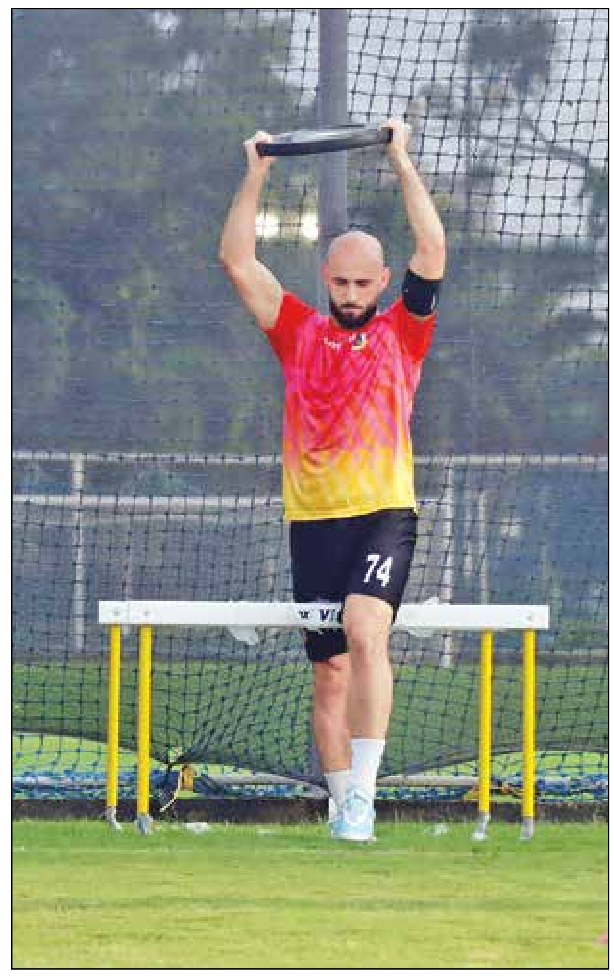

কলকাতায় পৌঁছানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অনুশীলনে নেমে পড়লেন প্যালেস্টাইনের মহম্মদ রশিদ। শুক্রবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে রশিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুলাই : বৃহস্পতিবার গভীররাতে কলকাতায় পা রেখেছিলেন। শুক্রবার বিকেলে অনুশীলনে নেমে পড়লেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি মহম্মদ রশিদ।

এদিন রশিদের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ও নন্দকুমার শেখর। গ্রিক তারকাও বৃহস্পতিবার রাতে শহরে এসেছেন। নন্দকুমার আসেন শুক্রবার সকালে। এদিন দুই সহকারী কোচ আদ্রিয়ান মার্টিনেজ ও জাভিয়ের স্যাঞ্চেজের তত্ত্বাবধানে সিনিয়ার দল বেশিরভাগ সময় ফিজিক্যাল ট্রেনিং করেন। পরে নিজেদের মধ্যে পাসিং ফুটবল খেলেন। তবে রশিদ, দিমি ও নন্দকুমার পুরো সময়টাও ফিজিক্যাল ট্রেনিং করেছেন। এছাড়াও চোট থাকায় ফিজিওর তত্ত্বাবধানে ছিলেন বঙ্গসন্তান সৌভিক চক্রবর্তী।

এদিন রশিদ অনুশীলনে যোগ দেওয়ার আগে তাঁর নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করে ইস্টবেঙ্গল। সেইসঙ্গে সরকারিভাবে আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল ও ব্রাজিলিয়ান তারকা মিগুয়েলের নামও ঘোষণা করেছে তারা। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের আগেই এই তিন বিদেশির যোগদানের কথা জানানো হয়েছিল। শুক্রবার গভীররাতে কোচ অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে কলকাতায় আসার কথা রয়েছে ডিফেন্ডার সিবিলের। ব্রাজিলিয়ান মিডিও মিগুয়েল ২০ তারিখ শহরে আসতে পারেন।

জুলাইয়ের শেষে নামছেন বাগানের সিনিয়াররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুলাই : জুলাইয়ের শেষেই মাঠে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সিনিয়ার দল।

৩১ জুলাই ডুরান্ড কাপে অভিযান শুরু করছে সবুজ-মেরুন। গ্রুপপর্বের বাধা টপকাতে পারলে নক আউটে সিনিয়ার দল খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের। সেকথা মাথায় রেখেই জুলাইয়ের ২৫ অথবা ২৬ তারিখে সিনিয়ার দলের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে। ২৩-২৪ তারিখের মধ্যেই অধিকাংশ ভারতীয় ফুটবলারদের কলকাতায় চলে আসার কথা। তবে সব বিদেশিদের আসতে অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ গড়িয়ে যেতে পারে। কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা কলকাতায় আসবেন অগাস্টের ২ অথবা ৩ তারিখে। যদিও সবটাই এখনও যদি-কিন্তুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আসলে মোহনবাগান ক্লাবের মাঠ প্রস্তুত হয়ে গেলে তবেই প্রস্তুতি শুরু করবে বাগানের সিনিয়ার দল।

জাতীয় শিবিরে সাহিল-অর্ণব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুলাই : অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় দলের শিবিরে ডাক পেলেন দুই বঙ্গতনয় ইউনাইটেড স্পোর্টসের স্ট্রাইকার সাহিল হরিজন ও পাঠচক্রের গোলরক্ষক অর্ণব দাস। ১ অগাস্ট থেকে অনূর্ধ্ব-২৩ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের খেলার জন্য বেঙ্গালুরুতে জাতীয় শিবির হবে। সাহিল হরিজন চলতি কলকাতা লিগে দারুণ ছন্দে রয়েছেন। পাশাপাশি গোলরক্ষক অর্ণব এখনও পর্যন্ত কলকাতা লিগে একটিও গোল হজম করেননি।

নজির দিব্যাংশীর

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : ভারতীয় টেবিল টেনিসে নয়া ইতিহাস তৈরি করেছে ১৪ বছরের দিব্যাংশী ভৌমিক। চলতি মাসের শুরুতে তাসখন্দে এশিয়ান যুব টেবিল টেনিসে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে সোনা জিতেছে সে। এর ফলে ৩৬ বছর পর এশিয়ান যুব টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে কোনও ভারতীয় সোনা জিতল। এর আগে সুব্রহ্মণিয়াম ভুবনেশ্বরী সোনা জিতেছিলেন।

অবসর নিলেন ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের প্রাক্তনী অদিতি চৌহান।

স্বপ্নের সফর শেষ করলেন অদিতি

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : ১৭ বছর আগে স্বপ্নের সফরটা শুরু হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাতে সমাজমাধ্যমে এক আবেগঘন বার্তায় দীর্ঘ পেশাদারি ফুটবলার জীবনে ইতি টেনেছেন ভারতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন গোলরক্ষক অদিতি চৌহান।

ইউরোপের পেশাদার লিগে খেলা ভারতের প্রথম মহিলা ফুটবলার অদিতি। ২০২৩ সালে জাতীয় দলের জার্সিকে বিদায় জানান। ৩২ বছর বয়সে ক্লাব ফুটবলেও যাত্রা শেষ করলেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত-যাত্রা। সেটাই নতুন দিগন্ত খুলে দেয় অদিতির সামনে। ২০১৫ সালে যোগ দেন ইংল্যান্ডের প্রথম সারির ক্লাব ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডে। ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে দুই পর্বে খেলেছেন গোকুলাম কেরালার হয়ে। গত মরশুমে বাংলার ক্লাব শ্রীভূমি এফসি-র দুর্গ রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। বিদায়ি বার্তায় অদিতি লিখেছেন, 'সবকিছুর জন্য ফুটবলকে ধন্যবাদ। আমার ১৭ বছরের অবিশ্বাস্য যাত্রা শেষ হচ্ছে। গর্বের সঙ্গে পেশাদারি ফুটবল জীবনে ইতি টানছি।'

> যখন ফুটবল শুরু করি, কল্পনাও করিনি এতদূর আসব। ভালো লাগত বলে খেলতাম। ফুটবলে মহিলাদের যে জাতীয় দল আছে, সেটাই জানতাম না।
>
> **অদিতি চৌহান**

প্রথমবার যখন ফুটবলে পা ছোঁয়ান, মহিলা ফুটবল সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না অদিতির। তিনি নিজেই বলেছেন, 'যখন ফুটবল শুরু করি, কল্পনাও করিনি এতদূর আসব। ভালো লাগত বলে খেলতাম। ফুটবলে মহিলাদের যে জাতীয় দল আছে, সেটাই জানতাম না।' খেলোয়াড় জীবনে ইতি টানলেও ফুটবল থেকে দূরে থাকছেন না অদিতি। নিজেই বলেছেন, 'ফুটবল আমাকে সবকিছু দিয়েছে। আমার দ্বিতীয় ইনিংসে ফুটবলকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার পালা।' যদিও সেটা কোচিং নাকি অন্য কিছু, তা তিনি স্পষ্ট করেননি।

'আলিপুরদুয়ার থেকেও সম্ভব টেবিল টেনিসে ভালো কিছু করা'

সৌম্যজিৎ দুর্ভাগ্যের শিকার, বলছেন সৌরভ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জুলাই : আলিপুরদুয়ারের মতো প্রান্তিক শহর থেকে উঠে এসে সৌরভ চক্রবর্তী দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে টেবিল টেনিস খেলেছেন। সেইসঙ্গে ভারতীয় টেবিল টেনিসের একটি গর্বের সঙ্গে নিজের নাম যোগ করে ফেলেছেন। অলিম্পিকে প্রথমবার টিম হিসেবে প্যারিসে যোগ্যতা অর্জন করা ভারতীয় দলের কোচিং স্টাফ ছিলেন তিনি। সেই গর্বের অনুভূতির মাঝেও সৌরভকে ধাক্কা দেয় সৌম্যজিৎ ঘোষের ভারতীয় দলের বৃত্ত থেকে ছিটকে যাওয়া। তিনি মনে করেন, সৌম্যজিতের মতো প্রতিভা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে প্রত্যাশিত উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেননি। তবে শিলিগুড়ির টেবিল টেনিস নিয়ে তিনি হতাশ করার কিছু দেখছেন না।

সৌরভ বলেছেন, 'ভারতবর্ষের টেবিল টেনিসে শিলিগুড়ি একটা বড় নাম। শিলিগুড়ির পারফরমেন্সে খুব যে কিছু অবনতি হয়েছে বলা যায় না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রজন্ম বলে একটা ব্যাপার থাকে। শিলিগুড়িও এভাবেই সৌম্যজিৎ-অঙ্কিতা দাসদের পেয়েছে। এখন ওদের জায়গা নিতে উঠে আসছে নতুন প্রজন্ম। ভবিষ্যতে ওরাই হয়তো ভালো খেলবে।'

সৌম্যজিৎ-অঙ্কিতা একটা সময়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়াও অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিন্তু বর্তমানে বেশ কয়েক বছর তাঁরা জাতীয় দল থেকে দূরে রয়েছেন। যা নিয়ে সৌরভের মন্তব্য, 'প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। সৌম্যজিৎ দুর্ভাগ্যজনকভাবে খেলার বাইরের একটি ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল। সেইজন্য হয়তো ওর প্রত্যাবর্তনে সমস্যা হচ্ছে। তবে ওর ঘটনাটা খুব অপ্রত্যাশিত ছিল। বিষয়টি আমাকেও খুব কষ্ট দিয়েছে। সৌম্যজিতের মতো প্রতিভা, সম্ভাবনা ভারতীয় টেবিল টেনিসে খুব কম এসেছে। অঙ্কিতা কিন্তু নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী খেলেছে। সবার কেরিয়ার লম্বা হয় না। সেইজন্য তাঁকে ব্যর্থ মনে করার কারণ নেই।'

সম্প্রতি নিজের শহর আলিপুরদুয়ারে ফিরেছিলেন সৌরভ। বেশ কয়েকদিন সেখানে কাটানোর অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে হয়েছে টেবিল টেনিসে ভালো কিছু করার ক্ষমতা আলিপুরদুয়ারেরও রয়েছে। একটা সময়ে আলিপুরদুয়ারের প্যাডলাররাও ন্যাশনালে খেলেছে। বর্তমানে সেই ধারায় ছেদ পড়লেও সৌরভ বলেছেন, 'এখানে যারা টেবিল টেনিস দেখেন তাঁদের আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে। তাঁদের উদাহরণ দিয়ে দেখাতে হবে যাঁরা টেবিল টেনিসে একটা পর্যায় পর্যন্ত এগিয়েছেন তাঁরাই আজ চাকরি পেয়েছেন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারে টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিগুলি রমরমিয়ে চলত। করোনার পরে সেই ছন্দে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটেছে। তবে স্থানীয় সংগঠন সক্রিয় হলে সেই ছবি আবার ফিরিয়ে আনা যায়। খেলোয়াড়দের উদ্দেশে বলব, শর্টকাটের খোঁজ না করে পরিশ্রম চালিয়ে যেতে। তাহলে আলিপুরদুয়ার থেকেও টেবিল টেনিসে ভালো কিছু করার আশা যেতে পারে।'

ডার্বিতে কল্যাণীর গ্যালারিতে দর্শকদের জন্য চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুলাই : কল্যাণী স্টেডিয়ামে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে দর্শকদের জন্য বিশেষ আয়োজন।

ডার্বিতে দর্শক স্বাচ্ছন্দ্যে জোর দিতে বেশ কিছু অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে আইএফএ। সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক টিকিট, স্টেডিয়াম চত্বরে দুই দলের ফ্যান পার্ক, ফুড স্টল তো থাকছেই। একইসঙ্গে ম্যাচ দেখতে যাওয়া সমর্থকদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা করছেন আয়োজকরা।

কল্যাণী স্টেডিয়ামে দর্শকদের জন্য গ্যালারির প্রতিটি ব্লকে একজন করে চিকিৎসক রাখছে আইএফএ। কোনও দর্শক অসুস্থবোধ করলে তৎক্ষণাৎ প্রাথমিক শুশ্রূষার সরঞ্জামও থাকবে। এখানেই শেষ নয়। ফুটবলারদের জন্য দুইটি অ্যাম্বুল্যান্স তো থাকছেই। পাশাপাশি যদি কোনও দর্শককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে তার জন্য আলাদা আরও দুটি অ্যাম্বুল্যান্স রাখছে আয়োজকরা। ম্যাচ হবে নৈশালোকে। ডার্বিকে আরও জমকালো করতে মাঠে লাল-হলুদ ও সবুজ-মেরুন 'এলইডি' আলো থাকবে।

মোহনবাগান গোল করলে সবুজ-মেরুন ও ইস্টবেঙ্গল গোল করলে লাল-হলুদ আলোয় ভাসবে কল্যাণী স্টেডিয়ামের গ্যালারি।

এদিকে, কালীঘাট মিলন সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর কল্যাণীর মাঠের বেহাল অবস্থা নিয়ে অভিযোগের সুর চড়িয়েছিলেন মোহনবাগান রিজার্ভ দলের কোচ ডেগি কার্ডোজো। তবে মাঝে এক সপ্তাহ সময় পাওয়া যাচ্ছে। আইএফএ জানিয়েছে, এর মধ্যে ওই মাঠে কোনও ম্যাচ দেওয়া হচ্ছে না। ফলত মাঠ পরিচর্যার জন্য অনেকটা সময় পাওয়া যাচ্ছে। স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের তরফেও সমস্যা সমাধানের আশ্বাস মিলেছে।

লাস ভেগাসে ইতিহাস গড়লেন এরিগাইসি

লাস ভেগাস, ১৮ জুলাই : প্রথম ভারতীয় দাবাড়ু হিসাবে ফ্রি স্টাইল দাবায় সেমিফাইনাল খেলবেন। লাস ভেগাসে শেষ চারের ছাড়পত্র পেয়ে ইতিহাস গড়লেন অর্জুন এরিগাইসি। কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের ৭ নম্বর নদিরবেক আব্দুসাত্তোরভকে পরাস্ত করেন ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার অর্জুন। র‍্যাপিডে প্রথম গেম জেতেন এরিগাইসি। দ্বিতীয় গেম ড্র হওয়ায় ছিটকে যান উজবেকিস্তানের গ্র্যান্ড মাস্টার নদিরবেক। রাউন্ড রবিন পর্ব থেকেই দাপট দেখিয়ে চলেছেন এরিগাইসি। লাস ভেগাসে খেতাবের অন্যতম দাবিদার হিসাবেও বিবেচনা করা হচ্ছে তাঁকে।

অন্যদিকে, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের কাছে পরাস্ত হলেও ভারতের বিদিত গুজরাটির বিরুদ্ধে ম্যাগনাস কার্লসেন সহজ জয় ছিনিয়ে নিলেন। কার্লসেনকে হারালেও এদিন আবার ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার কাছে হেরে খেতাবি লড়াইয়ের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছেন প্রজ্ঞা।

শিলিগুড়িতে কাল ইস্টবেঙ্গলের ট্রায়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যানস ক্লাবের তরফে ইয়ুথ লিগে ইস্টবেঙ্গল দল গঠনের জন্য দুইদিনের ট্রায়াল কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে অনুপ বসু জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৪, ১৬ ও ১৮ বিভাগে ট্রায়াল নেওয়া হবে। ইস্টবেঙ্গলের প্রতিনিধি রবিন মজুমদার বলেছেন, 'বুধ ও বৃহস্পতিবার কোচবিহারের দেওয়ানগঞ্জে এবং আজ ও আগামীকাল মেটেলিতে ইস্টবেঙ্গলের ট্রায়ালের নেওয়া হচ্ছে। এরপর শিলিগুড়িতে ট্রায়াল হবে। সেখানে ঝাড়াইবাছাইয়ের কলকাতায় চূড়ান্ত করা হবে দল। অনূর্ধ্ব-১৮ ও ১৪ বিভাগে ট্রায়ালের দায়িত্বে আছেন অজয় পিল্লাই এবং সুরজ সিং বিস্ত।'

উত্তরের খেলা

বড় জয় রবীন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার গ্রুপ 'এ'-তে রবীন্দ্র সংঘ ৫-১ গোলে এনআরআই-কে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ১৮ মিনিটে মণীশ ওরাওঁ রবীন্দ্রকে এগিয়ে দেন। ৫৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান সরোজ রাউত। ৬০ মিনিটে শিবেন সোরেনের গোলে ফের এগিয়ে যায় রবীন্দ্র। ৮৩ মিনিটে রবীন্দ্রর বিকাশ মুন্ডা স্কোরশিটে নাম তোলেন। ৮৭ মিনিটে এনআরআইয়ের বাবাই রায় ব্যবধান কমিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে অজিত সাহুর গোলে রবীন্দ্রর জয় নিশ্চিত হয়। ম্যাচের সেরা হয়ে সরোজ পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। শনিবার গ্রুপ 'এ'-তে খেলবে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ ও শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সুদীপ বর্মন। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

লাল স্কুলকে হারাল জামালদহ

জামালদহ, ১৮ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে শুক্রবার আয়োজকরা ৪-২ গোলে লাল স্কুল স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। জামালদহের সুদীপ বর্মন জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোল দুইটি রিন্টু রায় মাঝি ও সাগর বর্মনের। লাল স্কুলের গোলস্কোরার অভিজিৎ বর্মন ও সুদীপ বর্মন। ম্যাচের সেরা জামালদহের সুদীপ বর্মন। শনিবার খেলবে শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাব ও গোপালপুর নবীন সংঘ।

ড্র বিওয়াইএফএ ও জেএফসিসি-র

ম্যাচের সেরা নিখিল রায়।

বেলাকোবা, ১৮ জুলাই : জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার রাজগঞ্জ জোনের খেলায় শুক্রবার বিওয়াইএফএ ও জেএফসিসি-র ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। বিওয়াইএফএ-র রাহুল হুসেন ও জেএফসিসি-র রবীন্দ্রনাথ রায় গোল করেন। ম্যাচের সেরা বিওয়াইএফএ-র নিখিল রায়। শনিবার খেলবে এনডিজিপিসি ও এমএসএফএ।

হার জয়ন্তীর

কোচবিহার, ১৮ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অসীম ঘোষ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার স্পিরিচুয়াল স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব ৩-০ গোলে বলরামপুর মাতৃমন্দির জয়ন্তী ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে দেবাশিস দেবনাথ জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি আকাশ সরকারের। ম্যাচের সেরা দেবাশিস। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরা দেবাশিস দেবনাথ। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জয়ী জেএফএ

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার জেএফএ ৫-০ গোলে এবিপিসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা রতন রায় জোড়া গোল করেন। বাকি গোলগুলি সংকল্প ছেত্রী, অভয় লোহার ও রজত ওরাওঁয়ের। লাল কার্ড দেখেন এবিপিসি-র দীপ দাস।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বনগাঁ-এর এক বাসিন্দা

03.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93A 59683 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি অনেক সাধারণ মানুষ দেখেছি যেমন - পুরুষ, মহিলা, যুবক, বৃদ্ধ তাদের জীবন ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির মাধ্যমে বদলে গেছে। কোটিপতি হওয়ার এই মুহূর্তটি আমি কখনও ভুলবো না। এই অনন্য সুযোগ প্রদানের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, বনগাঁ - এর একজন বাসিন্দা বাবলা দাস - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।